পদক্ষেপ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক
ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
অবলা প্রিণ্টার্স
২৫।৩ তারক চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৫

প্রচ্ছদ-শিল্পী
সত্য চক্রবর্ত্তী

শ্রী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু

আপনি একজন বড় স্কলার, তাই না?

এসব কথা থাক। এক গাদা ডিগ্রি কোনও কাজে লাগে না।

কিন্তু এ ব্যাপারটাকে আমি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখছি।

কেন দেখছেন? ডিগ্রি দিয়ে কিছু হয় না।

আপনি মাধ্যমিকে প্রথম কুড়িজনের মধ্যে ছিলেন। সাধারণত এই পর্যায়ের রেজাল্ট যারা করে তারা সায়েন্স নিয়ে পড়ে এবং ডাক্তারি বা প্রযুক্তির লাইনে যায়, আপনি তা যাননি। আপনি আর্টস পড়েছেন? কেন বলুন তো?

আমার কলকব্জার ব্যাপারও ভাল লাগত না, ডাক্তারিতেও আগ্রহ ছিল না। ইতিহাসে আমার খুব ইন্টারেস্ট ছিল বরাবরই। ইতিহাসে আমি সবসময়ই ভাল নম্বর পেতাম।

ভাল কথা। সবাই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হোক এটা কাম্যও নয়। বিশেষ করে এখন ইঞ্জিনিয়ারদের বাজার পড়তির দিকে। গত কয়েক দশকে নানা ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বহু ছাত্র পাশ করে বেরোনোর ফলে চাকরিতে টান পড়েছে। বিদেশেও তাদের ছাঁটাইয়ের মুখে পড়তে হচ্ছে। ডাক্তারদের অবস্থা হয়তো একটু বেটার। কিন্তু নাম না করলে ডাক্তারদের পশার নেই।

আপনি প্রফেশনের কথা ভাবছেন তো! আমি যখন লেখাপড়া করতাম তখন পেশা নিয়ে কিছু ভাবিনি। পড়াশুনো করতাম নেশার মতো। তবে আমি জানতাম ইতিহাস পড়ে খুব মোটা মাইনের চাকরি পাওয়ার আশা নেই, বড়জোর একটা অধ্যাপনা।

শেষ পর্যন্ত আপনি তাই পেয়েছেন, এতে কি আপনি খুশি?

হ্যাঁ, অখুশি হওয়ার কী আছে বলুন। আমি তো স্বেচ্ছায় আমার বিষয় নির্বাচন করেছি। ভবিষ্যৎ জানাই ছিল।

আপনি তো ল-ও পড়েছেন। যতদূর জানি এল এল বি-তেও আপনি ভালই ফল করেছিলেন।

হ্যাঁ। আমাদের সম্পত্তি ঘটিত একটা দীর্ঘস্থায়ী মামলা ছিল। আমরা উকিলের আর আদালতের পিছনে অনেক খরচ করেছি। বাবা আমাকে ল পড়তে বলেন ওই মামলা চালানোর জন্যই।

মামলা কি আপনি চালিয়েছেন?

খানিকটা সাহায্য করেছিলাম বৈকি!

মামলাটা আপনারা শেষ পর্যন্ত জিতেও যান।

হ্যাঁ।

তাহলে আপনি ওকালতিও খারাপ করতেন না।

করলে হয়তো ভালই করতাম। কিন্তু আপনাকে তো বলেছি, আমার ওসব ভাল লাগে না। আমি লেখাপড়া নিয়ে থাকতে ভালবাসি। আর আমার প্রিয় বিষয় হল ইতিহাস। কিন্তু আপনি যে কেসটার তদন্ত করছেন তাতে আমার কোয়ালিফিকেশন কোন প্রসঙ্গে আসছে?

নিরুপমবাবু, আমার কাছে যে তথ্যপ্রমাণ আছে তাতে দেখা যাচ্ছে ইতিহাস আপনার প্রিয় বিষয় হলেও অনার্সে আপনি খুব টেনে মেনে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। আর এম এ-তে তাও নয়, সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট।

আপনার তথ্য ভুল নয়, ও দুই পরীক্ষাই আমার খারাপ হয়েছিল। অনার্সের আগে আমি, চোখের একটা অসুখে পড়েছিলাম, ডাক্তার সন্দেহ করেছিল রেটিনা ডিট্যাচমেন্ট, শেষ অবধি অবশ্য তা হয়নি। এম এ পরীক্ষার আগে আমি একটি মেয়ের পাল্লায় পড়ে খানিকটা গোল্লায় গিয়েছিলাম।

মেয়েটির নাম কি স্বপ্না?

আপনি কী করে জানলেন?

জানাই যে আমার কাজ।

তাই দেখছি। আর কিছু জানতে চান?

হ্যাঁ। আমার অনেক কিছু জানার আছে। স্বপ্না সেন সম্পর্কে যদি একটু ডিটেলস ইনফর্মেশন দিতে পারেন তাহলে ভাল হয়।

স্বপ্না! সে তো অতীত, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল প্রায় দশ বারো বছর আগে। তখন আমার বোধহয় বাইশ তেইশ বছর বয়স। কিংবা আরও একটু কম হতে পারে। এম এ ফার্স্ট ইয়ারে আমার বয়স বোধহয় ছিল একুশ।

হ্যাঁ, তাই ছিল।

স্বপ্নার সঙ্গে তখন আমার একটা রোমান্টিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বপ্না খুবই সুন্দরী ছিল। একটা মিষ্টি ঝগড়ার ভিতর দিয়ে আমাদের ভাব হয়। সেটা দ্রুত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে পরিণত হয়।

ঝগড়াটা কী নিয়ে হয়েছিল?

ছেলেমানুষি ব্যাপার। অবশ্য তখন আমরা তো ছেলেমানুষই ছিলাম। আমাদের একটা প্রাচীর পত্রিকা বেরোতো। পবিত্র সেন নামে একটি ছেলে হাতে লিখে পনেরো দিন পর পর সেটা আমাদের ক্লাসরুমের করিডোরের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিত। সেটা সবাই খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়তও। তাতে আমি স্বপ্ন নামে একটা কবিতা লিখেছিলাম। স্বপ্না সেটা পড়ে ভীষণ চটে যায়। তার ধারণা হয়েছিল ওটা ওকে নিয়ে লেখা এবং তাই নিয়ে ঝগড়া। রেগে গিয়ে স্বপ্না অধ্যাপকের কাছেও নালিশ করেছিল। যাই হোক, শেষ অবধি মিটমাট হয় এবং ভাবও হয়।

তারপর?

তারপর যা হয় আর কি। কফি হাউস, ময়দান, সিনেমা আর থিয়েটার, আর্ট একজিবিশন এইসব করে বেড়াতাম দুজনে।

কোনও ফিজিক্যাল সম্পর্ক?

আরে না মশাই, না, দশ বারো বছর আগে আমাদের নীতিবোধ খানিকটা অবশিষ্ট ছিল। আর আমার মনে হয়, স্বপ্না কোনওদিনই আমাকে সিরিয়াসলি নেয়নি, বড়লোকের মেয়ে এবং বেশ বুদ্ধিমতী, সে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল যে আমি হচ্ছি তার স্টপ গ্যাপ কমপ্যানিয়ন। যথারীতি এম এ পরীক্ষার পরেই সে দুঃখপ্রকাশ করে ভো কাট্টা হয়ে যায়। এখন সে সুইজারল্যান্ডে এক সফল একজিকিউটিভের ঘর করছে। আর সেই প্রেম থেকে বুরবক আমি লাভ করলাম একটা সেকেন্ড ক্লাস এবং খানিকটা তিক্ততা। কিন্তু আপনার তদন্তে স্বপ্নাকে কেন প্রয়োজন হচ্ছে সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।

হয়তো পরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে, আপাতত আমি আপনাকে এরকম কিছু কিছু প্রশ্ন করেই যাব।

কিন্তু কেন?

আপনার সাইকোলজিটা বুঝবার জন্য। স্বপ্নার রিফিউজালের ব্যাপারটা আপনি এখন যেমন ক্যাজুয়ালি বললেন তখনও কি ঠিক এরকম ক্যাজুয়ালি ব্যাপারটা নিয়েছিলেন?

না মশাই, তখন আমার বয়স কম, হৃদয় ভরা আবেগ। তখন তো পাগল হয়ে যেতে বসেছিলাম। মরার কথাও ভেবেছি। মদ খেয়ে দেবদাস হওয়ারও চেষ্টা করেছি। স্বপ্নাকে ছাড়া কি করে বেঁচে থাকব সেটাই তখন প্রশ্ন ছিল।

প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবেননি?

হ্যাঁ, তাও ভেবেছি বৈকি।

কীরকম প্রতিশোধ? খুন করা টরা?

হ্যাঁ, সে কথাও এক আধবার মনে হয়েছিল। কিন্তু বেসিক্যালি আমি একজন ভিতু মানুষ। ওসব চিন্তা করতে পারি না। ওরকম ইচ্ছা হলেও পরে তার জন্যে অনুতাপ হয়।

আপনার কি মনে হয় আপনি খুন করতে অপারগ?

হ্যাঁ, অবশ্যই। একজন ছটফটে জ্যান্ত মানুষকে খুন করার কথা আমার তো কখনও মনে হয়নি। আমি কোনও ভয়ানক দৃশ্য বা ঘটনা সহ্য করতে পারি না। রক্তপাত দেখলে আমি অসুস্থ বোধ করি।

ঠিক এক মাস আগে বালিগঞ্জ প্লেসে নেহা মজুমদার নামে একটি মেয়ে খুন হয়। পত্রপত্রিকায় তার মৃত্যুর খবর ছাপাও হয়েছিল। মাত্র একুশ বছর বয়স, অত্যন্ত সুন্দরী, মোটামুটি বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী, স্মার্ট এবং হবু ফিল্ম স্টার এই মেয়েটির সবে বিয়ে হয়েছিল। হাজব্যান্ড অত্যন্ত প্রসপারাস আই টি ম্যান। বছরে ছয় মাস তাকে বিদেশে থাকতে হয়। বিয়ের পর মাত্র এক বছরের মধ্যেই ঘটনা।

সবই জানি। নেহা আমার ছাত্রী ছিল। নেহার মৃত্যুর পর লোকাল পুলিশও আমার কাছে আসে। বোধহয় নেহার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে রসালো গল্পটি প্রচলিত আছে তার জন্যই আমাকে জেরা করা হচ্ছে।

রসালো গল্পটা প্রচলিত হল কেন নিরুপমবাবু?

তা কী করে বলব বলুন। লোকে কাদা ভালবাসে। বেশিরভাগ লোকেই তো নিষ্কর্মা, অ্যান্ড আইডল ব্রেন ইজ ডেভিল'স ওয়ার্কশপ।

আপনার ডির্ভোসি কতদিন হয়েছে?

ডিভোর্সের রায় এখনও বেরোয়নি। তবে আমার স্ত্রী ডিভোর্স পেয়ে যাবে। মামলা স্ট্রং, আইন তো এখন মেয়েদের পক্ষেই।

মামলায় আপনার উকিল কি আপনি ছিলেন?

না। বরং উল্টো। আমার বউ যখন ডির্ভোসের প্রস্তাব দিল তখন আমিই ওকে বলি, কোন কোন পয়েন্টে মামলা করলে ডিভোর্স তাড়াতাড়ি পাবে।

কেন, ডিভোর্সটা কি আপনার কাছেও প্রার্থিত ছিল?

ছিল। যে সম্পর্কটা নেই, তাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে কী লাভ? আমার স্ত্রীর বয়স কম, গানবাজনায় উন্নতি করতে চায়, নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, আমার মতো নীরস লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে তার জীবনটা তো নষ্টই হচ্ছিল। আমার বীথিকার জন্যে দুঃখই হয়। আমি ওকে কী দিতে পারতাম বলুন! আমার যথেষ্ট টাকাপয়সা নেই, আমি রূপবান নই, আজকালকার পুরুষদের মতো যথেষ্ট স্মার্ট বা চটপটে নই, আমার ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল। উপরন্তু আমি গানের সমঝদার নই, আমার স্ত্রীকে মাঝেমধ্যে রান্নাবান্নাও করতে হত। তার এরকম জীবন ভাল লাগার কথা নয়।

বীথিকা দেবী একজন বেশ নামী ভোকালিস্ট। খেয়াল, ঠুংরি আমিও ভাল বুঝি না। কিন্তু যারা বোঝে তারা বলে, মহিলার ভবিষ্যৎ আছে।

হ্যাঁ, আপনি ভুল শোনেননি। ইদানীং বিভিন্ন প্রেস্টিজিয়াস মিউজিক কনফারেন্সে সে পারফর্ম করছিল। বীথিকার উপার্জনও বেশ ভাল।

আপনার সঙ্গে বীথিকা দেবীর তো প্রেম করেই বিয়ে হয়, তাই না?

হ্যাঁ। নইলে বামুন কায়েতের এমনি বিয়ে এখনও এদেশে হয় না। বীথিকা কায়স্থ বলে আমার পরিবারে ওকে ঠিকমতো গ্রহণও করা হয়নি।

সেজন্যই কি আপনি আলাদা বাসা নিয়ে আছেন?

ঠিক তা নয়, আমার মা-বাবা চাকদহে থাকেন। পার্টিশনের পর আমার দাদু ওখানেই বাড়ি করেন। সেই বাড়িতে বাবা আর কাকার পরিবার একসঙ্গে থাকে। অবশ্য পৃথগন্ন। হাঁড়ি আলাদা, বাড়িও বিভক্ত। ওখানে জায়গাও হয় না, আর আমার সুবিধেও হয় না। আমি কলকাতায় বহুকাল ধরেই আছি।

বীথিকা দেবীর সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় কীভাবে হয়?

সেটাও শোনা দরকার বুঝি?

কোনটা যে কখন দরকার হবে কিছুই বুঝি না।

বীথিকা ট্যালেন্টেড মেয়ে হলেও খুব অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে নয়। ওর বাবা বেঙ্গল গভর্নমেন্টের একজন অফিসার। ল্যান্ড রিফর্ম দপ্তরে। নদীয়ায় আমাদের কিছু চাষের জমি ভেস্ট হয়ে যাওয়ায় বাবার নির্দেশে আমি রাইটার্সে যাতায়াত করেছিলাম কিছুদিন। তখনই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়, সেটা একটু ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেমে আসে। আমি ব্যাচেলার শুনে উনি ওঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে একদিন খাইয়েছিলেন। ইন্সিডেন্টালি ওঁদের দেশ আমাদের ফরিদপুর জেলাতেই। উনি আমার দাদুকে চিনতেনও। যাই হোক, ওদের বাড়িতেই

বীথিকার সঙ্গে পরিচয়। শুনে হয়তো অবাক হবেন মাত্র ছয় মাসের পরিচয়েই আমরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নিই।

বীথিকা দেবীর বাড়ি থেকে আপত্তি ওঠেনি।

না, ওঁরা খুশিই হয়েছিলেন।

কতদিন আপনাদের বিয়ে হয়েছে?

তিন বছর কয়েক মাস।

নেহার সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে যা রটেছে তা কি বীথিকা দেবী জানেন?

জানে।

ওটা নিয়ে অশান্তি হয়নি?

অশান্তি বিয়ের পর থেকেই চলছিল। স্ক্যান্ডালটা তাতে ইন্ধন দেয়।

আপনার বিয়ের আগে কোনও গার্ল ফ্রেন্ড ছিল কি?

আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে আপনি আমার সম্পর্কে খুব ভাল হোমওয়ার্ক করে এসেছেন। কাজেই আপনার কাছে হয়তো কিছু লুকোনোর চেষ্টা বৃথা।

হ্যাঁ। আমি ইম্পর্ট্যান্ট সাসপেক্টদের জেরা করার আগে হোমওয়ার্ক সেরে নিই।

সেটা টের পেয়েছি। আমার কোনও লিভ ইন গার্ল ফ্রেন্ড কখনও ছিল না। আমি কো-এডুকেশনে পড়াই বলে কখনও কখনও বিভিন্ন ছাত্রীর সঙ্গে হয়তো একটু আধটু ইন্টিমেসি হয়েছে। কোনও গুরুতর ব্যাপার নয়।

বিয়ের আগে আপনি এই বাসায় একাই থাকতেন?

হ্যাঁ। ছোট এই বৈঠকখানা আর ভিতরে একটা বেশ বড় শোওয়ার ঘর, একটা কিচেন আর টয়লেট নিয়ে এই ফ্ল্যাটে আমি আছি বছর সাতেক। বইপত্রই আমার সাথী।

কাজের লোক?

আছে। ঠিকে। একজন প্রৌঢ়া। পুরোনো লোক। সেই রেঁধেবেড়ে ঘরদোর সাফ করে দিয়ে যায়। চাবি তার কাছেই থাকে। খুব বিশ্বাসী।

এখনও আছে?

হ্যাঁ। অনেকটা মা মাসির মতোই হয়ে গেছে।

বুঝেছি। ব্যাক টু বীথিকা দেবী।

আপনি কি বীথিকাকেও জেরা করেছেন?

না। তবে উনি আমার লিস্টে আছেন। খবর নিয়েছি, উনি দিল্লিতে একটা কনফারেন্সে গান গাইতে গেছেন।

হ্যাঁ। রাহুর ছায়া সরে গেছে। বীথিকা এখন আলো ছড়াচ্ছে।

আপনাদের কোন সন্তান হয়নি।

না।

কেন?

সন্তানধারণের সময় বীথিকার ছিল না। গান নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

আপনি তার জন্য কোনও জোরাজুরি করেননি?

না। সন্তানের জন্য তাড়া ছিল না। বীথিকার সময় হলে হবে—এরকমই ধরে নিয়েছিলাম।

এবার নেহা সেনের বিষয়ে দু-চারটি কথা।

শবরবাবু, লোকমুখে আপনি কী শুনেছেন জানি না, নেহার সঙ্গে কিন্তু আমার প্রেম ছিল না।

আপনারা একসঙ্গে খাজুরাহোতে একবার, অজন্তা ইলোরায় একবার এবং রাজগিরে আরও একবার এক্সকারশানে গিয়েছিলেন?

ওরকম তো যেতেই হয়। একসঙ্গে বলতে আমি আর নেহাই তো শুধু নয়, আরও একগাদা ছাত্রছাত্রী ছিল। এক্সকারশান মানে স্পট স্টাডি।

আপনাদের সম্পর্কটা ঠিক কীরকম ছিল?

তেমন কিছুই তো ছিল না মিস্টার দাশগুপ্ত। অধ্যাপনার কাজেও আমার প্রায় আট বছর কেটে গেল। হাজার কয়েক ছাত্রী পার করেছি। অধ্যাপকরা ছাত্রীদের সঙ্গে প্রেম শুরু করলে যে কূল পাওয়া যাবে না।

কথাটা খুব ঠিক। তবু এরকম ঘটনা তো ঘটেও যায়।

ঘটে না বলছি না। কিন্তু খুব কম। এতই কম যে ব্যাপারটা চিন্তার বিষয়ই নয়।

নেহার সঙ্গে তাহলে আপনার কিছুই ছিল না।

না। একটু বাস্তব সত্যগুলোকেও দেখুন মিস্টার দাশগুপ্ত। আমি বত্রিশ বছর বয়স্ক একজন মাঝারি মানের অধ্যাপক। ধুতি পাঞ্জাবি পরে ক্লাস নিই। আমার ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই নেই। আমার মতো সাদামাটা মানুষের প্রতি নেহার কোনও দুর্বলতা থাকাটাই তো অবাস্তব। আর আমি নিজেও প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। অকারণ রোমান্স করতে গিয়ে পা পিছলে পড়বার মতো নির্বোধ নই।

সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু খটকাও যে একটা আছে।

কীসের খটকা?

নেহা আপনার প্রেমে নাই পড়তে পারে। কিন্তু আপনার দিক থেকে এক তরফা প্রেম হতে তো বাধা নেই।

আপনি কি বলতে চান আমি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বিবাহিতা ছাত্রীকে গলা টিপে মেরেছি? মেরে লাভটা কী হবে বলুন তো? এই জন্যই তো বোধহয় আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন স্বপ্নাকে খুন করার ইচ্ছা আমার হত কিনা। সে না হয় বয়স অল্প ছিল, আবেগ বেশি ছিল বলে এক আধবার ওরকম ইচ্ছে হয়েও থাকতে পারে। কিন্তু সে বয়সটা তো আমি ছাড়িয়ে এসেছি।

প্রেম কি এত লজিক মেনে হয়?

কম বয়সে লজিক থাকে না, কিন্তু অভিজ্ঞতার পর লজিক আসে। নেহাকে তার বিয়ের পর খুন করাটা কি লজিক্যাল ব্যাপার? নেহা অনেকদিন আগেই আমাকে তার বিয়ের কথা বলেছিল। আমি ওকে অভিনন্দন জানাই। বিয়ের নেমন্তন্নেও আমি গিয়েছিলাম। চোখ-ধাঁধানো অনুষ্ঠান। নেহার বাবা বোধহয় কোটি টাকার বেশি খরচ করেছিলেন।

তিনি এখন মেয়ের খুনের ব্যাপারে অপরাধীদের ধরার জন্য আরও কোটি টাকা খরচ করতে রাজি। উনি সি বি আই-কে দিয়ে তদন্ত করানোর জন্য অলরেডি আবেদন করেছেন। মন্ত্রী আমলাদের ধরেছেন। কলকাতার ছয়-সাতজন প্রাইভেট ডিটেকটিভকেও আসরে নামিয়েছেন।

বাবা হিসেবে করতেই পারেন। বিশেষ করে উনি টাকাওয়ালা বাবা। কিন্তু নেহার মতো একটা ফুটফুটে মেয়েকে খুন করার একটা মোটিভ থাকবে তো! লোকাল থানা থেকে স্পষ্ট করে না হলেও এরকম একটা ইশারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ মশাই, আপনারা না গোয়েন্দা পুলিশ? ঘটে কি একটু বুদ্ধি থাকবে না আপনাদের? স্পষ্ট করে বলুন না, নেহাকে আমি খুন করতে যাব কেন?

শবর একটু হেসে বলল, প্রশ্ন তো আমি করব। আপনি নয়।

কিন্তু মশাই তাতে ব্যাপারটা এক তরফা হয়ে যাবে নাকি?

ঠিক আছে, তাহলে আপনিই বলুন নেহাকে কে খুন করতে পারে।

আমার পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। নেহা কেমন জীবনযাপন করত, ব্যক্তিগত জীবনে ও কী রকম মেয়ে ছিল তা আমার জানা নেই। অনেক বয়ফ্রেন্ড ছিল জানি। অন্য কারণও থাকতে পারে। আমি কিন্তু এটা নিয়ে চিন্তা করিনি। খবরটা পেয়ে খুব শকড হয়েছিলাম।

খবর পেয়ে কি আপনি ওর বাড়িতে গিয়েছিলেন?

না, মার্ডার কেস, নিশ্চয়ই পুলিশ তদন্ত করছে ভেবে যাইনি। তবে ফোন করেছিলাম। খবর পেলাম ওর হাজব্যান্ড এখানে নেই, বাঙ্গালোরে গেছে। তাকে খবর দেওয়া হয়েছে, সেদিনই আসছে। নেহার বাবাও বিদেশে ছিলেন। তাঁরও খবর পেয়ে সেদিনই আসার কথা।

এসব কথা কে বলল ফোনে?

বোধহয় কাজের মেয়েটেয়েই হবে।

নেহার হাজব্যান্ডকে আপনি চেনেন?

সামান্যই। বিয়ের রাতে পরিচয় হয়েছিল।

কী রকম লেগেছিল?

ভালই তো। চেহারা খুব হ্যান্ডসাম নয়, কিন্তু ঠিক আছে। শুভ্র দাশগুপ্ত খুবই ভাল চাকরি করে বলে শুনেছি। অবিশ্বাস্য নাকি তার বেতন এবং পৈতৃক সম্পত্তিও প্রচুর।

হ্যাঁ, আপনার ইনফর্মেশন নির্ভুল, শুভ্র দাশগুপ্ত খুবই ব্রাইট ইয়ং ম্যান। ইউ ডোন্ট ফিল জেলাস অ্যাবাউট হিম? ডু ইউ?

নিরুপম করুণ হেসে বলল, আপনারা আমাকে ফাঁসিতে লটকানোর জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি। শুভ্র আই টি জিনিয়াস বলে আমার জেলাস হওয়ার কী আছে? আমি তো ও লাইনের লোক নই।

বুঝেছি। কিন্তু সামান্য একটা প্রবলেম আছে।

জানি। নেহার ডায়েরি।

হ্যাঁ।

ডায়েরিতে নেহা কী লিখে রেখেছে তা আমি জানি না। যে কেউ ব্যক্তিগত ডায়েরিতে যা খুশি লিখতে পারে। তার জন্য আমার কী দায় বলুন তো?

সে যে আপনার কথাই লিখেছে।

তাও শুনেছি এবং ভীষণ অবাক হয়েছি। আমি ওর ইতিহাসের অধ্যাপক, এছাড়া নেহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না।

ছিল নিরুপমবাবু। শেষ যে এক্সকারশনটায় আপনি নেহাকে রাজগিরে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই ট্রিপে নেহার যাওয়ার কথাই নয়। নেহা তখন পাশ করে বেরিয়ে গেছে।

আমি নেহাকে নিয়ে গেছি কে বলল? আর অধ্যাপক তো আমি একাই ছিলাম না, আরও দুজন ছিল।

সব জানি। নেহার ওই গ্রুপে থাকার কথা নয়, তবু সে গেল কেমন করে এবং কেন?

ইজি। নেহা যেতে চেয়েছিল এবং নিজের সব খরচ নিজেই বিয়ার করেছিল বলে আপত্তি ওঠেনি।

কেন গিয়েছিল?

সিম্পল ইন্টারেস্ট, হয়তো রাজগির ওর প্রিয় জায়গা।

ঠিক আছে। মেনে নিচ্ছি। কিন্তু খিঁচ থেকে যাচ্ছে।

মুস্কিলে ফেললেন। যাই হোক, আমি কারণটা জানি না।

কারণটা হয়তো আপনি।

অত সুন্দরী ধনীকন্যাকে যদি আকর্ষণ করে থাকি তাহলে তো সেটা সাংঘাতিক বাহাদুরি। তাই না? অ্যাম আই অ্যাট্রাক্টিভ? ডোন্ট লাই প্লিজ।

আপনি কি নেহা দাশগুপ্তকে চিনতেন?

না।

আপনার ঠিক নীচের ফ্ল্যাটে তিনি থাকতেন।

হ্যাঁ, শুনেছি।

কবে শুনেছেন?

উনি মার্ডার হওয়ার পর।

সেদিন আপনি কি এই ফ্ল্যাটে ছিলেন?

না। আমার কাজটা ঘুরে বেড়ানোর। আমি তখন মুম্বাইতে ছিলাম। তবে সেইদিন রাতেই ফিরে আসি।

আপনার কাজটা ঠিক কী ধরনের?

আমি একটা কালচারাল গ্রুপের সঙ্গে আছি।

ব্যান্ড মিউজিক?

হ্যাঁ।

বাংলা ব্যান্ড?

বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ। তাছাড়া প্রয়োজনে অন্য ভাষাতেও আমরা প্রোগ্রাম করি।

এই ফ্ল্যাটে আপনি কতদিন আছেন?

আট মাসের একটু বেশি।

এই ফ্ল্যাটের মালিকের নাম বীরেন সানা। তার কাছ থেকে কি ফ্ল্যাটটা আপনি ভাড়া নিয়েছেন?

বলতে পারেন। উনি আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছেন।

তাতে ওর স্বার্থ কি?

জাস্ট আউট অব ফ্রেন্ডশিপ।

মিস্টার সানা একজন পয়সাওয়ালা লোক। বিরাট ব্যবসা। তাই না?

হ্যাঁ।

তার সঙ্গে একজন পপ গায়িকার বন্ধুত্ব হল কী করে?

উনি আমাদের একজন প্যাট্রন।

আপনি কি কলকাতার মেয়ে মিস আহুজা?

না। কলকাতায় ছেলেবেলা থেকে আছি।

তার মানে কি কলকাতায় আপনারা সেটল করেছেন?

না। আমার বাবা এখানে চাকরি করতেন। আমরা ভাইবোনরা এখানেই পড়াশোনা করেছি। এখানেই বড় হয়েছি। তারপর রিটায়ার করে বাবা দেশে ফিরে গেছেন। ভাইবোনরা স্ক্যাটার্ড। কলকাতায় আমার কোনও বাসা এখন আর নেই।

কিছু মনে করবেন না, আপনার রোজগার কেমন?

আই অ্যাম স্টিল স্ট্রাগলিং ফর আ ফুটহোল্ড। ব্যান্ড মিউজিক বা পপ গান এখনও এদেশে খুব পপুলার নয়, বাজারটা আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে।

তাহলে আপনার চলে কীসে?

চলে যায়। গানবাজনা নিয়ে থাকতেই আমি বেশি ভালবাসি।

মিস্টার সানার বয়স পঁয়তাল্লিশ বা ছেচল্লিশ। আপনার কত মিস আহুজা?

চব্বিশ। আর ইউ হিন্টিং সামথিং?

হ্যাঁ। মিস্টার সানার সঙ্গে আপনার কোনও রোমান্টিক—?

ওসব বোগাস ব্যাপার। রোমান্টিক সম্পর্ক কিছু নেই। তবে টু বি ফ্র্যাঙ্ক, উই হ্যাভ সেক্সসুয়াল রিলেশন।

তাই বলুন।

নইলে এত বড় ফ্ল্যাটটা উনি আমাকে ছেড়েই বা দেবেন কেন এবং আমার খরচপত্রই বা চালাবেন কেন?

উনি তো বিবাহিত?

হ্যাঁ। তিন ছেলেমেয়ের বাবা।

তাহলে এই রিলেশনটার কোনও ভবিষ্যৎ নেই?

না। অ্যাবসোলিউটলি নো।

এত খোলাখুলি বলার জন্য ধন্যবাদ।

লুকোনোর কিছু নেই তো।

ঘটনার দিন আপনি তাহলে মুম্বাইতে ছিলেন?

সেই দিনই আমি বিকেলের ফ্লাইটে ফিরে আসি। ফ্লাইট লেট ছিল। ব্যাগেজ কালেক্ট করে বাড়ি আসতে অনেক রাত হয়ে যায়। প্রায় দশটা। এখানে এসে দেখি চারদিক থমথম করছে।

এই ফ্ল্যাটে আপনি একদম একা থাকেন?

হ্যাঁ, তবে মাঝে মাঝে মিস্টার সানা থাকেন। পার্টি হয়, আমাদের ব্যান্ডের রিহার্সালও হয় মাঝে মাঝে, তবে মোটামুটি একাই থাকি।

কাজের লোক নেই?

না। এই ফ্ল্যাটটা দু-হাজার স্কোয়ার ফুট। এই হলঘরটা ছাড়া বাকিটা ব্যবহার করা হয় না। আর আমি তো রাতটুকুই থাকি। তাই কাজের লোকটোক নেই। একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে মাঝে মাঝে হলঘরটা পরিষ্কার করে নিই, ব্যস।

রান্নাবান্না?

আমি বাইরেই খাই। ফোন কবলে হোম সার্ভিস বাড়িতেও খাবার পাঠিয়ে দেয়। নো প্রবলেম। কিন্তু নেহা দাশগুপ্তর মার্ডারের ব্যাপারে আমার তো কিছুই জানা নেই। আমাকে ক্রস করছেন কেন মিস্টার দাশগুপ্ত? আর ইউ রিলেটেড টু হার? আপনিও দাশগুপ্ত, উনিও।

শবর দাশগুপ্ত মৃদু হেসে বলল, না। নেহা দাশগুপ্তর সঙ্গে আমার কোনও আত্মীয়তা ছিল না। আমি গোয়েন্দা পুলিশ, আমাদের সবরকম খোঁজ খবর নিতে হয়। এখন একটা প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব দেবেন কি?

কেন দেব না?

নেহা দাশগুপ্তর স্বামী শুভ্র দাশগুপ্ত। আপনি কি তাকে চেনেন?

চিনি।

কীভাবে?

এই ফ্ল্যাট নিয়ে উনি একটা অবজেকশন দিয়েছিলেন। সেটা নিয়ে বেশ একটা খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়।

কী রকম?

অবশ্য উনি একা নন। আরও কয়েকজন রেসিডেন্ট জোট পাকিয়ে কমিটিকে অ্যালার্ট করেন। ওঁদের কমপ্লেন ছিল যে, এই ফ্ল্যাটে অবৈধ কাজটাজ হয়। গানবাজনার ফলে ডিস্টার্বেন্স হয়। কমিটি মিস্টার সানাকে ডেকে পাঠায়। খুব হই চই হয়েছিল।

এটা কতদিন আগেকার ঘটনা?

মাস চার-পাঁচ হবে। সেই মিটিঙে আমাকেও ডেকে পাঠানো হয়।

আপনি কি সেখানে স্বীকার করেছিলেন যে, আপনার সঙ্গে মিস্টার সানার একস্ট্রা ম্যারিটাল রিলেশন আছে।

না। তাতে মিস্টার সানা বিপদে পড়তেন। আমি বলেছিলাম যে আমি এই ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকি।

কথাটা সবাই বিশ্বাস করেছিল কি?

না। খুব চেঁচামেচি হয়েছিল। শুভ্র দাশগুপ্ত সবচেয়ে বেশি হোস্টাইল ছিলেন।

ব্যাপারটা মিটল কীভাবে?

মেটেনি তো! বীরেন সানাকে বলা হয়েছে আমাকে সরিয়ে দিতে হবে। উনি রাজি হয়েছেন। কমিটি ছয় মাস সময় দিয়েছে।

শুভ্র দাশগুপ্তকে কি আপনি ওই একবারই দেখেছেন?

না। দু-চারবার দেখা হয়েছে।

কীভাবে?

লিফটে, কিংবা ল্যান্ডিং-এ।

শুধু দেখা?

হ্যাঁ।

কোনও কথা হত না?

ওই হাই বা হ্যালো।

উনি কি আপনার প্রতি আর হোস্টাইল ছিলেন না?

না।

সেটা কীভাবে হল? হাউ ডিড ইউ রিকনসাইল?

আমার ওপর পারসোনাল গ্রাজ তো ছিল না। মিস্টার সানার ওপর হয়তো ছিল। তাছাড়া আমি চলে যাব বলেই হয়তো ওঁর আর রাগ ছিল না।

লোকটিকে আপনার কেমন লাগে?

কিছু খারাপ তো নয়।

এখন একটা কথা। আপনি এখানে যে জীবনযাপন করেন সেটা আপনার মা-বাবা অনুমোদন করেন কি?

আমার মা একসময়ে বার সিঙ্গার ছিলেন। মেয়েদের পবিত্রতা নয়, ক্যারিয়ার এবং আত্মনির্ভরশীলতায় বিশ্বাসী। তাই মা তেমন আপত্তি করেন না। তিনি বলেন, ইফ আই অ্যাটেন সাকসেস তাহলে আর এসব কথা কেউ মনেও রাখবে না। সাকসেস হল আসল কথা, আর তার জন্য সব কিছুই করা যায়।

বাবারও তাই মত?

না। বাবা প্রাচীনপন্থী। তবে পিউরিটান নন। অ্যাপ্রুভ না করলেও কখনও জোর খাটাননি বা চেঁচামেচি করেননি। চুপচাপ থাকেন। আমার বাবা একজন শান্তিপ্রিয় ঠাণ্ডা মানুষ।

এবার শুভ্র দাশগুপ্তর কথায় আসা যাক। আপনার সঙ্গে তার হাই হ্যালোর বেশি কোনও সম্পর্ক ছিল না, তাই তো বলছেন?

হ্যাঁ।

শুভ্র দাশগুপ্ত মাঝে মাঝেই বাইরে যেতেন। অফিশিয়াল ট্যুর। মুম্বাই, বাঙ্গালোর, দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, চণ্ডিগড়। আপনিও প্রায়ই ট্যুরে যান, তাই না?

হ্যাঁ।

এইসব ট্যুরে কখনও কলকাতার বাইরে শুভ্রবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

না তো!

একটু ভেবে বলুন।

ভাববার কী আছে বলুন।

মিস কামনা আহুজা, এ প্রশ্নটা শুনে আপনার মুখের ভাব একটু পাল্টে গেল কিন্তু।

আপনি কী মিন করছেন?

আপনি একজন অত্যন্ত অ্যাট্রাক্টিভ মহিলা। তার ওপর আপনি একজন বাডিং পপ সিঙ্গার, মুক্তমনা, বীরেন সানার সঙ্গে প্রকাশ্যেই অবৈধ সম্পর্ক বজায় রেখে চলছেন। আপনার লুকোবার কিছু নেই বলছেন। তবু লুকোতে চাইছেন কেন?

আমি কিছু লুকোচ্ছি না।

লুকোচ্ছেন কামনা দেবী।

না। আপনি ভুল সন্দেহ করছেন।

তাই বুঝি?

ওকে। আপনি কলকাতার কোন কলেজে পড়তেন?

আমরা সব ভাইবোনই একই কলেজে পড়েছি।

সেটা কি...কলেজ?

হ্যাঁ।

আপনি কি আর্টসের ছাত্রী?

হ্যাঁ।

গ্র্যাজুয়েট?

হ্যাঁ। পরে আমি মাস্টার্সও করেছি।

নিরুপম লাহিড়ী কি আপনার মাস্টারমশাই?

হ্যাঁ, উনি ইতিহাস পড়াতেন।

আপনি কি জানেন যে নেহা দাশগুপ্তও ওই কলেজের ছাত্রী?

না। নেহা অন্য ব্যাচের হতে পারে।

তখন উনি নেহা মজুমদার ছিলেন।

না, চিনতাম না।

ভাল করে ভেবে বলছেন তো?

ব্যাচটা দেখলেই তো হয়।

ওসব দেখা হয়ে গেছে। আপনি নেহার পরের বছর পাশ করেন। সুতরাং আপনার ওকে চেনা উচিত। বিশেষ করে উনিও গানবাজনার লোক।

আমি কলেজ লাইফ থেকেই প্রোগ্রাম আর ট্যুর নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। কলেজে কামাইও হত খুব, ফলে হয়তো নামটা কানে আসেনি।

রিগার্ডিং নিরুপম লাহিড়ী।

হিস্ট্রি প্রফেসর? তাঁর সম্পর্কে কী বলতে হবে?

লোকটা কেমন?

তা কী করে জানব? আপনাকে তো বললাম আমি খুব নিয়মিত ক্লাস করতাম না।

বলেছেন, অথচ কলেজে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, আপনি কলেজের সোশ্যাল ফাংশনে গান গেয়েছেন। ইউনিয়নের অ্যাকটিভিটিতেও ছিলেন। আপনার হিস্ট্রিতে অনার্স ছিল, পরে আপনি অনার্স ছেড়ে দিয়ে পাশ কোর্সে পাশ করেন।

হ্যাঁ, এসব ইনফর্মেশন ঠিকই আছে।

নিরুপমবাবু সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না এটা কি হতে পারে?

কী জানব বলুন। ক্লাসে দেখা হত, এইমাত্র। উনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন, বেশ ভাল কণ্ঠস্বর, পড়াতেনও খুব ভাল।

ওঁর সম্পর্কে কোনও রটনা বা কানাঘুষো কানে আসেনি?

তেমন কিছু নয়।

উনি কি একটু মেয়ে-ঘেঁষা ছিলেন?

এবার কামনা একটু মৃদু হাসল, বলল, পুরুষেরা বেশিরভাগই তো তাই। আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না।

কিন্তু আমাদের ঘামাতে হচ্ছে। নেহা মজুমদারের সঙ্গে ওঁকে জড়িয়ে একটা রটনা আছে, শুনেছেন কি?

না।

একেবারেই না?

আমার তো তেমন কিছু মনে পড়ছে না।

কামনা দেবী, আপনি ঠিক মুখ খুলতে চাইছেন না। কেন বলুন তো?

দেখুন, আমি আমার স্ট্রাগল নিয়ে আছি। আমাকে কেরিয়ার তৈরি করতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। আমার একটা অ্যামবিশন আছে। তার বাইরে আর কিছু নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর সময় হয় না।

ওটা যুক্তি হল না ; হল অজুহাত।

নিরুপমবাবু সম্পর্কে কোনও স্ক্যান্ডাল থাকলে তা কলেজে খোঁজ নিলেই তো জানা যাবে। হোয়াই আর ইউ গ্রিলিং মি?

নেহা কীভাবে খুন হয় আপনি জানেন কি?

টিভিতে সেই রাতেই খবরে ওটা দেখানো হয়েছে। পরদিন খবরের কাগজেও ফার্স্ট পেজ-এ ছিল। দুপুরবেলা ওকে ফ্ল্যাটে ঢুকে কেউ গলায় ফাঁস জড়িয়ে খুন করে।

পুলিশ আপনার কাছে আসেনি?

এসেছিল। আমি প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। ওঁরা স্টেটমেন্ট লিখে নিয়ে চলে গেছেন।

আপনি সেই রাতে একা এই ফ্ল্যাটে ছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনার কি সত্যিই এই ফ্ল্যাটে নেহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি?

না। সবই তো আপনাকে বলেছি। আই অ্যাম এ ভেরি বিজি ওয়ার্কিং গার্ল। ফ্ল্যাটে আর কতক্ষণ থাকি? ফিরতে অনেক সময়ে মধ্যরাত হয়ে যায়।

আপনি কখনও চাকরি করেননি?

না, সেই অর্থে করিনি।

তার মানে?

বীরেন সানার ব্যবসার ব্যাপারে আমি কিন্তু সাহায্য করি। তার জন্য আমাকে অবশ্য অফিসে যেতে হয় না। ওঁর একটা কম্পিউটার এখানে আছে। অন লাইন কিছু অফিস ওয়ার্ক করে দিই। সেই জন্য একটা অ্যালাউন্স পাই।

সেটা কত?

বারো হাজার টাকা।

খুব কম নয় তো? কীরকম কাজ?

বেশিরভাগই করেসপন্ডেস, সেক্রেটারিয়াল ওয়ার্ক।

সানা কি মাত্র বারো হাজার টাকাই দেয়?

কামনা ফের একটু হাসল, তা তো বলিনি, বারো হাজার টাকা একটা ফিক্সড অ্যালাউন্স। তাছাড়াও হি পেইজ মি।

এই জীবনযাপন করতে আপনার ভাল লাগে?

না। কিন্তু এটা তো জাস্ট একটা স্টেপিং স্টোন। দিস ইজ নট দি এন্ড অফ দি রোড। আমি যেদিন সাকসেস পাব সেদিন আর এসব উঞ্ছবৃত্তি করব কেন? বীরেন সানার প্রতি আমার কোনও সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট তো নেই।

সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট তবে কার সঙ্গে আছে?

আমার কাজের সঙ্গে, আমার গানের সঙ্গে।

ব্যস?

হ্যাঁ।

কোনও পুরুষ মানুষের সঙ্গে নেই?

প্রেমের কথা বলছেন তো! না, ওসব নেই। কম বয়সেই আমাকে শরীর কাজে লাগাতে হয়েছে। বীরেন সানা প্রথম নয়। আমাদের ব্যান্ডের যিনি টপ ম্যান তাকে খুশি করতে হয়েছিল। যাদের শরীর বিলোতে হয় তাদের প্রেম খুব সহজে আসে না।

এত সব দিয়ে যা পেয়েছেন তা কি আপনাকে খুশি করে?

না। আই হ্যাভ মাইলস টু গো। কিন্তু এই যে আপাতত আমি বেশ

ভালভাবে বেঁচে আছি, টাকাপয়সার টানাটানি নেই এবং মোটামুটি একটা ব্রাইট ফিউচার দেখতে পাচ্ছি এটাও তো কম নয়।

আপনি কি সিওর যে একদিন আপনি খুব বড় পপ গায়িকা হবেন?

আমি তো তাই হতে চাই। না হতে পারলে হয়তো সুইসাইড করব।

আগেই সুইসাইডের কথা ভাবছেন কেন?

আমি প্ল্যানড লাইফ-এ বিশ্বাস করি। তাই ওটাও ভেবে রেখেছি। কিন্তু তার আগে আমি আমার নিজের ব্যান্ড ক্রিয়েট করছি। আমার দলে কয়েকটা দারুণ ট্যালেন্টেড ছেলেমেয়ে এসে গেছে। ব্যান্ড ক্রিয়েট করার জন্য অনেক টাকার দরকার। সেটাই প্রবলেম। আমি সেই জন্য টাকা জমাচ্ছি।

কত টাকার দরকার?

অনেক। মিউজিক্যাল হ্যান্ডস, ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা রিহার্সাল রুম এবং যোগাযোগ। ফান্ডা না থাকলে ব্যান্ডকে লোকে ডাকবে কেন বলুন। ট্যালেন্টেড আর্টিস্টরা টাকাও তো অনেক চায়।

তাহলে ওটাই আপনার স্বপ্ন?

প্যাশন, ওটাই আমার প্যাশন।

এই ফ্ল্যাটে আপনি কতদিন আছেন?

এক বছরের ওপর।

এটা কি আপনার নিজের ফ্ল্যাট?

না। কম্পানি লিজ।

আপনার বাড়ির লোকজন?

আমার বাবা মা কানপুরে থাকেন। চার পুরুষের বাস। আমরা কানপুরের বাঙালি।

তাহলে তো আপনার বাংলা ভুলে যাওয়ার কথা।

হ্যাঁ, এখনও বাংলা লিখতে বা ভাল পড়তে পারি না। তবে মা কলকাতার মেয়ে বলে বলতে পারি।

আপনি কলকাতায় কি চাকরি করতেই এসেছেন?

হ্যাঁ। কানপুরে আমাদের মার্বেল পাথরের ব্যবসা। সেটাও চার পুরুষের ব্যবসা। বলতে গেলে আমিই প্রথম চাকরি করতে এসেছি।

কেন? ব্যবসা ভাল লাগে না?

লাগে। হয়তো শেষ অবধি ব্যবসাতেই ফিরে যাব। এখনও কিছু ভাবিনি।

কয় ভাইবোন?

আমি এক সন্তান। সেইজন্য কানপুরে ফিরে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে।

আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আপনার মা বাবা কেউ আসেননি?

না। মা বাতে পঙ্গু। নড়াচড়াই করতে পারেন না। বাবাও খুব সুস্থ নন, হার্ট পেশেন্ট।

কানপুরে আপনাদের আর কে কে আছে?

অনেকে। চার পুরুষের বসবাস বলে আমাদের সেখানে জ্ঞাতিগুষ্টি অনেক

একসঙ্গে থাকেন কি?

না। সবাই আলাদা।

নেহা মজুমদারের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয় কতদিন আগে?

এক বছর তিন মাস।

লাভ ম্যারেজ?

না। নেগোশিয়েটেড ম্যারেজ।

আপনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন?

কানপুরেই। আই আই টি থেকে পাশ করে বেরোনোর পর বাঙ্গালোর, তারপর ক্যালিফোর্নিয়া।

সিলিকন ভ্যালি?

হ্যাঁ।

কলকাতায় আছেন কতদিন?

বছর দেড়েক।

শুনতে পাই কলকাতায় নাকি টেকনিক্যাল এক্সপার্টদের প্রসপেক্ট খুব খারাপ। এখানে চাকরির স্কোপও কম বলে বদনাম আছে।

আমি গোটা কলকাতার কথা তো জানি না। তবে আমার কোম্পানি তো সল্ট লেক-এ বিরাট অফিস করেছে। কাজও তো ভালই হয়। তবে কলকাতা বেসড হলেও আমাকে সারা ভারতবর্ষেই ঘুরে বেড়াতে হয়।

নেহা মজুমদারের সঙ্গে আপনার বিয়ে এবং সম্পর্কের কথা কিছু বলুন।

ওদের পদবী মজুমদার হলেও ওরা বদ্যি। আসল পদবী সেন। আমাদের ফ্যামিলিতে ওসব খুব মানা হয়। এখনও আমাদের ক্ল্যানে যত ছেলেমেয়ে আছে তাদের অধিকাংশেরই বিয়ে হয়েছে বাঙালি পরিবারে এবং সবর্ণে। নেহার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন আমার মামা জগৎ সেন।

কোন জগৎ সেন? ফিল্ম ডিরেক্টর?

হ্যাঁ। আমার মামাবাড়ি বাগবাজারে।

তারপর বলুন।

বলার কিছু নেই। উইদাউট এনি ফাস বিয়েটা হয়ে যায়।

বিয়ের পর নেহাকে স্টাডি করে কিছু বুঝতে পেরেছিলেন?

কী বুঝবো? ঠিক কী ব্যাপারে জানতে চান বলুন?

নেহাকে আপনার কেমন মেয়ে বলে মনে হয়েছিল?

বড়লোকের মেয়েরা যেমন হয়।

আপনারাও তো বড়লোক।

সেটা অস্বীকার করছি না। তবে আমাদের পরিবারে সাহেবি কেতা নেই, একটু সাবেক বনেদী ব্যাপার আছে। যেমন এখনও আমাদের বাড়িতে পুজোআচ্চা হয়। আমাদের বাড়ির মেয়েরা ঘরের কাজকর্ম করে। নেহাদের পরিবার অনেক বেশি আধুনিক।

আপনার সঙ্গে কি বনিবনা হত না?

না না, সেসব কিছু নয়। আমি সব পরিস্থিতিতেই অ্যাডজাস্ট করতে পারি। আমার কোনও অসুবিধা হত না।

আপনাদের মধ্যে ভাবসাব ছিল?

অভাবও কিছু ছিল না।

আপনারা হানিমুন করতে যাননি?

হ্যাঁ। হংকং।

আপনার প্রতি নেহার মনোভাব কীরকম ছিল? ওয়াজ সি ইন লাভ উইথ ইউ?

শুভ্র একটু হাসল। নেহার তো একটা কেরিয়ার ছিল। আপনি বোধহয় সেটা জানেন। সি ওয়াজ ভেরি বিজি ইন হার সোস্যাল এনগেজমেন্ট। আর আমিও তো বড় একটা এক জায়গায় থাকতাম না। ট্যুরে যেতে হয়।

এইসব ট্যুরে কি নেহাও যেত?

খুব কম। হংকং থেকে ফেরার পর বোধহয় একবার দিল্লি আর একবার মুম্বাই গিয়েছিল আমার সঙ্গে। তারপর আর যায়নি।

আপনি আমার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমি জানতে চাই আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লাভ রিলেশনটা গ্রো করেছিল কিনা।

প্রশ্নটা করেছেন বটে, কিন্তু এক কথায় এর জবাব দেওয়া শক্ত। আমার নিজস্ব একটা ধারণা আছে।

সেটা বলুন।

আমার মনে হয় নেগোশিয়েটেড বা লাভ ম্যারেজ যাই হোক না কেন, বিয়ের পর দুজনে যদি দুজনের জন্য কিছু না করে তাহলে ভালবাসাটা তৈরি হয় না। যেমন মেয়েরা রান্না করবে, ভাত বেড়ে দেবে, ঘরদোর সামলাবে, পুরুষেরা নেবে কেয়ার অ্যান্ড সিকিউরিটি। প্রেম তো শুধু আবেগ নয়, হার্ডশিপ। আমার মা বাবার মধ্যে তো তাই দেখেছি।

নেহার মধ্যে আপনি আপনার মাকে খুঁজে পাননি তো?

সেটা সম্ভব নয়। নেহা অন্যরকম সোসাইটিতে মানুষ।

এবার মার্ডারের কথাটা।

আপনি তো জানেন, তখন আমি বাইরে ছিলাম।

কোথায়?

বাঙ্গালোর।

কীভাবে খবর পেলেন?

পুলিশ আমার মোবাইল ফোনে ঘটনাটা জানায়।

আপনার রিঅ্যাকশন?

ভেরি শকিং। এরকম তো ঘটবার কথা নয়। অবশ্য নেহার প্রি-ম্যারিটাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।

আপনি কি জানেন যে, নেহা ডায়েরি লিখতেন?

না। নেহার সঙ্গে ইদানীং আমার একটু কম দেখা হচ্ছিল। মাত্র দিন দশেক আগে আমি এক মাস ট্যুরের পর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিরেছি।

নেহাকে নিয়ে যাননি কেন?

বিয়ের আগে ও বার দুই আমেরিকা ঘুরে এসেছে। ইউরোপ ট্যুর করেছে। আমি এবার ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। ও রাজি হয়নি। বলেছে, তুমি একাই যাও। আমেরিকা আমার ভাল লাগে না।

আপনার কি কখনও মনে হয়েছে, আপনার স্ত্রীর কোনও একস্ট্রা ম্যারিটাল রিলেশন আছে?

না তো! সেরকম কিছু মনে হয়নি কখনও।

কখনও সন্দেহ হয়নি?

না। আমি সন্দেহপ্রবণ মানুষ নই। তবে একথাও স্বীকার করি, নেহার মতো মেয়ের ওরকম রিলেশন থাকা বিচিত্র নয়। ওরা তো পারমিসিভ সোসাইটির মেয়ে।

যদি জানতে পারতেন যে, আপনার স্ত্রীর প্রেমিক আছে তাহলে কী করতেন?

পরিস্থিতি বুঝে নেগোশিয়েট করতাম। অনেক সময়ে প্রেমটা হয়তো খুব হালকা ধরনের, সিরিয়াস নয়, কারও সঙ্গে সিরিয়াস প্রেম থাকলে নেহা আমাকে বিয়ে করতে যাবেই বা কেন? ওকে তো ধরে বেঁধে বিয়ে দেওয়া হয়নি। স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে।

খুনের ব্যাপারে আপনার কাকে সন্দেহ হয়?

কাউকেই নয়। এ ব্যাপারটায় আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

এবার আর একটা প্রশ্ন।

বলুন।

কামনা আহুজা নামে কাউকে চেনেন?

হ্যাঁ। আমাদের ঠিক ওপরে থাকে।

কেমন আলাপ?

জাস্ট সুপারফিশিয়াল।

মেয়েটা কেমন বলে মনে হয়?

খুব বেশি কিছু তো জানি না। তবে মেয়েটা ট্র্যাপে পড়ে একজনের উপপত্নী হিসেবে এখানে থাকে। আমরা ব্যাপারটা নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম। মেয়েটা মুচলেকা দিয়েছে চলে যাবে বলে।

মেয়েটি কী করে তা জানেন?

শুনেছি পপ সিঙ্গার।

আপনার সঙ্গে তার কি ইদানীং কিছু ইন্টিমেসি হয়েছিল?

হোয়াট ডু ইউ মিন?

রাগ করার কিছু নেই। ফরগেট ইট। আপনি কি সরাসরি কলকাতা থেকে বাঙ্গালোরে গিয়েছিলেন?

না। প্রথমে মুম্বাই, তারপর বাঙ্গালোর।

মুম্বাইতে কোথায় ছিলেন?

আমি সবসময়ে তাজ-এ উঠি। কখনও সখনও সান অ্যান্ড স্যান্ডস-এ।

এবার কোথায় ছিলেন?

তাজ।

একা?

হোয়াট ডু ইউ মিন এগেন?

শুধু প্রশ্নটার জবাব দিলেই খুশি হব।

হ্যাঁ একা।

শুভ্রবাবু, আপনি কি অধ্যাপক নিরুপম লাহিড়ীকে চেনেন?

হ্যাঁ। আমার স্ত্রীর কলেজের অধ্যাপক।

আপনার সঙ্গে কেমন আলাপ?

তেমন কিছু নয়। বিয়ের সময় আলাপ হয়েছিল।

মাত্র একবারের আলাপ। তাও বিয়ের আসরে?

হ্যাঁ।

এত সামান্য আলাপে কাউকে মনে রাখা বেশ শক্ত।

তা ঠিক। তবে উনি মাঝে মাঝে ফোন করে কথা বলতেন।

আপনি কি জানেন যে ওঁর সঙ্গে আপনার স্ত্রীর একটা স্ক্যান্ডাল আছে?

ঠিক জানি না। তবে আপনাকে তো বলেইছি নেহা পারমিসিভ সোসাইটির মেয়ে। আর দ্বিতীয় কথা, সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে স্ক্যান্ডাল করাটা মানুষের একটা হ্যাবিট।

আপনি কি ব্যাপারটা বিশ্বাস করেননি?

এখন আর এই প্রশ্ন করে কী লাভ? শি ইজ বিয়ন্ড এভরিথিং।

আর একটা কথা।

বলুন না।

রিগার্ডিং কামনা আহুজা।

হ্যাঁ। কী জানতে চান?

কামনা কি কখনও আপনার সঙ্গে কলকাতায় বাইরে দেখা করেছে?

সে কি? কামনা কেন দেখা করবে? মেয়েটার সঙ্গে আমার খুব সামান্যই চেনা। এসব কী বলছেন।

কতগুলো ব্যাপার পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্যই প্রশ্ন করতে হয়। আপনি কি জানেন যে কামনা আহুজা আপনার স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় একই সময়ে একই কলেজে পড়ত?

না তো। তবে তাতেই বা কী?

এটা খুবই স্বাভাবিক যে তারা পরস্পরের চেনা। অথচ কামনা বলছে সে নেহা মজুমদারকে চিনত না। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

হতেই পারে।

কামনা কি কখনও আপনার ফ্ল্যাটে আসেনি?

আমি তো জানি না। কখনও দেখিনি।

আপনি যখন বাইরে যেতেন অর্থাৎ ট্যুরে তখন নেহা কি এই ফ্ল্যাটেই থাকতেন?

সবসময়ে নয়। কখনও থাকত, কখনও বাপের বাড়ি যেত। এ বিষয়ে কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না।

আপনার কাজের লোক নেই?

ডোমেস্টিক সারভেন্ট? হ্যাঁ, তা আছে। তবে আমি তাদের চিনি না। হোলটাইম কাউকে রাখা হত না বলেই জানি। এসব নেহার ডিপার্টমেন্ট। যতদূর শুনেছি সকালের দিকে একজন এসে ঘরদোর পরিষ্কার করে দিয়ে যেত।

ব্যস?

হ্যাঁ। আমাদের রান্নাবান্নার ঝামেলা ছিল না। কারণ আমি সকালে একটা সিরিয়াল খেয়ে বেরিয়ে যাই। নেহাও ব্রেকফাস্ট করত না, শুধু ফলের রস খেত। দুপুরে আমি অফিসে লাঞ্চ করতাম। নেহাও বাইরে কোথাও খেয়ে নিত।

রাত্রে?

ডিনার আমরা তো রোজই বাইরে করতাম। কখনও নেহা আর আমি একসঙ্গে। কখনও আলাদা। প্রায়ই কোথাও না কোথাও ডিনারের নেমন্তন্ন থাকতই। আমরা একেবারেই ইন্ডোর পিপল ছিলাম না।

ফ্যামিলি লাইফ ছিল না বলছেন?

অনেকটা তাই। ব্যাপারটা ভাল করে তৈরি হয়নি। হয়তো আরও কিছুদিন পর হত।

এরকম জীবনযাপন করতে কি ভাল লাগে?

তা বলিনি। কিন্তু পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়েও তো নিতে হবে। সকলের লাইফ স্টাইল তো এক রকম নয়।

আমি জানতে চাই, আপনি এরকম সিস্টেম পছন্দ করতেন কিনা।

না মিস্টার দাশগুপ্ত। করতাম না।

তবু বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিলেন?

সে তো অ্যাডজাস্ট করতেই হয়।

নেহার বাপের বাড়ির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম?

খারাপ কিছু নয়। তবে প্রত্যেকেই ব্যস্ত বলে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। মাঝে মাঝে ওঁরা ডিনারে ডাকতেন।

নেহার মৃত্যুর পর সম্পর্কটা কীরকম দাঁড়িয়েছে?

এই তো মাত্র পঁচিশ দিন আগে নেহা মারা গেছে, এর মধ্যে আর সম্পর্কের কী বদল হবে?

আপনি কি জানেন যে, নেহার বাবা ইনভেস্টিগেশনের জন্য প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগিয়েছেন?

জানি। দুজন আমার কাছে এসেওছিল।

তারা কী বলছে?

কিছু প্রশ্ন করেছিল। আমি যা জানতাম বলেছি।

এবার নেহা সম্পর্কে কয়েকটা কথা

বলুন।

নেহা কীরকম টাইপের মেয়ে? সেকসি, কোল্ড, ক্রুয়েল বা অন্যরকম?

ফ্র্যাঙ্কলি নেহা সম্পর্কে আমি তেমন স্টাডি করার সময় পাইনি। শুধু বলি সি ওয়াজ এ বিট প্যাসিভ ইন সেক্স। মনে হত ব্যাপারটা খুব পছন্দ করে না। মুডি একটু ছিল। ক্রুয়েল কিনা তা বলতে পারব না।

ওর কোনও গুণটা আপনাকে অ্যাট্রাক্ট করত?

অ্যাট্রাকশন? বলা মুশকিল। তবে, আমি ওকে অপছন্দ করতাম না।

ও আপনাকে?

প্যাশনেট ছিল না, তবে আমাকে ঘেন্নাও করত না।

ঝগড়া হত?

কী নিয়ে?

এনিথিং।

না, ঝগড়াও তেমন হয়নি। মাঝেমধ্যে একটু আধটু অল্টারকেশন, দ্যাট মাচ।

মিস্টার দাশগুপ্ত, আপনি খুব আলগা উত্তর দিচ্ছেন।

তা হবে। কী বললে ভাল হয় তা বুঝতে পারছি না।

নেহার মৃত্যুতে আপনার কতখানি শক হয়েছে?

খুব।

কিন্তু আপনি ভেঙে পড়েননি।

না। লোকে বলে আমি শক্ত ধাতের মানুষ।

আপনার বয়স কত?

ঊনত্রিশ।

লাস্ট ট্রিপে আপনি মুম্বাইতে কতদিন ছিলেন?

চারদিন, না পাঁচদিন।

পাঁচ দিনই তাজ-এ ছিলেন?

হ্যাঁ।

বাঙ্গালোরে কতদিন?

দুদিন। তারপরই নেহার খবর পেয়ে চলে আসতে হয়।

গত পঁচিশ দিনে আপনি কোনও ট্যুরে গেছেন কি?

হ্যাঁ। লাস্ট উইকে দিল্লি যেতে হয়েছিল।

কোথায় ছিলেন?

মেরিডিয়েনে।

কতদিন?

সাত দিন।

আপনি কে বলছেন?

আমি আমার নামটা বলতে চাইছি না।

কেন বলুন তো?

আপনি যদি কথা দেন আমাকে কোনও রকমের ঝামেলায় জড়াবেন না তাহলে বলতে পারি।

সেরকম কথা কি দেওয়া যায়?

আমি যে ভয় পাচ্ছি।

আপনাকে আমার ফোন নম্বর কে দিয়েছে?

আপনি নেহা মার্ডার কেস ইনভেসটিগেট করছেন জেনে আমি লালবাজারে ফোন করে আপনার লাইন পেলাম।

হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই মার্ডার কেস-এ আপনি কোনও সাহায্য করতে পারেন কি?

তা জানি না। তবে আপনাকে দু-একটা ইনফর্মেশন দিতে পারি। সেগুলো আপনার কাজে লাগতেও পারে। আমি কামনা আহুজাকে চিনি।

কীরকম চেনেন?

ভালই চিনি।

এবার বলুন।

আমি আপনাকে যা বলব তা থেকে আপনি আমার আইডেনটিটি ধরে ফেলবেন। আমাকে আগে কথা দিন যে, আপনি এই কেস-এ আমাকে ড্র্যাগ করবেন না।

কিন্তু—

কথা না দিলে আমি লাইন কেটে দেব।

কথা দিলে যে কথা রাখব তার কি নিশ্চয়তা আছে?

আমি শুনেছি আপনি এক কথার মানুষ। এ ভেরি টাফ ম্যান, এ ভেরি স্টাবোর্ন ম্যান।

ঠিক আছে। কথা দিচ্ছি।

আমি খুব কাছেই আছি। বিবাদী বাগে। দশ মিনিটের মধ্যেই আমি আপনার দপ্তরে পৌঁছে যাব। আমার নাম জাহিরা। সিকিউরিটিকে বলে রাখবেন একটু।

ওকে।

ফোনটা রেখে শবর দাশগুপ্ত একটা কাগজে জাহিরা কথাটা লিখে রাখল। তারপর সিকিউরিটির লোককে ফোনে নামটা বলে দিল।

জাহিরা এল সাত মিনিটের মাথায়। একটু মোটাসোটা আহ্লাদি চেহারা। পরনে সবুজ রঙের শালোয়ার কামিজ, মাথার চুল বব করা, মুখে চোখে একটু উদ্বেগের ছাপ।

প্লিজ, আমি কিন্তু এক্সপোজড হতে চাই না মিস্টার দাশগুপ্ত।

ঠিক আছে। বলুন, আগে একটা কোল্ড ড্রিংক খাবেন কি?

না, আমি ওসব খাই না। দেখছেন না ফ্যাট হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে জল আছে।

কাঁধের চামড়ার ব্যাগ থেকে মিনারেল ওয়াটারের বোতল বের করে জল খেল জাহিরা। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি নয়। খুব ফর্সা।

শবরের দিকে চেয়ে একটু নার্ভাস হাসি হেসে বলল, পরশু কামনার সঙ্গে দেখা হতেই বলছিল, আপনি ওকে পুছতাছ করেছেন।

হ্যাঁ।

আপনি ওকে কেন জেরা করেছেন মিস্টার দাশগুপ্ত?

উনি একজন নেবার বলে। ভিকটিমের নেবারদের জেরা করতেই হয়।

দেখুন, কামনা সম্পর্কেই আমি দু-একটা কথা বলতে চাই।

বলুন না।

আমি আর কামনা একই ব্যান্ডে আছি। আমি কমপোজার।

তাহলে তো কামনাকে ভালই চেনেন?

হ্যাঁ। কামনার সবই আমি জানি। ও বীরেন সানার সঙ্গে থাকে।

হ্যাঁ।

আপনি হয়তো জানেন না সি ইজ মিলকিং সানা। কামনা ওকে রেগুলার ব্ল্যাকমেল করে।

সেটাই স্বাভাবিক।

আমি অবশ্য একথাটাই বলবার জন্য আসিনি। গত মাসে বাইশ তারিখে আমরা মুম্বাই যাই। আমরা সাধারণত মুম্বাইতে সস্তা হোটেলে উঠি। কারণ আমাদের তেমন পয়সা নেই। আমাদের ব্যান্ড এখনও তেমন দাঁড়ায়নি। কিন্তু আমরা হোটেলে ওঠার পরই কামনা এক আত্মীয়ের বাড়ি থাকবে বলে চলে যায়। কোথায় যায় তা আমরা জানি না। শুধু বলে গিয়েছিল মহালক্ষ্মীতে থাকবে।

তারপর?

অবশ্য প্রোগামে ঠিকঠাকই চলে আসত। আমরা কিছু সন্দেহ করিনি। কিন্তু একদিন আমি ওকে হোটেল তাজ থেকে বেরোতে দেখি।

তাজ?

হ্যাঁ।

সঙ্গে কেউ ছিল?

না। ও বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ধরল দেখলাম।

আর কিছু?

হ্যাঁ। সেটাই ইম্পর্ট্যান্ট। আমরা সাধারণত ট্রেনেই ট্রাভেল করি। কারণ আমাদের পয়সা নেই। ট্রেন এবং থ্রি টায়ারে। যেদিন আমাদের ফেরার ট্রেন ধরার কথা তার আগের দিন সকালে কামনা আমাদের হোটেলে এসে পিউ নামে একটা মেয়েকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা প্লেনের টিকিট দিয়ে বলল, পরদিন বিকেলের ফ্লাইটে তার কলকাতায় ফেরার কথা। কিন্তু সে কোনও বিশেষ কাজে সেদিনই চলে আসবে। তাই টিকিটটা নিয়ে পিউ যেন প্লেনে চলে যায়। ব্যাপারটা আমরা কেউ জানতাম না।

তাহলে কামনা আগের দিনই চলে এসেছিল?

তাই তো জানি। তবে আমি সিওর নই। এই ইনফর্মেশনটা দিয়ে কি আমি কোনও অন্যায় করলাম?

না। আপনাদের ব্যান্ডে অন্যরাও কি এটা জানে?

না। পিউ ছাড়া আর কারও জানার কথা নয়। কারণ পিউকে ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলা হয়েছিল। পিউ আমাদের হঠাৎ বলল যে আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। মহালক্ষ্মীতে কামনার আত্মীয়ের বাড়িতে দু দিন গিয়ে থাকবে। ফলে ওর টিকিট ক্যানসেল করা হয়। পরদিন পিউ মালপত্র নিয়ে চলে যায়। কিন্তু কলকাতায় ফিরে আসার পর আফটার দি মার্ডার পিউয়ের বোধহয় একটু অস্বস্তি হতে থাকে। ও আমাকে ফোন করে ব্যাপারটা জানায়।

আপনাকে কেন?

পিউ আমার খুব বন্ধু।

পিউকে কোথায় পাওয়া যাবে।

সে ভীষণ ভিতু মেয়ে। আমি ওকে বলেছিলাম পুলিশকে জানাতে। শুনে ওর মুখ শুকিয়ে গেল।

আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

নো প্রবলেম। ও বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর মোবাইল ফোনের নম্বর দিচ্ছি। ডায়াল করলে চলে আসবে।

শবর ডায়াল করে বলল, কোনও ভয় নেই, চলে আসুন।

খুব শীর্ণ গলায় পিউ বলল, আসব?

হ্যাঁ।

আপনার স্টেটমেন্ট আপনি নিজেই সংশোধন করবেন কি কামনাদেবী?

তার মানে?

মানে খুব সহজ ও সরল। আপনি আমার কাছে যা বলেছেন তার সব সত্যি নয়।

আমি তো সত্যিই বলেছি।

শুভ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে আপনার কতকালের সম্পর্ক?

কামনা চুপ।

আপনি না বললেও আমরা তো জানবই। খামোখা পুলিশের টর্চার সহ্য করবেন কেন? আমাদের মেয়ে পুলিশ যথেষ্ট ট্রেনড।

বেশি দিনের নয়।

কতদিনের?

ছয় সাত মাস।

আর ইউ ইন লাভ?

হ্যাঁ শুভ্রকে তো নেহা কিছুই দেয়নি।

আপনি দিয়েছেন?

শুভ্রকে আমি সব দিয়েছি। একটা মেয়ের পক্ষে একজন পুরুষকে যা যা দেওয়া সম্ভব।

শুভ্রবাবু আপনাকে কি দিয়েছেন?

সব।

নেহা কি বাধা দিয়েছিল?

নেহা ওয়াজ আ বিচ।

দোষটা কী?

দোষ। খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। আমি তো খারাপ, বড়লোকের কেপ্‌ট হয়ে আছি। কিন্তু সেটা পেটের দায়ে, কেরিয়ারের দায়ে। আর নেহা যা করত তা স্বেচ্ছাচার, শুভ্র বাইরে গেলে ও ওর ওই প্রফেসর নিরুপম লাহিড়ী থেকে শুরু করে এক একদিন এক এক জনের সঙ্গে মেলামেশা করত।

কিন্তু শুভ্রবাবু বলেন যে উনি নাকি সেকসি ছিলেন না।

শুভ্র ঠিকই বলে, সি ডিজলাইকড শুভ্র। তাই ফ্রিজিডনেসের ভান করত। আপনি নেহাকে খুব সামান্যই চেনেন।

আপনি মুম্বাইতে শুভ্রবাবুর সঙ্গে তাজ-এ ছিলেন?

ছিলাম।

আর কোথাও?

মোট তিনবার আমরা বাইরে থেকেছি। তিন চারদিন করে।

এই ফ্ল্যাটে?

কখনও সখনও। আই লাভ হিম।

নেহাকে মারতে হল কেন?

নেহাকে আমি মেরেছি কে বলল। কোনও প্রমাণ আছে?

না।

তাহলে বলছেন কেন?

প্রমাণ পাওয়া যাবে। আপনি স্বীকার না করলে আমার পরিশ্রম বাড়বে, এই যা।

পরিশ্রম করুন। বিনা পরিশ্রমে কেস সলভ হবে বলে ভাবছেন কেন?

থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি সাজেশন, পরিশ্রম আমি করব সন্দেহ নেই, কিন্তু যতদিন সলভ না হচ্ছে ততদিন যে আপনাকে পুলিশ কাস্টডিতে থাকতে হবে।

আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করবেন?

অবশ্যই।

শুনুন, নেহার মরা উচিত ছিল, তাই মরেছে, ড্রপ দি কেস।

আমি মনে করি না যে কারও মরা উচিত। আমি আপনার সঙ্গে একমত নই।

আমি ওকে মারিনি।

কে মেরেছে?

আমি জানি না। জানার কথা নয়।

যদি না বলেন তাহলে পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে চার্জ দেবে। শুভ্রবাবুও ফেঁসে যাবেন। দুজনকেই চালান দেওয়া হবে। বলুন।

কলকাতায় ভরদুপুরে কত ফ্ল্যাটেই তো ডাকাতি হয়, খুন হয়। হয় না?

হ্যাঁ হয়।

এটা তো সেরকম হতে পারে। আপনারা এই অ্যাঙ্গেলটা ভেবেছেন?

লোকাল পুলিশ ভেবেছে, আমাকেও কি তাই ভাবতে বলেন?

হ্যাঁ। কলকাতার পুলিশ তো কত কেসই সলভ করতে পারে না। কত খুনি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হ্যাঁ, ঠিক কথা। আমি জানতে চাই, আপনিও কি বিশ্বাস করেন যে, নেহাকে ডাকাতের হাতে মরতে হয়েছে।

করি।

তাহলে আমার কিছু করার থাকবে না। আপনাকে চালান দেওয়া ছাড়া।

কেন, আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়?

প্রমাণের জন্য ব্যস্ত হবেন না।

নেহার বাবা আপনাকে অনেক টাকা দিয়েছে না? নইলে পুলিশ এত অ্যাকটিভ হয় না। আপনারা তো করাপ্টেড। সবাই জানে।

খুব মিথ্যে বলেননি। এই সমাজে সর্বস্তরেই করাপশন। কিন্তু সেটা ভেবে সান্ত্বনা পাবেন না। ব্যাপক করাপশনের মধ্যেও দু একজন থাকে যারা ইনকরাপটিবল।

আপনি কি তাদের একজন?

কী মনে হয়?

আপনার মতো লোককে আমি ভালই চিনি। নিজেকে আপনি যত খুশি ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিন না কেন, আপনি যে নেহার খুনিকে ধরার জন্যে জান লড়িয়ে দিচ্ছেন সেটা নিশ্চয়ই বিনা স্বার্থে নয়। শুধু মাইনের টাকায় এত ডেডিকেশন আসে না। মিস্টার পুলিশ, আপনাদের চরিত্র আমার জানা আছে।

জেনেই যখন গেছেন তখন কী আর করা যাবে। আর একথাও ঠিক যে নেহার খুনিকে ধরার জন্য আমি শেষ অবধি যাব।

ঠিক আছে মিস্টার পুলিশ। নেহার খুনিকে কষ্ট করে তবে আপনিই ধরুন। আপনার পরিশ্রম বাঁচাতে তার নাম আমি আপনাকে বলতে যাব না। আর আমি জানিও না, নেহাকে কে খুন করেছে।

আমার পরিশ্রম বাঁচানোর জন্য নয়, আপনাদের হ্যারাসমেন্ট থেকে বাঁচানোর জন্যই নামটা বলে দেওয়া ভাল।

আই অ্যাম স্যরি মিস্টার দাশগুপ্ত। আপনি আমাকে বারবার ভয় দেখিয়ে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছেন। আর সেটাই প্রমাণ করে যে আপনি ডিটেকশন করতে জানেন না। গোয়েন্দা পুলিশের কী দুরবস্থা হয়েছে তা আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়। যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে নিজেই খুনিকে খুঁজে বের করুন। আমাকে ডিস্টার্ব করছেন কেন?

এরকম কথার থাপ্পড় বহুকাল খায়নি শবর দাশগুপ্ত। সে মনে মনে মেয়েটিকে বাহবা দিল। মুখে একটু গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল, ঠিক আছে ম্যাডাম। আমি আজ যাচ্ছি। পরে হয়তো আবার আসব।

সেটা আপনার খুশি। মানুষকে অকারণে উৎপাত করার লাইসেন্স তো পুলিশের আছেই।

শবর বেরিয়ে এল, লিফট নিল না। সিঁড়ি বেয়ে একটা ফ্লোর নেমে এসে শুভ্র দাশগুপ্তর দরজার বেল টিপল। বেল অনেকক্ষণ বেজে গেল। কেউ দরজা খুলল না।

ঘড়িটা দেখল শবর। রাত প্রায় দশটা বাজে। এ সময়ে শুভ্র দাশগুপ্তর ফেরার সম্ভাবনা কম। হয়তো ডিনার আছে। হয়তো আর কিছু।

ভাবতে ভাবতে লিফটের সামনে এসে দাঁড়াল শবর। নেহাকে মারা হয়েছিল গলায় ফাঁস দিয়ে। সিল্কের কর্ড। গলায় সিল্কের ফাঁসও পাওয়া গেছে। ঘরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছিল। অর্থাৎ নেহা সহজে মরতে চায়নি। কাজটা মেয়ে বা পুরুষ যে কেউ করে থাকতে পারে। নেহার পিঠে একটা চটিজুতোর ছাপ পাওয়া

গেছে। খুনি ফাঁসটা ভাল করে টানার জন্য ওকে উপুড় করে ফেলে পিঠে পা দিয়ে চেপে ধরেছিল। চটির ছাপে কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না। খাঁজহীন ছাপ। কোলাপুরী বা চামড়ার সোলের চটি। পুলিশ কুকুর ঘরের মধ্যে ঘুরে লিফট অবধি যায়। নীচে নেমে ফটক অবধি গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। দারোয়ানরা কোনও হদিশ দিতে পারেনি। কারণ, দশতলা এই বাড়ির প্রথম চারটে তলায় বেশ কয়েকটা অফিস আছে। প্রচুর লোকের যাতায়াত। দারোয়ানরা কার্যত নিষ্কর্মা বসে থাকে। পুলিশ কুকুর একবারও ওপরের তলায় কামনা আহুজার ফ্ল্যাটে যায়নি।

মোটিভ নিয়ে ভেবেছে শবর। নেহাকে খুন করার জোরালো মোটিভ ভেবে পায়নি। তবে হ্যাঁ, নেহা যে জীবন যাপন করত তাতে হিংসা, ব্যর্থ প্রেম, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ অনেকের অনেক রকম মোটিভ থাকতে পারে। পুলিশের একটা থিওরি আছে। কোনও গৃহবধূ খুন হলে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে তার স্বামীই অপরাধী। শুভ্রর মোটিভও আছে, কিন্তু ঘটনার সময়ে সে ছিল বাঙ্গালোরে। ভাড়াটে খুনিকে লাগালেও এতদিনে কি একটা গন্ধ অন্তত পাওয়া যেত না? সুতরাং নেহা-হত্যার ধাঁধাটা কাটছে না। শেষ অবধি ব্যর্থ হলে ফের খবরের কাগজে লেখালেখি হবে। যেমনটা রোজই হচ্ছে।

আরও লজ্জায় পড়তে হবে যদি প্রাইভেট গোয়েন্দাদের কেউ রহস্যের সমাধান করে ফেলে, কিংবা সত্যিই যদি সি বি আই নামে। যদিও সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

লিফট নামছিল। দরজা খুলে যেতেই ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে শবর দেখল কামনা দাঁড়িয়ে।

এই যে ম্যাডাম। এত রাতে কোথায় চললেন?

যেখানে আমার খুশি।

সে তো বটেই। তা খুশির জায়গাটা কোথায়?

এটাও কি তদন্তের মধ্যে পড়ে?

অবশ্যই।

তাহলে আমাকে ফলো করতে হয় আপনার।

শবর হাসল, আপনাকে ফলো করা হয় না বলে মনে করেন নাকি?

একটু অবাক হয়ে কামনা বলল, ফলো করা হয়?

নিশ্চয়ই। আপনি যেখানেই যাবেন আপনার পিছনে আমাদের লোক সবসময়েই ফলো করবে।

সত্যি বলছেন? আপনারা তো ক্রিমিন্যাল।

যা বলেন।

আমি বিশ্বাস করি না।

না করলে করবেন না।

বলুন কাল রাতে আমি কোথায় গিয়েছিলাম।

ইজি, কাল এবং পরশু দুদিনই আপনি পার্ক স্ট্রিটে বার-এ গিয়েছিলেন। পরশু রাত আটটা থেকে বারোটা। কাল রাত নটা থেকে সাড়ে দশটা। পরশু আপনি শ্যাম্পেন খেয়েছিলেন। কুণাল সরকার আর শ্যামলী বরাটের সঙ্গে। কাল...

মাই গড!

অবাক হওয়ার কিছু নেই। আজও আপনাকে ফলো করা হবে।

ইউ বাস্টার্ড।

বটেই তো। পুলিশ খুব খারাপ প্রজাতি। তবে মানুষের তাকে খুব প্রয়োজনও হয় কখনও সখনও।

ল্যান্ডিং-এ লিফট থামতেই নেমে পড়ল শবর। কামনা নামল না।

নামবেন না?

না আমি অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাচ্ছি।

সেই ভাল।

থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি সাজেশন। গুড নাইট।

রাত বারোটা নাগাদ শবরের টেলিফোন বাজল।

বলুন।

আমি কামনা আহুজা বলছি।

বলুন ম্যাডাম।

আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

না।

অ্যাম আই ডিস্টার্বিং ইউ?

আরে না। বলুন না।

আপনি একবার আমার অ্যাপার্টমেন্ট আসতে পারবেন?

এখন?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে।

আধঘন্টা বাদে ফের মুখোমুখি কামনা আহুজা আর শবর দাশগুপ্ত।

মনে হচ্ছে আমি অকারণে বড্ড বেশি দায়িত্ব আর ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি। আমি খেটে খাওয়া মানুষ। অকারণে কিছু কমপ্লিকেশনে জড়িয়ে পড়ার মানে হয় না। আর আরও একটা সন্দেহ হচ্ছে, একজন আমাকে ফাঁসাতে চাইছে।

শবর চুপ করে চেয়ে রইল। প্রশ্ন করল না।

মুম্বাই থেকে কলকাতায় আসার প্ল্যান চেঞ্জ করা এবং এবং ঠিক তারিখে কলকাতায় পৌঁছানো এবং নিজের ফ্ল্যাটে ওইদিন দুপুরে অপেক্ষা করে থাকা সবই আমি একজনের নির্দেশে করেছিলাম। কয়েক ঘন্টা আগেও তাকে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন আর করছি না।

শবর চুপ।

তার নাম কি আপনাকে বলতে পারি মিস্টার দাশগুপ্ত?

শবর মৃদু একটু হাসল, আপনি বলতে চাইলে বলবেন, বলেছি তো আপনি স্বীকারোক্তি করলে আমার পরিশ্রম বাঁচবে।

আপনি একজন অদ্ভুত মানুষ। এতদিন এত প্রশ্ন করলেন, অথচ যখন আমি কনফেস করতে চাইছি তখন আপনি নির্বিকার।

তার কারণ, নামটা আমি জানি। আপনাকে এই ঘটনার প্লান্ট করা হয়েছিল।

সেটা আগে বুঝিনি। শুভ্র মুম্বাইতে তাজ হোটেলে আমাকে আমার মুভমেন্টের প্ল্যানটা বলে। কথা ছিল ওই দিন অর্থাৎ যেদিন মার্ডার হয় সেদিন দুপুরের আগেই সে বাঙ্গালোর থেকে ফিরে আসবে এবং বিকেলের ফ্লাইটে আমরা দুজনে সিঙ্গাপুর যাব। শুভ্র আসেনি। দুপুরে সে আমাকে ফোন করে জানায়, কাজে আটকা পড়েছে। রাতে ফিরবে। সিঙ্গাপুর যাওয়া একদিন পিছিয়ে যাবে। এসব যখন ও বলেছে ঠিক সেই সময়ে বা হয়তো একটু আগে বা পরে নীচের তলায় খুন হয় নেহা।

ছকটা মিলে যাচ্ছে।

আপনার কাছে বলতে বাধা নেই, আমার শুভ্রকে নিয়ে এখন অস্বস্তি হচ্ছে। অ্যাম আই ইন ডেঞ্জার?

শুভ্র কি ফ্ল্যাটে আছে?

না। এখনও ফেরেনি। খুনটার জন্য আমি কি কোনওভাবে দায়ি?

না। খুন করেছে ভাড়াটে খুনি, টাকা খেয়ে, আপনি দায়ি কেন হবেন?

শুভ্রকে কি আপনারা অ্যারেস্ট করবেন? ও কেন আমাকে ফ্রেম করতে

চেয়েছিল বলুন তো? আমাকে মার্ডার স্পটে অপেক্ষা করতে বলা এবং সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখানো, এসব কী বলুন তো?

আপনি অ্যারেস্টেড হয়ে গেলে শুভ্রবাবুকে নিয়ে পুলিশ আর মাথা ঘামাবে না।

তাহলে এখন আমি কী করব?

কাল সকালেই বীরেন সানার ফ্ল্যাট ছেড়ে কোনও বান্ধবীর বাড়িতে চলে যান। এ জায়গাটা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়।

আমার এখন শুভ্রকে বড্ড ভয় করছে।

লিভ এ ক্লিন লাইফ ম্যাডাম। ভয় কীসের?

ভরসা দিচ্ছেন?

দিচ্ছি। আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা আছে। গুড নাইট।

গুড নাইট।

শবর দাশগুপ্ত নীচের তলায় নেমে এসে শুভ্র দাশগুপ্তর দরজার বেল টিপল। কেউ দরজা খুলল না।

শবর পকেট থেকে একটা স্কেলিটন চাবি বের করে নিঃশব্দে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে অন্ধকার ঘরে একটা সোফায় বসল চুপ করে। অপেক্ষা করতে লাগল।

মারীচ

আপনি তো বাহাদুর লোক দেখছি।

কেমন করে দেখলেন?

আপনার বায়োডাটা বলছে আপনি একসময়ে বোম্বের ফিলমে স্টান্টম্যানের কাজ করেছিলেন।

ওটা বাহাদুরীর ব্যপার নয়। পেটের দায়।

কী ধরনের স্ট্যান্টম্যান ছিলেন আপনি?

মোটরবাইক আর কিছু লাফ ঝাঁপ। টাকার জন্য করতে হত, তবে টাকাও তেমন কিছু রোজগার করতে পারিনি। কিন্তু আমার তো বায়োডাটা নেই। ছিল না, আপনি পেলেন কি করে?

বায়োডাটাটি তৈরি করেছে পুলিশ। বিস্তর খোঁজখবর করে।

তার কি কোনও প্রয়োজন ছিল? আই অ্যাম নট এ ক্রিমিন্যাল।

ক্রিমিন্যাল কিনা সেটা তদন্তের পর বোঝা যাবে। আপনি বোম্বে থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন আমেরিকা। এবং সেটা বোধহয় আইনকে ফাঁকি দিয়েই।

না। আইনকে ফাঁকি দিয়ে নয়। আমি বোম্বেতে থাকার সময় একটা জাহাজের চাকরি পেয়ে যাই। খালাসীর কাজ। সেটা আইনসম্মতই ছিল।

কিন্তু আমেরিকার নিউ ইয়র্কে যখন জাহাজটা প্রায় বছরখানেক পরে ভিড়েছিল তখন বোধহয় খুব আইনসম্মত পদ্ধতিতে আপনি জাহাজ থেকে পালাননি।

সেটা বৈধ ছিল না বটে। আই ওয়াজ এ ডেজার্টার। আমার বহুকালের ইচ্ছে ছিল আমেরিকায় গিয়ে সেটল করব।

আপনি আমেরিকায় গিয়ে বেশ কিছুদিন বড় বড় ট্রাক চালাতেন। তাই না?

হ্যাঁ, আমেরিকায় গিয়ে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছিল। তখন খুব কষ্ট গেছে। নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়েছিল। শেষে একটা গ্যারাজে জুটে

গিয়েছিলাম হেলপার হিসেবে। সেখানেই ওইসব সুপার ট্রাক চালানো শিখে যাই।

অ্যামনেস্টির সুবাদে আপনি মার্কিন নাগরিকত্বও পেয়ে গিয়েছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ। আমার জীবন খুব বিচিত্র।

তাই দেখছি। আমেরিকায় আপনার ক্রিমিন্যাল রেকর্ড ছিল কি?

না।

ঠিক বলছেন?

হ্যাঁ।

সুব্রত বক্সী আমাদের জানিয়েছেন আপনি সেখানে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন। এবং আপনার বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ ছিল।

চার্জ ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা স্রেফ আমাকে প্যাঁচে ফেলা ছাড়া কিছু নয়।

যে-মেয়েটি খুন হয়েছিল তার নাম কি জুলি?

হ্যাঁ, জুলিয়া।

আপনার স্ত্রী না গার্লফ্রেন্ড?

স্ত্রী নয়, আমি বিয়ে করিনি।

তাহলে গার্লফ্রেন্ড?

বলতে পারেন। তাকে খুন করেছিল একটা একস্ট্রিমিস্ট গ্রুপ। জুলি একসময়ে ওই গ্রুপের একজন মেম্বার ছিল। তখন বোধহয় টাকাপয়সা নিয়ে কোনও প্রবলেম হয়েছিল।

যাকগে, আমি ওই পয়েন্টে স্টিক করতে চাইছি না।

ধন্যবাদ।

আপনি বছরখানেক আগে দেশে ফিরে এসেছেন। তাই তো?

হ্যাঁ, এক বছর এক মাস।

কেন বলুন তো? আপনার তো ওখানেই সেটল করার ইচ্ছে ছিল। এখনও আপনার মার্কিন নাগরিকত্ব বহাল রয়েছে।

সত্যি কথা বললে বলতে হয়, আমেরিকার মোহ আর আমার নেই।

বাঃ চমৎকার। কিন্তু মোহটা হঠাৎ কেটে গেল কেন?

শুধু টাকা রোজগার করাটা কারও জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না হওয়া উচিত নয়।

আপনি কি একজন দার্শনিক?

আজ্ঞে না। আমি দর্শনশাস্ত্র পড়িনি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতাই আমাকে খানিকটা দার্শনিক করেছে।

বাঃ বেশ। কিন্তু এটাও সত্যি যে আমেরিকায় আপনি বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি!

এটা কোন সুত্রে জানলেন?

আমাদের মার্কিন সোর্স জানিয়েছেন যে, দীর্ঘদিন ট্রাক চালানো এবং ফিলাডেলফিয়ায় একটা দোকান করার চেষ্টা, এনসাইক্লোপিডিয়া বিক্রি এসব করে আপনাকে পেট চালাতে হয়েছে।

আমি এসব করেছি ঠিকই। তবে অর্ডারটা উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। এনসাইক্লোপিডিয়া বিক্রি ছিল আমার প্রথম দিককার চেষ্টা। তারপর দোকানঘর। তারপর ট্রাক চালানো।

আর কিছু?

হ্যাঁ, আমি মিউজিক গ্রুপে ইনস্ট্রুমেন্ট বাজিয়েছি, হোটেলে আশার-এর চাকরি করেছি। শেষ অবধি আমি একটা ব্যবসা শুরু করি।

সেটা কি একটা জাপানী কোম্পানির সঙ্গে?

আপনি তো সবই জানেন। হ্যাঁ, একটা জাপানী কোম্পানি আমাকে একটা ফ্রানচাইজি দিয়েছিল। সুব্রত বক্সীর সঙ্গে আমার সেই সূত্রেই ভাব হয়।

তারপর?

আপনি যখন সবই জানেন তখন আর নতুন করে কী বলব?

মানুষ যত কথা বলে ততই আমাদের কাজের সুবিধে হয়।

তা হয়তো হয়। কিন্তু আমাকে ঝুটমুট হয়রান করছেন। সুব্রত বক্সী আমাকে পছন্দ করেন না বলেই তিনি আপনাদের নানারকম ইনফর্মেশন দিয়েছেন হয়তো।

সুব্রত বক্সীর সঙ্গে কী আপনার একসময়ে খুব বন্ধুত্ব ছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি ওই জাপানি কোম্পানির একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন।

তাহলে উনি তো আপনার উপকারই করেছেন!

আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

তারপর কী হল? আপনি ওর সুন্দরী স্ত্রীর প্রেমে পড়ে গেলেন। নয়কি?

ব্যাপারটা ওরকম ভাবে বললে আমাকে লম্পট বলে ধরে নিতে কি আপনার সুবিধে হয়?

আপনি কি লম্পট নন বলে দাবী করছেন?

আমি স্বভাবগতভাবে অবশ্যই লম্পট নই।

তাহলে মিসেস অরুণিমা বক্সীর সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কিরকম ছিল? প্লেটোনিক?

সম্পর্কটার জন্য আমাকে দায়ী করা অন্যায় হবে।

খুলে বলুন।

অরুণিমা বক্সী সুন্দরী হলেও তরুণী নন। আমার পক্ষে মেয়েদের বয়স অনুমান করা কঠিন। তবে মনে হয় চল্লিশের কাছাকাছি।

সো হোয়াট?

আপনাকে এ সম্পর্কটা মনে রাখতে বলছি।

বলতে হবে না। অরুণিমা বক্সীর ডেট অফ বার্থ আমরা জানি। তাঁর বয়স উনচল্লিশ। আপনার বয়স ত্রিশ। ঠিক তো?

হ্যাঁ।

আপনি কি মনে করেন যে, ত্রিশ বছরের এক যুবকের সঙ্গে উনচল্লিশ বছরের এক মহিলার প্রেম হওয়া সম্ভব নয়?

তা হতেই পারে। আজকাল নানারকম রিলেশন তৈরি হচ্ছে।

আপনার ক্ষেত্রে কী হয়েছিল?

সুব্রত বক্সী আমাকে বিজনেসের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। নিউ ইয়র্কে তিনি আমার অফিসেরও ব্যবস্থা করে দেন। তিনি থাকতেন কুইনসে। আমাকে প্রায়ই বাড়িতে নেমন্তন্ন করতেন। মিসেস বক্সীও আমাকে বেশ পছন্দ করতেন।

কী ধরনের পছন্দ?

আমি গেলে খুশি হতেন, লক্ষ্য করেছি।

তারপর?

দু'তিন মাসের মাথায় তিনি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে থাকেন।

সেটা কিরকম ঘনিষ্ঠতা? ফিজিক্যাল?

হ্যাঁ।

আপনিও রাজি হয়ে গেলেন?

আমার উপায় ছিল না। মিসেস বক্সীই আসলে কোম্পানি চালাতেন। তাঁর ইচ্ছেতেই সব হত। সুব্রতবাবু ছিলেন ফ্রন্ট মাত্র।

তার মানে আপনি মিসেস বক্সীকে খুশি করার জন্যই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন?

আমেরিকায় ফিজিক্যাল রিলেশনটা জলভাত। মিসেস বক্সী বাঙালি হলেও ওঁরা দুই পুরুষের আমেরিকান। উনি মার্কিন মেইনস্ট্রিমের মানুষ। বাংলা ভাল বলতেও পারতেন না। কোনও সংস্কারও মানতেন না।

এ ব্যাখ্যা তো আপনার।

আপনি তো আমার ব্যাখ্যাই শুনতে চাইছেন।

ঠিক কথা। বলুন। আপনার ভার্সানটাই শোনা যাক।

আমি আমার ভার্সানটাই বলতে পারি, তা থেকে ডিডাকশন যা করার তা আপনি করবেন। আমার মনে হয় মিসেস বক্সী সেই সময়ে সুব্রতবাবুর ওপর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমাকে উনি একসঙ্গে থাকার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।

লিভিং টুগেদার?

হ্যাঁ, আমি রাজি হইনি।

রাজি না হওয়ার কারণটা কী?

আমি ওঁর প্রতি আসক্ত ছিলাম না। জীবিকার প্রয়োজনেই ওঁকে খুশি করার চেষ্টা করতাম মাত্র।

আপনাকে তো মোটেই ভাল লোক মনে হচ্ছে না মশাই।

আমি ভাল লোক বলে দাবী করছি না। তবে আমি ভীষণ রকমের খারাপ লোকও নই। প্র্যাকটিক্যাল। জীবন সংগ্রাম করতে গিয়ে আমাকে নানারকম আপসরফা করতে হয়েছে।

তাই দেখছি। তাহলে আপনার ব্যবসা মিসেস বক্সীর কল্যাণে বেশ ভালই চলছিল?

মোটামুটি। মিসেস বক্সী আমাকে ব্যবহার করতেন বটে, তা বলে উনি খুব দরাজ হাতের মহিলা ছিলেন না। খুব হিসেবীই ছিলেন।

তাতে তো আপনার ক্ষতি হয়নি। কারণ আপনি তো আর ওঁদের কর্মচারী ছিলেন না, কোলাবরেটার ছিলেন মাত্র। মিসেস বক্সী কৃপণ হলেই বা আপনার ক্ষতি কী?

ঠিক কথা। আপাত দৃষ্টিতে আমার ওপর ওঁর কোনও ফিনানসিয়াল কন্ট্রোল থাকার কথা নয়। কিন্তু মিসেস বক্সীকে চিনলে আপনার ধারণা পাল্টে যেত। উনি আমার কাছ থেকে নিয়মিত নির্দিষ্ট হারে কমিশন নিতেন।

আমেরিকায় ওসব হয় নাকি?

কেন হবে না? সেটা তো আর সাধুর দেশ নয়।

মিসেস বক্সী কি সুন্দরী ছিলেন বলে আপনার মনে হয়?

না। তবে নিয়মিত ব্যায়াম ট্যায়াম করে নিজেকে স্লিম রাখতেন।

মিসেস বক্সীর সঙ্গে তাঁর হাজব্যান্ডের রিলেশন কিরকম ছিল?

ঝামেলাহীন। দুজনেই বেশ কুল কাস্টমার। ওঁদের বাড়িতে বা র‍্যানচে যখন গেছি তখন দুজনকে বেশ ইন্টিমেট বলেই ধারণা হত। ঝগড়া-টগড়া শুনিনি। সুব্রতবাবু তাঁর স্ত্রীর অনুগত ছিলেন বলেই মনে হত।

সুব্রতবাবুর কী এক্সট্রা ম্যারিট্যাল কোনও রিলেশন ছিল?

থাকলেও আমি জানি না। আমি নিজের কাজ কারবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম।

মিসেস বক্সীর সঙ্গে আপনার রিলেশনটা সুব্রতবাবুকি টের পাননি?

টের না পাওয়ার কথা নয়। আমার ধারণা সুব্রতবাবু সবই জানতেন।

কিভাবে বুঝলেন?

অন্তত দুবার উনি ওঁর বাড়িতে খুবই অদ্ভুত সময়ে আমাকে দেখতে পান। তাছাড়া মিসেস বক্সীর সঙ্গে উইক এন্ড কাটাতেও আমি কয়েকবার বাইরে গেছি। সুব্রতদার তখন হয়তো কোনও ট্যুর থাকত। কিন্তু টের না পাওয়ার কথা নয়। ওসব উইক এন্ডেও ওঁদের মধ্যে টেলিফোনে কথা হত।

তাহলে ব্যাপারটা খোলাখুলিই হত বলছেন?

হ্যাঁ, অন্তত আমার তাই ধারণা।

আপনি বেশ ফ্র্যাংক লোক, তাই না! কোনও লুকোছাপা নেই!

আমার জীবনটাই যে ওরকম। লজ্জা শরমের বালাই নেই।

ভাল কথা। আপনি একসময়ে আমেরিকার জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন, তাই তো!

হ্যাঁ, আমার আর ভাল লাগছিল না।

এই ভাল না-লাগার কারণ কী মিসেস বক্সী?

উনিও।

নাকি জনা?

জনা আর আমাকে নিয়ে যা রটানো হয়েছে তার অর্ধেক সত্য।

অর্ধ সত্য নয় তো!

অর্ধ সত্য মানে হাফ ট্রুথ! না, তা নয়।

খুলে বলুন।

জনা সুব্রতদার ছোট বোন। বয়স কুড়ি-টুড়ি হবে। সে পড়াশুনো করতে আমেরিকা গিয়েছিল।

এবং গিয়েই আপনার প্রেমে পড়ে গেল তো!

ঠিক তাই।

আপনি মেয়েদের কি খুব সহজেই অ্যাট্রাক্ট করেন?

আমি কিন্তু করি না। আমার কী করার আছে বলুন ইফ দে ফল ফর মি!

ঠিক কথা, আপনার চেহারাটা অবশ্য খুবই ভাল, বেশ হি-ম্যানের মতো। জনার সঙ্গেও কী আপনার ফিজিক্যাল—

না না, ছিঃ ও কথা বলবেন না।

তাহলে?

জনা রোমান্টিক মেয়ে। সেক্সি টাইপের নয়।

আপনারা তাহলে প্রেমে পড়ে গেলেন?

ওই তো বললাম, অর্ধেকটা সত্য, জনা প্রেমে পড়ল, কিন্তু আমার তো এত ভাবাবেগ নেই। আমি পোড়-খাওয়া, কাঠখোট্টা মানুষ। জীবনে মহিলা সঙ্গিনীর অভাব কখনও ঘটেনি। চেহারাটাই সেই জন্য খানিকটা দায়ী। প্রেমে পড়ার মতো মনটাই আর আমার নেই। কিন্তু জনা পড়েছিল, স্বীকার করছি।

তাই নিয়েই কী অশান্তি?

হ্যাঁ। মিসেস বক্সী জনাকে অপছন্দ করতে শুরু করেন। এবং আমার ওপরেও আধিপত্য বাড়িয়ে দেন।

সেটা কিরকম?

আমাকে খুবই চোখে চোখে রাখতেন এবং থ্রেট করতেন।

জনা কতদূর এগিয়েছিল?

ফোন করত। রোমান্টিক কথাবার্তা বলত, প্রেমে পড়লে যেমনটা বলে আর কি?

আপনি কি প্রশ্রয় দিতেন?

দিতাম। মেয়েদের আমি সহজে চটাই না।

আপনি বেশ বুদ্ধিমান মানুষ।

বুদ্ধি না হলে কী আমার চলে?

এবার মিসেস বক্সীর খুনের ঘটনাটায় আসি।

আমার যা বলার তা তো বলেছি।

আবার বলুন।

খুনের দিন সকালে আমি মিসেস বক্সীর সঙ্গে ওঁর আয়রণ সাইড রোডের বাড়িতে দেখা করি। উনিই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। শনিবার ছিল।

কী কথাবার্তা হয়েছিল?

উনি আমার ওপর ভীষণ রেগে ছিলেন।

রাগের কারণ?

সেটাও বলেছি, হঠাৎ আমেরিকা থেকে চলে আসা এবং ওঁদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করা হল কারণ। আরও একটা কারণ হল জনা। আমি চলে আসায় জনাও নাকি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করা হয়।

খুনটা হয়েছিল দুপুরে।

খবরের কাগজে তাই তো পড়েছি।

খুনটা আপনি করেননি?

কেন করব সেটা তো বলবেন! মিসেস বক্সীর সঙ্গে আর আমার বিজনেস রিলেশন ছিল না। দেশে ফিরে আসি। একে একে তিনটে ট্রেলার কিনি এবং গত আট মাসে আমার ব্যবসা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। মিসেস বক্সীর প্রতি আমার কোনও সেন্টিমেন্টও নেই। খুন করতে যাবে কেন?

মিসেস বক্সী কী আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেষ্টা করেছিলেন?

ব্ল্যাকমেল করার ব্যাপারটা আপনাদের মাথায় কে ঢোকাল কে জানে! আমি তো খোলামেলা মানুষ। যা করেছি তা স্বীকার করি। লুকোনোর তো কিছু নেই আমার। আমাকে ব্ল্যাকমেল করার মতো গুপ্ত কিছুই থাকতে পারে না।

কিন্তু ভাইস ভার্সা। আপনি ওঁকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেননি তো!

আজ্ঞে, সেটাও পুলিশ বলছে। কিন্তু তারা এখনও কোন সূত্র পাচ্ছে না। আমি বলি কি, একটু স্ট্রং হানচ্ ছাড়া আমাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করাটা কিন্তু হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে।

আপনার পক্ষে মিসেস বক্সীর গুপ্ত খবর জানা কী অসম্ভব?

মিসেস বক্সী স্ট্রং মাইন্ডেড মহিলা। ওঁর গুপ্ত ব্যাপার বলতে আমার সঙ্গে ফিজিক্যাল রিলেশন। তিনি সেটা গোপন করতে যাবেন কোন দুঃখে? সুব্রতদাকে তো ওঁর কোনও ভয় ছিল না। বরং সুব্রতদাই ওঁকে ভয় পেতেন।

আপনার অ্যালিবাই স্ট্রং নয়।

জানি। কিন্তু সেটাই তো কোনও প্রমাণ হতে পারে না!

মিহিরবাবু, আপনি কিন্তু পুলিশকে যথেষ্ট হেল্‌প করছেন না।

হেল্প করার দায় কি বলুন। আপনার পুলিশের লোক যদি আমাকে অকারণে হ্যারাস আর থ্রেট না করত তাহলে আমি নিশ্চয়ই হেলপ্ করতাম। ইনসপেক্টর নাগ একজন অভদ্র লোক। তিনি আমাকে প্রথম ইন্টেরোগেশনের সময়ে একটা থাপ্পড় মেরেছেন। আর কুৎসিত গালাগালের তো হিসেব নেই। ওরা ধরেই নিয়েছেন খুনটা আমিই করেছি, এখন কনফেস করে ফেললেই হয়।

মিস্টার নাগের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি।

কেন, নাগ সাহেবের হয়ে আপনি ক্ষমা চাইবেন কেন? আর ক্ষমা চাওয়াটাও অর্থহীন। লোকটাকে দেখেই মনে হয় রাফিয়ান টাইপ। দরকার হলেই ফের চড় থাপ্পড় মেরে বসবে। আপনি কাজ উদ্ধারের জন্য ক্ষমা চাইছেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই।

জনা দেবী সম্পর্কে যদি কিছু জিজ্ঞেস করি?

জনা সম্পর্কে যা বলার তো বলেইছি।

আপনি বলেছেন জনা দেবী সম্পর্কে আপনি ইন্টারেস্টেড নন।

হ্যাঁ, এবং সেটা সত্যি কথা। মেয়েদের নিয়ে রোমান্টিক চিন্তা করার সময় আমার হাতে নেই।

জনা দেবী কি এখনও আপনার প্রতি দুর্বল?

তা জানিনা। তবে মাঝে মাঝে চিঠি দেয়, ফোনও করে।

আপনি চিঠির জবাব দেন না?

দিই, দেবো না কেন? তবে তাতে ভালবাসার কথা থাকে না।

জনা দেবীর চিঠিতে কি ভালবাসার কথা থাকে?

খুব থাকে। তবে সে সব হচ্ছে শ্যাম্পেনের ফেনার মতো, ওর মধ্যে বস্তু বিশেষ থাকে না।

আপনি তো দেখছি নর-নারীর প্রেমে বিশ্বাসী নন।

আপনাকে তো বলেছি, আমি খাটিয়ে পিটিয়ে মানুষ। দেশে ফিরে আসার পর আমাকে নতুন করে আবার জীবন সংগ্রাম করতে হচ্ছে। নেপাল, ভূটান, আসাম, পাঞ্জাব জুড়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করা তো চাট্টিখানি কথা নয়।

আপনার ফ্যামিলি সম্পর্কে যদি কিছু জানতে চাই?

স্বচ্ছন্দে।

আপনার মা-বাবা?

বাবা রিটায়ার্ড পোস্ট মাস্টার, সামান্য পেনশন পান। মা বরাবর হাউস ওয়াইফ, দুজনেই নানারকম অসুখে ভুগছেন। আমার দুই দাদা আছেন। একজন কর্মাশিয়াল

আর্টিস্ট—তার প্রচুর পয়সা। তিনি আলাদা হয়ে গেছেন। মেজো দাদাও আলাদা। তিনি চাকরি করেন দিল্লির একটি ইংরিজি পত্রিকায়। মোটামুটি এই হচ্ছে আমার ফ্যামিলি।

মা বাবাকে কে দেখে?

কেউ দেখে না। মা বাবা দুজনেই এখনও পরস্পরের দেখাশোনা করেন। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর আমি তাদের কাছেই থাকি বটে, কিন্তু কাজের চাপে তাঁদের ওপর বিশেষ নজর দিতে পারি না। কিন্তু এসব জানতে চাইছেন কেন? এগুলো তো আপনার কেস্-এ ইররেলেভ্যান্ট।

আমি আসলে আপনাকে অফ গার্ড ধরতে চাইছি। অসতর্ক মনে যদি হঠাৎ কিছু রিলেভ্যান্ট বলে ফেলেন।

মিহির একটু হেসে বলে, আপনার কি এখনও ধারণা যে, আমি সত্য গোপন করছি?

অফ কোর্স! আপনার চোখে মুখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আপনি সত্যি কথা বলছেন না। অন্তত সব সময়ে নয়।

কী যে বলেন শবরবাবু! গোপন করার মতো কিছুই নেই আমার।

এমনও হতে পারে যে, আপনি ইচ্ছে করে গোপন করছেন না। হয়তো সেটা সামান্য কোনও ঘটনা যা হয়তো কোনও একটা কথা বা আচরণ, যেটাকে আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না, অথচ সেটা তদন্তের পক্ষে খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়াতে পারে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিহির বলে, আমি থ্রিলার পড়ি, এক সময়ে আমেরিকায় লং ডিসট্যান্স ড্রাইভের পর হোটেলে সময় কাটানোর জন্য পড়তাম। কাজেই আপনি যা বলছেন তা বুঝতে আমার অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু আপাতত কিছুই তেমন মনে পড়ছে না আমার। পড়লে জানাবো।

ধন্যবাদ, বাই দি বাই, জনা দেবী দেখতে কেমন তা বলবেন?

অবাক হয়ে মিহির বলে, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

এমনি, কৌতূহল মাত্র।

মৃদু হেসে মিহির বলল, এ যাবৎ যে কজন পুলিশের লোক দেখেছি তার মধ্যে আপনাকেই ইন্টেলিজেন্ট বলে মনে হয়েছে। ফালতু প্রশ্ন করার লোক আপনি নন। তবে মেয়েদের রূপের ব্যাপারে আমার মতামতকে গুরুত্ব দেবেন না। আমার সৌন্দর্য বিচারের চোখ নেই। আমার এক খুড়তুতো বোন আছে, তার সঙ্গে আমার খুব ভাব। সে বলে, দুখুদা, তুই কিন্তু তোর পাত্রী দেখতে যাসনা, তাহলে একেবারে কেলোর কীর্তি হবে।

শবর মৃদু হেসে বলল, তা হোক। তবু আপনার জাজমেন্টটাই আমি জানতে আগ্রহী।

জনা হল গুডি গুডি টাইপ। শুনেছি খুব ভাল ছাত্রী। যাদবপুর থেকে এম টেক-এ ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল। ভাল ছাত্রীরা যেমন দেখতে হয় জনা ঠিক তেমনি। চোখে ভারী চশমা, মুখ গম্ভীর, হাসি ঠাট্টা নেই, কথাবার্তা কম, রং একটু ফ্যাকাসে, স্বাস্থ্য রোগা এবং মুখটা রসকষহীন।

বাঃ, এই তো চমৎকার বিবরণ দিলেন। কে বলল আপনার বিচারকের চোখ নেই?

কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছেন? থ্যাংক ইউ।

এবার বলি, জনা কেমন টাইপের মেয়ে? ডেসপারেট? রাগী? টেম্পারামেন্টাল? মুডি? না কি ঠাণ্ডা ভালমানুষ?

বোঝা মুশকিল। ওর এক্সপ্রেশন নেই তেমন। তাছাড়া আমি ওকে স্টাডি করিনি কখনও। কথা-টথা বলতাম ঠিকই, তবে মনোযোগ দিইনি।

সুব্রত বক্সী কী তাঁর বোনেরই মতো?

না না, সুব্রতদা অন্যরকম। দারুণ স্মার্ট, আড্ডাবাজ, বুদ্ধিমান, ডাউন টু আর্থ ম্যান। বেশ ভাল স্কলারও বটে। শুধু ওঁর দাম্পত্য সম্পর্কটাই গোলমেলে।

কিরকম গোলমেলে?

সেটাও তো বলেছি আপনাকে।

আবারও না হয় বলুন।

উনি ওঁর স্ত্রীকে খুব তোয়াজ করতেন, খুবই খাতির করতেন, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হত স্ত্রীকে উনি মোটেই ভালবাসেন না।

বিশেষ কোনও লক্ষণ দেখেছেন কি?

ঠিক সেভাবে বলা যায় না। তবে অরুণিমা বক্সী যে আমার সঙ্গে ইনভলভড এটা জেনেও ওঁর কোনও ভাবান্তর ছিল না। স্ত্রী ব্যাভিচারিণী হলে স্বামীর তো স্বাভাবিকভাবেই রি-অ্যাক্ট করা উচিত, তাই না?

উনি নপুংসক নন তো!

মিহির হেসে ফেলে বলল, তা তো আমার জানা নেই।

মিসেস বক্সী তাঁর স্বামীর সম্পর্কে কোনও মন্তব্য আপনার কাছে করেননি?

না। ওই ব্যাপারে উনি খুব রিজার্ভড ছিলেন। ওঁর স্বামী ইমপোটেন্ট কিনা তা আমাকে বলবার লোক উনি নন। আমাদের ইন্টিম্যাসিটা শুধু ফিজিক্যাল লেভেলেই ছিল, হৃদয়ঘটিত নয়।

তাহলে উনি জনাকে হিংসে করতেন কেন?

ফিজিক্যাল পজেশনও তো একটা পজেশন। উনি ওটাও ছাড়তে চাননি।

ঠিক আছে, এ প্রসঙ্গটা থাক। এবার মিসেস বক্সীর মৃত্যুর প্রসঙ্গে আসি। উনি মারা যাওয়ায় আপনি কি দুঃখ পেয়েছেন?

যে কারও মৃত্যুই দুঃখজনক।

আপনি আপনার কথা বলুন।

হ্যাঁ, আই ফেল্ট স্যাড।

কে ওঁকে খুন করতে পারে বলে মনে হয়?

নো আইডিয়া। পুলিশ যে কতবার কত ভাবে এ প্রশ্ন করেছে তার হিসেব নেই।

জানি, পুলিশকে একই প্রশ্ন বারবার করতেই হয়।

উইথ থার্ড ডিগ্রি?

শবর দাশগুপ্ত ম্লান একটু হেসে বলল, পুলিশের কাজ তো ভাল কাজ নয়। অপরাধী আর অপরাধও যে কত জটিল আর কুটিল তা যদি জানতেন তাহলে রাগ করতেন না।

পুলিশের কাজ কিরকম এবং কাদের নিয়ে তা আমি খানিকটা জানি। কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট হতে পুলিশের বাধা কোথায় বলুন তো! আপনাদের ওই মিস্টার নাগের কথাই ধরুন, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ উনি ঠাস করে একটা চড় মেরে বসলেন! যেন মারের চোটেই আমি স্বীকারোক্তিটা করে ফেলব। আমি ওঁকে উল্টে মারলে কী হত জানেন?

জানি। আপনি ফিজিক্যালি একজন স্ট্রং ম্যান। হয়তো ক্যারাটে জানেন।

ক্যারাটে জানি বলেই রক্ষে। আমরা ক্যারাটের সঙ্গে ধৈর্য ও স্থৈর্যও শিখেছি। কাজেই চরম প্রয়োজন ছাড়া কাউকে মারি না। মারশাল আর্ট তো মারপিট নয়, ওটা একটা ধর্ম।

জানি। তবে আমি তো নাগ নই, আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করিনি।

আপনার কথা আলাদা। আপনি শুধু ভাল ব্যবহারই করেননি, অকারণ হাজতবাসের হাত থেকেও মুক্তি দিয়েছেন। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদ, আশা করি আপনি কো-অপারেট করবেন।

করব। আপনার মোডাস অপারেন্ডি খুবই বাস্তবসম্মত এবং লজিক্যাল। মিসেস বক্সীর খুনীকে ধরতে যদি পারেন তাহলে আমি খুশিই হব। কিন্তু মুশকিল হল আমার কাছে তেমন কোনও তথ্য নেই যা আপনার সাহায্যে আসতে পারে।

ধন্যবাদ। মিসেস বক্সী কিভাবে খুন হন তা তো আপনি জানেনেই।

হ্যাঁ, গলা টিপে ওঁকে খুন করা হয়েছিল।

ওঁর বাড়িতে আপনি গিয়েছিলেন সকাল আটটা বেজে পনেরো মিনিটে। ঠিক তো!

দু'এক মিনিট এদিক সেদিক হতে পারে। তবে মোটামুটি সোয়া আটটাই ধরে নিতে পারেন।

বাড়িতে গিয়ে কী দেখলেন?

বিশাল বাড়ি, বিরাট কম্পাউন্ডও, মিসেস বক্সীদের ফ্যামিলি বনেদী বড়লোক। আয়রন সাইড রোডের মতো ঘ্যাম জায়গায় ওরকম বাড়ির দাম কয়েক কোটি টাকা।

সে তো বটেই।

বাড়ি দেখেই আমি ট্যারা হয়ে গিয়েছিলাম। শুনেছি, একজন দারোয়ান আর একটা চাকর সেই বাড়ি মেনটেন করে।

ঠিকই শুনেছেন। তারপর বলুন, সকাল সোয়া আটটায় পৌঁছে আপনি কী দেখেছিলেন?

নাথিং অফ এনি ইমপর্টেন্স। ফটক দিয়ে ঢোকার সময় দারোয়ান আটকাল। তার কাছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক থাকে। সেটা দেখে ছেড়ে দিল। আমি দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে বাগানটা দেখলাম। তারপর বৈঠকখানায় ঢুকলাম। একজন চাকর এসে স্লিপ লিখিয়ে নিয়ে ভিতরে গেল। দু তিন মিনিটের মধ্যেই মিসেস বক্সী এসে ঘরে ঢুকলেন।

ডিসক্রাইব হার। ওঁকে কিরকম মুড আর পোশাকে দেখলেন?

গায়ে একটা কিমোনো ছিল। গাঢ় বেগুনি রঙের ওপর একটা ড্রাগন আঁকা। মনে হল খাঁটি জাপানি জিনিস। এ তো গেল পোশাক। আর মুড একটু অফ ছিল। আমাকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন।

চাকরবাকরদের সামনেই?

চাকরটা বোধহয় তখন বেরিয়ে গিয়েছিল। ঠিক লক্ষ্য করিনি। তবে কে দেখল না-দেখল উনি তার পরোয়া করতেন না।

আপনার কি মনে হয় না যে উনি আপনার প্রতি ইমোশনালি অ্যাটাচড ছিলেন।

সেদিনই প্রথম মনে হল মে বি শী ইজ সিরিয়াসলি ইন লাভ উইথ মি।

আগে মনে হয়নি?

ইমোশনের চেয়ে ওঁর বোধহয় সেকসুয়াল আর্জটাই বেশি ছিল বলে মনে হত।

উনি আপনাকে চিঠিপত্র লিখতেন না?

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে লিখতেন।

লাভ লেটার?

ঠিক লাভ লেটার বলা যায় না। আমি হঠাৎ আমেরিকার কারবার গুটিয়ে চলে আসায় উনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ওঁর ধারণা ছিল আমি ওঁকে বিট্রে করেছি।

আপনি হঠাৎ চলে এলেন কেন?

হঠাৎ করে আসিনি। মাস দুই ধরে ধীরে ধীরে কাজকারবার গুটিয়ে তৈরি হয়েই এসেছি। তবে ব্যাপারটা সুব্রতদা বা তাঁর স্ত্রীকে জানাইনি।

জানাননি কেন?

আমার বিশ্বাস ওঁরা বাগড়া দিতেন। বিশেষ করে মিসেস বক্সী।

ওদের তো সন্তান নেই, না?

না। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

এমনি, হঠাৎ মনে হল।

ওঁরা অবশ্য অ্যাডপ্ট করার কথা ভাবছিলেন।

অ্যাডপ্ট কি শেষ পর্যন্ত করেছেন?

যতদূর জানি, না।

সুব্রতবাবুর বয়স এখন কত?

আপনারা তো তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, আপনারাই তো সেটা জানবেন।

আমি এই কেসটা সদ্য হাতে নিয়েছি। সুব্রতবাবু তার আগেই আমেরিকায় ফিরে গেছেন। ওঁর বায়োডাটা এখনও আমার স্টাডি করা হয়নি।

পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে।

বিয়ে করার বয়স আছে বলছেন!

নিশ্চয়ই। ওদেশে এখনও অনেকে এই বয়সে প্রথম বিয়ে করে।

আপনি কি সত্যিই জানেন না সুব্রতবাবুর কোনও প্রেমিকা বা বান্ধবী আছে কিনা!

সত্যিই জানি না।

থাকা কি সম্ভব?

থাকতেই পারে। কোয়াইট নরমাল।

হ্যাঁ, তারপর অরুণিমা বক্সীর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার ঘটনাটা বলুন।

উনি আমাকে এমব্রেস করলেন, বলেছি তো!

হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ একটু ইমোশনাল কথাবার্তাও বললেন, তার মধ্যে প্রেমের কথাই ছিল, ওঃ আই লাভ ইউ সো মাচ! আই মিস ইউ সো মাচ! ওঃ ডিয়ারেস্ট, ওঃ ডার্লিং, ওঃ সুইটহার্ট! এইসব আর কি।

আপনার রিঅ্যাকশন কী হল?

খুব একটা কিছু নয়। বরং বছর খানেক বাদে ফের এইসব আমার খারাপই লাগছিল। ভদ্রমহিলার জন্য একটু দুঃখও হচ্ছিল।

এনি সেক্স?

বি সেনসিবল মিস্টার দাশগুপ্ত। ইট ওয়াজ আর্লি ইন দি মরনিং এবং আমাদের আগের রিলেশনটাও তখন ছিল না, অন্তত আমি এখন একদম আলাদা মানুষ।

ওকে, ওকে। ঝগড়া হল কেন?

ঝগড়া! না ঝগড়া হয়নি। ঝগড়া হতে দুটো পক্ষ লাগে। আমি সম্পূর্ণ প্যাসিভ ছিলাম। উনি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।

উত্তেজিত হলেন কেন?

উনি পুরনো কথা তুলে আবার আমাদের আগের সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেন, আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার জন্য ঝোলাঝুলি করতে থাকেন, এমন কি সুব্রতদাকে ডিভোর্স করে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাবও দিয়ে ফেলেছিলেন। দেখলাম ভদ্রমহিলা আমার জন্য বেশ পাগল হয়ে উঠেছেন। খুব ডেসপারেট, অথচ আমি ওঁকে কুল ক্যালকুলেটিং অ্যান্ড ক্রুয়েল টাইপের বলে জানতাম। বেহিসাবী হওয়ার মতো মহিলা উনি ছিলেন না।

আপনি ওঁর প্রস্তাবের সায় দেননি বোধহয়?

দেওয়া সম্ভব ছিল না। আমার জীবনের ধারা পাল্টে গেছে। তাছাড়া, আপনাকে তো বলেইছি আমি ওঁর প্রতি কখনও অ্যাট্রাকটেড ছিলাম না, উনি আমাকে ব্যবহার করেছেন, আমিও নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিয়েছি লাইক এ গিগোলো, তার বেশি কিছু নয়।

সেদিন কি ওঁর প্রস্তাবে আপনি রেগে গিয়েছিলেন?

একটুও না। বলেছি তো, ভদ্রমহিলার জন্য আমার করুণা হচ্ছিল, আমি খুব শান্তভাবে ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, লজিক্যালি, কিন্তু উনি ক্রমশ রেগে উঠছিলেন, ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলেন।

রেগে গিয়ে উনি কী করলেন?

চেঁচামেচি করলেন, কাঁদলেন, আমাকে যা-খুশি বলে অপমান করলেন, আমি কিছুই গায়ে মাখিনি।

বাড়িতে কজন ঝি-চাকর ছিল বলে আপনার অনুমান?

খুব বেশি নয়। দারোয়ান আর একজন চাকরকেই আমি দেখেছি।

কোনও মহিলা?

না, কারও কোথাও সাড়া শব্দও পাইনি।

বাই দি বাই, আপনি সেদিন কিসে করে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন?

আমার একটা গাড়ি আছে।

নিজে চালান?

তা তো বটেই।

কী গাড়ি আপনার?

হুন্ডাই।

মিসেস বক্সী কি আপনাকে মারধর করেছিলেন?

উত্তেজনার বশে উনি আমাকে একটা চড় মারেন এবং গালে খিমচে দেন। পুলিশ সেই দাগ থেকে ধারণা করে নেয় যে, আমি যখন ওঁকে গলা টিপে মারছিলাম তখন নাকি উনি আত্মরক্ষার জন্য আমাকে খিমচে দিয়েছিলেন, পুলিশ খুব সরল পথে চলতে চায়, তাই না?

ব্যাপারটাকে আপনিই বা জটিল ভাবছেন কেন?

আমি জটিল ভাবছি না, আপনারা যত সরল সিদ্ধান্তে আসছেন আমার পক্ষে পরিস্থিতি ততই জটিল হয়ে উঠছে। এই যে আপনি আমাকে তলব করে লালবাজারে টেনে এনেছেন তাতে আমার কত জরুরি কাজ পণ্ড হচ্ছে তা কি জানেন?

কেসটা খুনের, তাই আমাদের একটু সিরিয়াস হতে হয়েছে। তার ওপর সুব্রত বক্সীর কিছু পাওয়ারফুল কানেকশন আছে বলে আমাদের ওপর প্রেশার আসছে। যদিও আপনার একটু হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে তবু একটু বিয়ার করুন, আপনাকে হয়তো আরও ইন্টেরোগেট করা হবে। আপনি ওঁর সঙ্গে কতক্ষণ ছিলেন?

খুব বেশি হলে ঘণ্টা তিনেক।

তার বেশি নয়?

না, বরং দু চার মিনিট কমই হবে।

যখন আপনি চলে আসেন তখন কি মিসেস বক্সী শান্ত ছিলেন? মানে প্যাসিফয়েড হয়েছিলেন কি?

না। উই পার্টের্ড উইথ এ বিটার নোট। শী ওয়াজ আপসেট।

আর আপনি?

আমি খুবই হেলপলেস্ ফিল করেছিলাম। মিসেস বক্সীর মতো কঠিন মানুষ যে এতটা ইমোশন্যাল হতে পারেন সে ধারণা আমার ছিল না। এযেন মিসেস বক্সী নয়, অন্য কেউ। যেন বয়ঃসন্ধির কিশোরী। সাধারণত কম বয়সে প্রথম প্রেমে দাগা খেয়ে মেয়েরা ওরকম ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু মিসেস বক্সীর মতো প্র্যাকটিক্যাল ডাউন টু আর্থ সেনসিবল মহিলাদের এরকম হওয়ার কথা নয়।

আপনার কি মনে হয় উনি অভিনয় করছিলেন?

না, একেবারেই না। অভিনয় করবেন কেন?

আপনাকে ইমপ্রেস করার জন্য?

না না মিস্টার দাশগুপ্ত, অভিনয় হতেই পারে না, অভিনয় হলে ঠিকই ধরতে পারতাম।

তাহলে এই নতুন রূপের মিসেস বক্সীকে দেখে আপনি ইমপ্রেসড?

তা একরকম বলতে পারেন।

আপনি কি একটু সফট্ হয়ে পড়েননি?

সফট্ কথাটার যদি বাঁকা অর্থ না ধরেন তবে বলতে পারি, হ্যাঁ, আমার ওঁর প্রতি সহানুভূতিও হচ্ছিল। কিন্তু আমি একজন ওয়েদারবিট্ন্ ম্যান, বয়স ত্রিশ হলেও অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া মানুষ। সহানুভূতি হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা কোনও দুর্বলতা নয়। ওঁকে আর প্রশ্রয় দেওয়া বা ওঁর কুক্ষিগত হয়ে পড়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

খুনটা কখন হয় তা কি আপনি জানেন?

আপনাদের কাছ থেকেই জেনেছি। দুপুর দুটো আড়াইটা নাগাদ।

সে সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

সেও পুলিশকে বলেছি, তারা আমার কথা বিশ্বাস করছে না।

তবু আর একবার বলুন। আমি হয়তো বিশ্বাস করতেও পারি।

দুপুর একটা দেড়টা থেকে বিকেল চারটে অবধি আমি আমার একটা ট্রাকের মধ্যে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম।

কোথায়?

বেলতলায় আমার ট্রলারগুলো রাখার জন্য আমি একটা জমি লিজ নিয়েছি। ছোটোখাটো সারাইয়ের কাজও হয়। সেদিন আমি নিজেই আমার ট্রাকের একটা জখম চাকা মেরামত করছিলাম। খুব পরিশ্রান্ত হওয়ায় ড্রাইভারের কেবিনে উঠে শুয়ে পড়ি।

কোনও সাক্ষী আছে?

না।

আপনার গ্যারেজ পাহারা দেয় কে?

ওয়াচম্যান আছে।

ওয়াচম্যান আপনাকে দেখেনি?

সেদিন ওয়াচম্যান ছুটি নিয়েছিল। ভোররাতে তার মা মারা যায়। ফলে কেউ ছিল না। ওয়াচম্যানকে পুলিশ জেরাও করেছে।

জানি। মিসেস বক্সীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনি কোথায় গেলেন।

ডোভার লেন-এ আমার অফিসে। সেদিন আমার দম ফেলার সময় ছিল না। সেখানে থেকে বেরিয়ে বেলতলায় যাই।

আপনার অ্যালিবাই কিন্তু দুর্বল।

কান্ট হেলপ ইট। এবার কি আমি যেতে পারি?

পারেন। আসুন।

।। ২ ।।

তুমি এই বাড়ির কাজের লোক ভিখু?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কতদিন হল এ বাড়িতে কাজ করছো?

প্রায় দশ বছর।

বাড়ি কোথায়?

ছাপড়া জেলা।

এ বাড়িতে কিভাবে কাজে ঢুকলে?

আমার কাকা এ বাড়িতে কাজ করত। কাকা এখন দোকান করে। আমাকে কাকা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

তুমি তো বেশ ভাল বাংলা বলো!

আমি তো জন্ম থেকেই কলকাতায় আছি। এখানেই মানুষ।

এ বাড়িতে তোমার কাজ কী?

এ বাড়িতে তো কেউ থাকে না। আমার কাজ ঘরদোর বিছানা টিছানা সব পরিষ্কার রাখা। বছরে একবার মেমসাহেব আসেন, তখন তার দেখভাল করতে হয়।

মেমসাহেবের বাপের বাড়ির লোকেরা কোথায়?

মেমসাহেবের তো কেউ নেই। বড় মালিক আর মালকিনও এখানে থাকতেন না। আমেরিকায় থাকতেন। সেখানেই একটা অ্যাকসিডেন্টে দুজনেই মারা যান। এ বাড়িও বিক্রির চেষ্টা চলছে।

তোমাকে কত মাইনে দেওয়া হয়?

আড়াই হাজার টাকা।

বাড়ির কাজের লোকের পক্ষে মাইনেটা তো ভালই, কী বলো?

না সাহেব, এ টাকায় সংসার চালানো মুশকিল।

তোমার সংসারে কে আছে?

আমার বউ আর চার ছেলেমেয়ে। দুই বেটা, দুই বেটী।

এ বাড়িতেই থাকো?

না সাহেব। ফ্যামিলি নিয়ে এ বাড়িতে থাকার হুকুম নেই। আমার পরিবার থাকে তিলজলায়, একটা বস্তিতে।

তোমার চলে কি করে?

আমার বউও কাজ করে। বাড়ির কাজ।

ফ্যামিলি নিয়ে এখানে থাকার হুকুম নেই কেন? এ বাড়িতে তো আউট হাউস আছে এবং সেগুলো ফাঁকাই পড়ে থাকে।

বাচ্চা কাচ্চা থাকলে বাড়ি নোংরা করবে, বাগানের গাছপালা ছিঁড়বে বলেই হুকুম নেই। তাছাড়া অনেকে বাড়ি দখল টখল করে নেয়।

এ বাড়িতে তো অনেক দামি জিনিস্ রয়েছে দেখছি। তোমাকে কি মেমসাহেব খুব বিশ্বাস করতেন?

তা জানি না। তবে থানায় আমার নাম ঠিকানা ফটো সব রেকর্ড করা আছে। কোনও জিনিস চুরি গেলে পুলিশ তো আমাদেরই ধরবে।

এবার ঘটনার দিনের কথা বলো।

ঘটনার দিন সকালে মেমসাহেব আমাকে ডেকে বলে দিলেন, একজন বাবু দেখা করতে আসবেন, ঘরদোর যেন ফিটফাট থাকে।

ঘরদোর তো ফিটফাটই আছে দেখছি।

হ্যাঁ সাহেব। এ বাড়ি সবসময় ফিটফাট থাকে। তবু মেমসাহেব বললেন বলে আমি আরও একটু ঝাড়পোঁছ করলাম।

মেমসাহেব কিরকম লোক ছিলেন বলে তোমার মনে হয়?

ভাল লোক ছিলেন।

কিরকম ভাল?

ঝুট ঝামেলা কিছু করতেন না। চুপচাপ থাকতেন।

রাগী মানুষ ছিলেন কি?

বেয়াদবী বরদাস্ত করতেন না। আমাদের খুব ফিটফাট থাকতে হত, নোংরা দেখলে রেগে যেতেন।

কাজে খুশি হলে বখশিশ দিতেন নাকি?

না। বখশিশ দিতেন না।

উনি কি কৃপণ ছিলেন?

না সাহেব। কিন্তু বখশিশ দিতেন না।

তোমাদের মাসের মাইনে কে দিত?

সতুবাবু। মেমসাহেবের সম্পর্কে দাদা। নিউ আলিপুরে থাকেন।

সতুবাবু কি প্রতি মাসে নিজে এসে টাকা দিয়ে যেতেন?

না। আমরা গিয়ে নিয়ে আসতাম।

সতুবাবুই কি এ বাড়ির দেখাশোনা করতেন?

হ্যাঁ। তবে উনি খুব একটা আসতেন না। ইদানীং এক প্রোমোটার বাবুকে নিয়ে মাঝে মাঝে এসে মাপ জোক করাতেন।

প্রোমোটারকে চেনো?

ঘোষবাবু। শুনেছি বড় প্রোমোটার।

তার সঙ্গে তোমাদের কোনও কথাবার্তা হয়েছে?

না সাহেব। উনি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন কেন?

এবার ঘটনার দিনের কথা বলো। সেই বাবুটি কখন এলেন?

আটটার পর।

চেহারা কেমন?

লম্বা চওড়া চেহারা। হিরোর মতো।

দেখে কিরকম মনে হল?

আমি ভেবেছিলাম ফিল্মস্টার হবেন বোধহয়।

মেমসাহেবের সঙ্গে তার কী কথাবার্তা হল জানো?

না সাহেব।

মেমসাহেব কি গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন?

তা হতে পারে সাহেব। আমি ওসব দেখিনি।

উনি কতক্ষণ ছিলেন?

দুই ঘণ্টার মতো হবে। একটু কমও হতে পারে।

তুমি কি কফি বা চা দিয়েছিলে?

মেমসাহেব বলেছিলেন যেন কথাবার্তার সময় ওদের ডিস্টার্ব না করি। তাই আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আর ভিতরে যাইনি। তবে দরজার কাছেই ছিলাম, যদি ডাকেন তাহলে যেন শুনতে পাই।

ভিতরে কী কথাবার্তা হয়েছিল তা শুনতে পেয়েছিলে?

মেমসাহেব রাগারাগী করছিলেন, তবে আমি ইংরিজি জানি না বলে কথা কিছু বুঝতে পারিনি।

মেমসাহেব কি কান্নাকাটিও করেছিলেন?

হ্যাঁ। বাবুটি চলে যাওয়ার পর মেমসাহেব খুব আপসেট ছিলেন।

তুমি কি একেবারেই ইংরিজি জানো না? এই যে বললে আপসেট!

দুটো একটা শব্দ জানি সাহেব।

সেরকম কোনও শব্দ মনে করতে পারো?

মেমসাহেব একবার বাস্টার্ড বলে গাল দিয়েছিলেন, মনে আছে।

ব্যস্?

হ্যাঁ। আর কিছু মনে নেই।

বাবুটি যখন বেরিয়ে যায় তখন তাকে দেখেছো?

না সাহেব, আমি ভিতর দিকের দরজার পাশে ছিলাম। বাবু সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

তুমি জানো যে মেমসাহেব বাবুটিকে চড় মারেন?

জানি সাহেব, শব্দ শুনেছি।

আর কিছু?

দারোয়ান বলরাম বলেছিল বাবুর বাঁ গাল থেকে রক্ত পড়ছিল। বাবু রুমাল দিয়ে গাল চেপে গিয়ে গাড়িতে ওঠেন।

মেমসাহেবকে তারপর কেমন দেখলে?

উনি খুব আপসেট ছিলেন। ইংরিজিতে কী সব বলতে বলতে দোতলায় উঠে গেলেন।

উনি সেদিন দুপুরে লান্চ করেছিলেন কি?

না সাহেব। আমি বেলা সাড়ে বারোটায় ওঁর দরজায় নক করি।

উনি সাড়া দেননি?

হ্যাঁ, দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আমি কিছু খাবো না। দুধ থাকলে এক গেলাস ঠাণ্ডা দুধ দিতে বললেন।

দুধটা খেয়েছিলেন কি?

হ্যাঁ সাহেব।

তারপর কী করলেন?

ঘরে চুপচাপ শুয়ে ছিলেন বলে মনে হয়।

খুনটা ক'টার সময় হয় তুমি তো জানো!

হ্যাঁ সাহেব, পুলিশের কাছে শুনেছি। বেলা দুটো থেকে আড়াইটের মধ্যে।

তুমি তখন কোথায় ছিলে এবং কেন তা পরিষ্কার করে বলো।

পুলিশকে সব বলেছি সাহেব। কিছু লুকোইনি। বেলা দেড়টা নাগাদ একটা ফোন আসে।

ফোন কি মেমসাহেব ধরতেন না?

না। মেমসাহেব ফোন ধরতেন না। কোনও জরুরি ফোন থাকলে আমি কর্ডলেস ফোনটা নিয়ে ওঁকে দিতাম।

সব ফোন তুমিই ধরো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এবার বলো।

ফোনে একটা লোক আমাকে বলল, ভিখুচাচা তোমার ছেলে অ্যাকসিডেন্টে জখম হয়েছে। খুব গহেরা জখম। আমরা তাকে পি জি হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। তুমি এখনই চলে এসো।

গলাটা কার তা চিনতে পেরেছিলে?

না।

জিজ্ঞেস করনি।

হ্যাঁ। বলল, আরে আমি তোমার পাড়ার ছেলে রামু। তাড়াতাড়ি চলে এসো। বহুৎ ইমার্জেন্সি। আমার মাথার ঠিক ছিল না সাহেব। আমি দৌড়ে গিয়ে মেমসাহেবকে বললাম। উনি ছুটি দিয়ে দিলেন। আমি পাগলের মতো হাসপাতালে ছুটলাম। গিয়ে দেখি ওখানে আমার ছেলের নামে কাউকে ভর্তি করা হয়নি। তখন ছুটলাম বাড়িতে। গিয়ে দেখি আমার বউ ঘুমোচ্ছে। তাকে ডেকে তুলে সব বললাম। তারপর ছুটলাম ছেলের ইস্কুলে। গিয়ে দেখি, ছেলে ঠিক আছে, কিছু হয়নি।

কখন ফিরলে?

বেলা চারটে হবে।

এসে কী দেখলে?

চারটের সময় মেমসাহেবকে রোজ কফি দিই। সোজা রান্নাঘরে গিয়ে কফি করে দোতলায় উঠে দরজায় নক করতে গিয়ে দেখি দরজা খোলা রয়েছে। বাইরে থেকে বললাম, কফি এনেছি। মেমসাহেব সাড়া দিলেন না। ভাবলাম ঘুমোচ্ছেন। পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখি মেমসাহেবের বডি অর্ধেকটা বিছানায় আর অর্ধেকটা নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। মাথা নিচের দিকে।

ঠিক আছে। বাকি আমরা জানি। পুলিশ তোমাকে কী বলেছে?

সাহেব, পুলিশ আমাদের খুব হয়রান করেছে। চড় থাপ্পড় মেরেছে। কিন্তু আমি বা বলরাম আমরা মেমসাহেবকে খুন করতে যাবো কেন বলুন। আমরাই তো তাহলে ভাতে মরব।

ঘর থেকে কিছু চুরি গিয়েছিল বলে মনে হয়?

ঘরের জিনিসপত্র সবই আমি চিনি। সেসব কিছু চুরি যায়নি। তবে মেমসাহেবের ব্যাগ বা স্যুটকেস থেকে কিছু চুরি গিয়ে থাকলে তা বলতে পারব না। মেমসাহেবের জিনিস তো আমি ধরতাম না।

এবার যা জিজ্ঞেস করব খুব ভেবেচিন্তে তার জবাব দেবে।

বলুন সাহেব।

মাসখানেক আগে মেমসাহেব যখন এলেন তখন কি একাই এসেছিলেন?

হ্যাঁ সাহেব। মেমসাহেবের ফ্লাইট দেরিতে এসেছিল। আমার ওপর হুকুম ছিল সব রেডি রাখতে।

উনি কখন আসেন?

সন্ধেবেলা। সতুবাবু ওঁকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসেন।

সতুবাবু ছাড়া আর কেউ ছিল না?

না সাহেব।

সুব্রতবাবু কবে আসেন।

ছোটো সাহেব তো মেমসাহেব মারা যাওয়ার পর আসেন, খবর পেয়ে।

এসে উনি কী করলেন?

উনি এ বাড়িতে ওঠেননি। কলকাতায় ওঁর বাড়ি আছে, সেখানে উঠেছিলেন।

সুব্রতবাবু কি কখনও এ বাড়িতে উঠতেন না?

বেশিরভাগ সময়ে মেমসাহেব একাই আসতেন। ছোটো সাহেবকে আমি খুব একটা দেখিনি।

ঠিক আছে। তুমি যেতে পারো। গিয়ে পাঁচমিনিট পর বলরামকে পাঠিয়ে দাও।

ভিখু চলে যাওয়ার পর টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করে শবর উঠল। এটাই ছিল মিসেস বক্সীর শোওয়ার ঘর। খাঁটি আবলুশ কাঠের বিশাল একটা খাট, যার মাথার দিকটা সিংহাসনের মতো কাজ করা। দেরাজ আলমারি সবই একই কাঠের এবং ঝকমক করছে তাদের পালিশ। আসবাবগুলো সেকেলে, ভারী এবং অতিশয় মূল্যবান। ঘরে ওয়াল টু ওয়াল কার্পেটটাও পুরনো বটে, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ির স্থাপত্যও আধুনিক নয়। পুরনো ব্রিটিশ আমলের প্যালেসের আদলে তৈরি। ঘরটা বিশাল, লাগোয়া দক্ষিণের বারান্দাটিও চমৎকার সোফাসেট দিয়ে সাজানো। আধুনিক জিনিস বলতে শুধু এয়ারকুলার লাগানো আছে ঘরে। শোওয়ার ঘরের একপাশে নিচু ক্যাবিনেটের ওপর দুটো বড় স্যুটকেস। আমেরিকায় তৈরি। সফ্‌ট লাগেজ। কালচে রঙের স্যুটকেস দুটোই আটকে সীল করে দিয়ে গেছে পুলিশ। স্যুটকেস দুটো খোলার অধিকার আছে শবরের, কিন্তু সে খুলল না।

আসব স্যার?

এসো।

মধ্যবয়সী মজবুত চেহারার বলরাম শঙ্কিত মুখে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

তুমিই তো দারোয়ান?

হ্যাঁ স্যার।

কতদিন কাজ করছো এ বাড়িতে?

কুড়ি বছর।

বাড়ির মালিককে তো তাহলে ভালই চেনো।

মাথা নেড়ে বলরাম বলে, না স্যার। মালিকরা কেউ তো এখানে থাকতেন না। ওঁরা অনেক বছর আমেরিকায়, দিদিমণির জন্মও তো হয়েছে ওখানেই। আমি ফাঁকা বাড়ি সামলে রাখতাম।

তোমার কাজ তাহলে কী?

কাজ বলতে কিছুই নেই। শুধু বসে থাকা।

কত মাইনে পাও?

আড়াই হাজার।

মাইনে তো ভালই।

যে আজ্ঞে, আমি একা লোক, চলে যায়।

একা কেন, পরিবার কোথায়?

আমি বিয়ে করিনি স্যার। মা বাবা মারা গেছেন। কেউ বিশেষ নেইও।

তুমি এ বাড়িতেই থাকো?

হ্যাঁ স্যার। গেট-এর পাশেই আমার ঘর। চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি।

খুনের দিন সকালবেলা যে ভদ্রলোক এসেছিল তাকে মনে আছে?

হ্যাঁ স্যার। ওঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।

দিদিমণির কি অনেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকত?

না। বাড়িতে বেশি লোক আসত না।

লোকটা এসে কী করল?

নাম বলল। আমি খাতা খুলে মিলিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। দুই ঘণ্টা পর উনি চলে যান।

তখন তুমি কী লক্ষ্য করেছিলে?

বাবুর বাঁ গাল কেটে গিয়েছিল। রুমাল চাপা দিয়ে রেখেছিলেন।

তোমার কী মনে হল তখন?

কিছু ঝামেলা হয়ে থাকবে। ভিখুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ভিখু বলল, দুজনে ঝগড়া হয়েছিল, দিদিমণি বাবুকে খিমচে দেন।

সুব্রতবাবু কি এ বাড়িতে আসত না?

খুব কম স্যার। দিদিমণির বিয়ে হয়েছে ষোলো সতেরো বছর। দু তিনবারের বেশি জামাইবাবুকে দেখিনি ভাল করে।

দিদিমণি কি প্রতি বছর নিয়ম করে দেশে আসতেন?

না স্যার। এক দুই বছর বাদও যেত। শুনছিলাম এ বাড়ি বিক্রি করে দিদিমণি এবার আমেরিকাতেই থাকবেন, দেশের পাট চুকিয়ে। এখন যে কী হবে তা বুঝতে পারছি না। চাকরিটা তো যাবেই। বুড়ো বয়সে খুব অসুবিধেয় পড়তে হবে।

টাকা পয়সা জমাওনি?

কিছু জমিয়েছি স্যার, পোস্ট অফিসে আছে। কিন্তু সেই সামান্য টাকায় কি জীবন কাটবে? টাকার দাম তো কমে যাচ্ছে, কতদিন বাঁচব তার ঠিক কী?

তোমার শরীর তো মজবুত, এখনও খাটতে পার।

যে আজ্ঞে। কিন্তু লোকে কাজই দিতে চায় না।

চেষ্টা করছো নাকি?

সতুবাবু কয়েক মাস আগেই বলে দিয়েছেন যে, বাড়ি বিক্রির চেষ্টা হচ্ছে, আমি যেন অন্য ব্যবস্থা দেখে নিই। তাই একটু আধটু চেষ্টা করেছি।

খুনের সময়ে তুমি কোথায় ছিলে?

থানায়। ঝুটমুট আমাকে হয়রান করা হল স্যার। বেলা একটা হবে তখন। একজন সার্জেন্ট মোটরবাইকে চেপে এসে বলল, থানার বড়বাবু নাকি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে, এখনই যেতে হবে।

কেন ডেকেছে তা বলেনি।

বলল, কেন ডেকেছে জানিনা, তবে বলে দিয়েছে যেতে না চাইলে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে। বলেই চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে দিদিমণিকে বললাম। দিদিমণি তখন বিছানায় শোয়া। হাত নেড়ে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাও।

দিদিমণি কি তখন কাঁদছিলেন?

ঠিক বুঝতে পারিনি। হতেও পারে। গলাটা ভারী লাগছিল।

তারপর বলো।

থানায় গেলাম, তা সেপাই আটকাল। কিছুতেই বড়বাবুর কাছে যেতে দেবে না। তখন বললাম বড়বাবুই ডেকে পাঠিয়েছেন। অনেক তত্ত্ব তালাসের পর বড়বাবুর ঘর দেখিয়ে দিল। গিয়ে যখন নামটাম বললাম বড়বাবু কিছুই বুঝতে পারেন না। যখন বললাম সার্জেন্ট গিয়ে এত্তেলা দিয়েছে তখন বড়বাবু বললেন, তাহলে সিরিয়াস কেসই হবে। আর একজন অফিসারকে ডেকে বললেন, এর একটা স্টেটমেন্ট নিন তো, মনে হচ্ছে সিরিয়াস কেস। তা সেই অফিসার আমাকে আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে বলল, ধুস, একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে বোধহয়। বলে নামধাম নিয়ে ছেড়ে দিল।

তখন কটা বাজে?

তা তিনটে সাড়ে তিনটে হবে।

গেট ততক্ষণ খোলা ছিল?

তালা ছিল না। তবে ফটক আগল দিয়ে গিয়েছিলাম।

দিদিমণি যে খুন হয়েছে তা কখন বুঝলে?

সাড়ে চারটে নাগাদ ভিখু এসে বলল।

কী করলে তখন?

খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমরা গরিব মানুষ স্যার, বিশেষ লেখাপড়াও জানিনা, কী থেকে কী হয় ভেবে আমরা সহজেই ভয় পাই। একবার তো ভেবেছিলাম পালিয়ে যাবো। তারপর মনে হল হিতে বিপরীত হবে। তাই পুলিশে খবর দিই। পুলিশ স্যার, আমাদেরই ধরে নিয়ে গেল। তারপর অনেক জল ঘোলা হওয়ার পর সতুবাবু গিয়ে ছাড়িয়ে আনেন।

দিদিমণি কিভাবে খুন হয়েছেন জানো?

কেউ গলা টিপে খুন করে গেছে। যে গলা টিপেছে তার হাতে নাকি দস্তানা ছিল।

ঠিক কথা। আর কিছু বলতে পারো?

কী বলব স্যার?

তোমার কি কাউকে সন্দেহ হয়?

না স্যার, কাকে সন্দেহ করব?

দিদিমণি খুন হওয়ার আগে এ বাড়ির সামনে দিয়ে কোনও একজন বা দুজন লোককে বারবার যাতয়াত করতে দেখেছো? কিংবা কোনও অচেনা লোক কি গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে আলাপ জমাতে চেয়েছে?

এ তো বড়লোকদের পাড়া স্যার। লোকের যাতয়াত কম, তবে আমি বেকার বসে থাকি বলে আশেপাশের বাড়ির চাকর দারোয়ানরা মাঝে মাঝে ফুরসৎ মতো এসে গল্প টল্প করে যায়।

অচেনা কেউ?

না স্যার, মনে পড়ছে না। গেটের কাছে টুলে বসে থাকলে অবশ্য অনেকে বাড়ির হদিশ চায়, এত নম্বর বাড়িটা কোনদিকে হবে এইসব।

ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। সতুবাবু একটু বাদেই আসবেন। তিনি এলেই সোজা আমার কাছে নিয়ে এসো।

ঠিক আছে স্যার। ভিখুকে কি আপনার জন্য চা করতে বলব স্যার?

বলতে পারো। বলরাম চলে যাওয়ার পর শবর ঘুরে ঘুরে বাড়ির দোতলাটা দেখছিল। ইটালিয়ান মার্বেলের মেঝে। দারুণ সুন্দর সব রঙের কম্বিশেন। বাথরুমে খুব আধুনিক ফিটিংস লাগানো। প্রতি ঘরেই নানারকম সাবেকী আসবাব। দুই আলমারি বোঝাই বিলিতি আর জাপানি পুতুল। পিয়ানো, অর্গান ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র রাখা প্রকাণ্ড হলঘরে। বিশাল বিশাল ঝাড়বাতি। অথচ এ বাড়িতে থাকার লোকই নেই। অন্তত বিগত চল্লিশ বছর ধরে বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ সতুবাবু বিশাল গাড়ি করে এলেন। বছর পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশের ফর্সা নাদুস-নুদুস মানুষ। মোটা গোঁফ আছে। পরনে প্যান্টআর হাওয়াই শার্ট।

নমস্কার মিস্টার দাশগুপ্ত।

আসুন।

আপনার তদন্ত কতদূর?

চলছে।

আমার কাছে কী জানতে চান বলুন।

এ বাড়ির ওয়ারিশান কে?

বাড়ির ওয়ারিশান এখন সুব্রত। স্বাভাবিক আইনে।

এ বাড়ি কি বিক্রি হওয়ার কথা চলছিল?

হ্যাঁ, অরুর তো সেরকমই ইচ্ছে ছিল। কলকাতার পাট তুলে দেবে বলেছিল।

সুব্রতবাবুরও কি তাই ইচ্ছে?

সুব্রতর বোধহয় একটু অমত আছে। অরুণিমা বলছিল সুব্রত এরকম প্রস্তাবে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

কোনও কারণ আছে?

তা জানি না।

সুব্রতবাবুদের এখানকার বাড়ির অবস্থা কেমন?

মুখটা একটু বিকৃত করে সতুবাবু বললেন, অবস্থা আবার কেমন হবে? ছিল তো বনগাঁর রিফিউজি ক্যাম্পে। তারপর বিধানপল্লীতে কোনও রকমে টিনের ঘর করে থাকত। এখন অবশ্য পাকা ঘর হয়েছে শুনেছি, তা তারও অনেক ভাগীদার। ওর কাকা-জ্যাঠাদেরও নাকি ও বাড়ির শেয়ার আছে। সুব্রতর বাবা তো চিরকালের ভ্যাগাবন্ড। কোন একটা কো-অপারেটিভে সামান্য বেতনের চাকরি করত। ভাগ্য ভাল ছেলেটা হল ব্রিলিয়ান্ট। সেই জোরেই আমেরিকা গেল। এই তো ওদের হিস্ট্রি। এখন বুঝে নিন।

অরুণিমা দেবী আর সুব্রতবাবুর কি লাভ ম্যারেজ?

হ্যাঁ মশাই, নইলে মনাকাকা কখনও এই পরিবারে মেয়ের বিয়ে দেয়? তবে সুব্রত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে বলে কাকা আপত্তি করেননি।

ওদের দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন ছিল জানেন?

আগে তো ভালই ছিল। ইদানীং অরু কিছু অনুযোগ করছিল।

কিরকম অনুযোগ?

এমনিতে কংক্রিট কিছু নয়। অরু চাপা স্বভাবের মেয়ে ছিল। তবে নানা কথায় দু-একটা মন্তব্য করে ফেলত।

ওঁদের সন্তানহীনতাই কি তার জন্য দায়ী?

না মশাই, সন্তানের জন্য দুঃখ সে তো থাকতেই পারে। তাতে কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়?

হয়। সন্তান একটা মস্ত বড় ফ্যাক্টর।

মানছি। কিন্তু ওদের সম্পর্কটা খারাপ হয়ে থাকলে হয়েছে অন্য কারণে।

সেই কারণটা কী?

জানি না।

মিসেস বক্সী আপনার খুড়তুতো বোন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনার কাকার অবস্থা তো খুবই ভাল ছিল দেখছি!

আমরা ব্যবসায়ী পরিবার। মনাকাকার তো জাহাজ ছিল। সেসব অনেক ব্যাপার।

এ বাড়িটা কি আপনার মনাকাকাই করেছিলেন?

না। আমার দাদুর তৈরি বাড়ি। চার ছেলের জন্য চার জায়গায় উনি বাড়ি করে রেখে গেছেন।

সব কটা বাড়িই এরকম ভাল?

বড় কাকার আলিপুরের বাড়িটা আরও ভাল।

এ বাড়ি কি বিক্রি ঠিক হয়ে গেছে?

সবই তো পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার সব কেঁচে যাবে বলে মনে হয়। এখন তো অরু নেই, সুব্রত মালিক। সে রাজি না হলে বিক্রি আটকে যাবে।

উনি কি বিক্রি করতে রাজি নন?

আমার সঙ্গে কথা হয়নি। কিন্তু অরুর কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয় সুব্রত রাজি হবে না।

দারোয়ান আর চাকর দুজনেই বলেছে যে, সুব্রতবাবু নাকি এ বাড়িতে আসতেন না।

ঠিকই বলেছে। কলকাতায় এলে সুব্রত ওদের কলোনীর বাড়িতেই থাকত। অরুণিমা থাকত এ বাড়িতে। তবে ওরা কেউই এখানে এসে বেশিদিন থাকত না। বড় জোর পনেরো কুড়ি দিন।

অরুণিমা দেবীর জন্ম তো আমেরিকায়। আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন কি করে?

আমাদের পরিবারের অনেকেই বিদেশে আছে। আমি নিজে বেশ কয়েকবছর আমেরিকায় ছিলাম। তখন অরু ছোটো। আমি ওর নিজের দাদার চেয়েও বেশি ছিলাম।

খুনের খবরটা আপনি কখন পান?

সেইদিনই বিকেলে। ভিখু ফোন করে আমায় জানায়।

আপনার নিজের কোনও ডিডাকশন আছে কি?

মাথা নেড়ে সতুবাবু বললেন, না মশাই, এ একেবারে বিনামেঘে বজ্রপাত। অরুকে কে কেন খুন করবে তা আমি আজ অবধি বুঝে উঠতে পারিনি। মিহির বলে ছোকরাটারই বা কী স্বার্থ ওকে খুন করার তাও জানিনা।

মিহিরের সঙ্গে অরুণিমা দেবীর সম্পর্কটা কিরকম ছিল, জানেন?

একেবারে জানিনা বললে ভুল হবে। ঘাসে মুখ দিয়ে তো চলি না। অরুণিমা ওর প্রতি সফট্ ছিল।

আপনার কাছে অরুণিমা কিছু বলেছেন কি?

খুব পরিষ্কার করে নয়।

উনি কি সুব্রতবাবুকে ডিভোর্স করার কথা ভাবছিলেন?

আমাকে খুলে কিন্তু বলেনি। তবে অরুর হাবভাব দেখে মনে হয় সুব্রতর প্রতি ওর আর তেমন টান নেই।

তার জন্য মিহিরবাবুর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতাই কি দায়ী।

তাও জানিনা মশাই।

সুব্রতবাবুকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয়?

সতুবাবুর মুখটা ফের বিকৃত হল। তারপর একটু হেসে বললো, কিছু মনে করবেন না মশাই, নিজের মুখেই বলছি, উই আর ভেরি রিচ পিপল। বনেদী বড়লোক। সুব্রতরা হল এ ক্লাস অ্যাপার্ট, সুব্রত নিজের যোগ্যতায় ওপরে উঠেছে বটে, কিন্তু ওদের কালচার আর রুচি তো সেই নিম্নমধ্যবিত্তই রয়ে গেছে। ওদের টাকা হলে লোক-দেখানো বড়লোকী করতে থাকে। বনেদী পরিবার অন্যরকম হয়। সুব্রতকে অরুর সঙ্গে আমার মিসফিট বলেই মনে হয়েছে।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু সুব্রতবাবু লোকটি কেমন?

মাপ করবেন, আমি জানি না। দু-চারবার দেখা হয়েছে, হেসে দু-চারটে কথাও কয়েছে, কিন্তু ওকে স্টাডি করিনি কখনও।

অরুণিমা দেবীও কি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী ছিলেন?

হ্যাঁ, ওদেশে স্কুলে কলেজে ওর স্কোর দুর্দান্ত। যে জাপানি কোম্পানিতে ওরা দুজনে কাজ করে তাতে অরুর পজিশনই বেটার।

দুজনের মধ্যে কি প্রফেশনাল জেলাসি ছিল?

কি জানি, অত জানি না।

সুব্রতবাবুর এক বোন এখন আমেরিকায় আছে, জানেন?

জানি মশাই, জনা, শুঁটকি মেয়েটার বোধহয় এখানে বর জুটছিল না তাই সুব্রত ওকে নিয়ে গিয়েছে। মার্কিন গন্ধ মাখিয়ে পাত্রস্থ করবে।

শুনেছি মেয়েটা লেখাপড়ায় ভাল।

তা হতে পারে। অরু তো ওকে দুচক্ষে দেখতে পারত না।

কেন?

বলত খুব ন্যাকা টাইপের মেয়ে, ভাবুক-ভাবুক ভাব করে থাকে। আসলে ভিজে বেড়াল।

আপনি নিম্ন মধ্যবিত্তদের খুব ঘেন্না করেন, না?

এবার সতুবাবু তটস্থ হয়ে হেসে ফেললেন, আরে না মশাই, ঘেন্না করব কেন? সমাজের নানা স্তর তো থাকবেই, নইলে সমাজ বলেছে কেন? আসলে কালচার ক্রস হলেই প্রবলেম দেখা দেয়। অরুর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে। মানুষকে তো ঘেন্না করার কিছু নেই।

শুনে স্বস্তি পেলাম।

॥ ৩ ॥

ইউ হেট উইমেন।

দ্যাটস নট ট্রু।

আই নো, ইউ হেট গার্লস। অল গার্লস।

তা নয়। বলতে পারেন আমি নিস্পৃহ।

ইউ মিন প্যাসিভ?

অনেকটা তাই। আমি খেটে-খাওয়া মানুষ, নন-রোমান্টিক।

খেটে-খাওয়া মানুষেরা বুঝি রোমান্টিক হতে পারে না?

তা পারে। কিন্তু আমি বোধহয় মনের দিক দিয়ে শুষ্ক।

আসল কথাটা স্বীকার করলেই তো হয়। ইউ আর অ্যান্টি ফেমিনিন।

অত বড় কথাটা স্বীকার করি কি করে?

কখনও প্রেমে পড়েছেন?

প্রেমে পড়তে দিল কই মেয়েরা? তার আগেই যে আমাকে ব্যবহার করে ফেলল! ব্যবহৃত হয়ে হয়ে প্রেমটাই গেল হারিয়ে।

ব্যবহার মানে? সেকসুয়ালি?

তা ছাড়া আর কি?

আপনি একটু শেমলেস। খোলাখুলি কেউ ওসব বলে?

ট্রুথফুল হতে গেলে বোধহয় একটু শেমলেস হতেই হয়। না?

আপনি বাজে লোক।

অনেকে তাই বলে বটে।

আপনার নিজের কী ধারণা?

বোধহয় খুব ভাল লোক নই।

এটা বিনয় নয় তো?

না না, আমার ডিফেক্টগুলো সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল।

আর কী কী ডিফেক্ট আছে আপনার?

লম্বা লিস্ট হয়ে যাবে ম্যাডাম। দোষগুলো না দেখলেই হয়।

এই তো বললেন আপনি ট্রুথফুল, কিরকম সততা আপনার?

অন্তত ডিজঅনেস্ট নই। কিন্তু ম্যাডাম, এই যে রোজ রাত বারোটায় আপনি আমাকে ফোন করে এসব খবর নেন এর পিছনে মতলবটা কী?

অ্যাসেস করা।

নিজের পরিচয়টাও আজ অবধি দেননি।

একটা নাম তো! যা হোক একটা ভেবে নিন না!

আপনি তাহলে কিছুতেই নিজের নাম-পরিচয় দেবেন না?

ওটা ইররেলেভ্যান্ট।

আপনি পুলিশের লোক নন তো!

হলেই বা ক্ষতি কী?

না, ক্ষতি আর কি? যা ক্ষতি হওয়ার তো হয়েই গেছে!

কী ক্ষতি হয়েছে শুনি?

পুলিশ আমাকে মারধর করেছে, অপমানজনক গালাগাল দিয়েছে, তার ওপর মার্ডারের চার্জ চাপিয়ে দিয়েছে।

আপনি কী বলতে চান মিসেস বক্সীকে আপনি খুন করেননি?

বললেই বা বিশ্বাস করছে কে বলুন!

কেউ না করলে জামিন পেলেন কি করে?

শবর দাশগুপ্ত নামে একজন ভদ্রগোছের গোয়েন্দার দাক্ষিণ্যে। শেষ রক্ষা হবে কিনা জানি না। জামিন তো আর অ্যাকুইটাল নয়।

শবর দাশগুপ্ত খুব ইন্টেলিজেন্ট গোয়েন্দা।

হলেই বা। শবর দাশগুপ্ত একা কি করবে। গোটা পুলিশ ফোর্স তো আমার বিরুদ্ধে।

মিসেস বক্সি কি আপনাকে ভালবাসতেন?

উনি তো সেরকমই বলতেন।

তার মানে আপনি ওঁর ভালবাসাকে বিশ্বাস করতেন না?

না।

ওমা! কেন? ভালবাসাকে কি বিশ্বাস না করা যায়?

ভালবাসা অনেক সময়েই কতকগুলো আবেগ বা স্বার্থকে নিয়ে তৈরি হয়। স্বার্থ আহত হলে বা আবেগ উবে গেলে ভালবাসাও হাওয়া। বুঝলেন ম্যাডাম?

আপনি ভীষণ বাজে লোক। বোধহয় একটু পাষণ্ডও, তাই না?

কি জানি ম্যাডাম। নিজের সম্পর্কে আমার ভাল ধারণা নেই। বেঁচে থাকার জন্য আমাকে নানা কাজ করতে হয়। কাজ নিয়েই সময় কেটে যায়। নিজেকে নিয়ে খুব একটা ভাবি না।

কাজ আমাদের সবাইকেই করতে হয়।

তা তো বটেই।

বার বার নিজেকে অত কাজের লোক বলে জাহির করছেন কেন?

খেটে খাই তো, সে কথাটাই বোঝাতে চাইছি।

দুনিয়ায় সবাই খেটে খায়, কেউ মাথা খাটিয়ে, কেউ শরীর খাটিয়ে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাহলে আপনি তো আর পাঁচ জনের চেয়ে আলাদা কিছু নন!

না, তা নই বটে।

যারা খেটে খায় বা জীবন সংগ্রাম করে তাদের তো হৃদয়বৃত্তি মরে যায় না।

আমি কি বলেছি, যে আমার হৃদয়বৃত্তি মরে গেছে?

সেরকমই তো বোঝাতে চাইছেন। যেন এত কাজ যে প্রেম পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।

ম্যাডাম, আমি তা বলতে চাইনি। আমি তো বলেছি মেয়েরা আমাকে বড্ড বেশি স্থূলভাবে ব্যবহার করেছে।

আপনি ব্যবহৃত হলেন কেন?

বললে আপনি চটে যাবেন।

তবু বলুন।

বায়োলজিক্যাল প্রয়োজন তো আমারও আছে।

ইস্ আপনি ভীষণ অসভ্য।

এই তো চটে গেলেন! এসব আপনার না শোনাই ভাল।

আর এ বিষয়ে একটাই প্রশ্ন।

বলুন।

জনা কে?

সুব্রত বক্সীর বোন।

কেমন মেয়ে?

ভাল মেয়ে।

সুন্দর?

সুন্দরও নয়, কুচ্ছিৎও নয়। ওই একরকম। খুব গম্ভীর।

জনা নাকি আপনার প্রেমে হাবুডুবু?

আপনি তো সবই জানেন দেখছি।

জানি।

তাহলে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন?

আপনার মুখ থেকে শোনার জন্য।

কি আর শুনবেন ম্যাডাম! চেষ্টা করেও জনার প্রেমে পড়তে পারিনি।

আপনার কি একজন মার্কিন স্ত্রী ছিল?

না। স্ত্রী আমার ছিল না। মেয়েটি ছিল লিভ ইন গার্লফ্রেন্ড।

এমাঃ। আপনি তো জঘন্য লোক!

ম্যাডাম, এটাই তো অর্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড।

মোটেই নয়। সুবিধেবাদীরা ওসব কথা বলে।

আমি যে সুবিধেবাদী তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই।

সেই মেয়েটি কি খুন হয়েছিল?

মাই গড, আপনার নেটওয়ার্ক তো দারুণ!

খুন হয়েছিল, না?

হ্যাঁ।

তাকে খুন করলেন কেন আপনি?

ম্যাডাম, আমার যে দু-একটা গুণকে আমি নিজেই অ্যাপ্রিসিয়েট করি তা হল আমি খুন-খারাপী করতে অক্ষম।

তার মানে কী?

ওই একটা জিনিস আমি বোধহয় পারি না। আজ অবধি পারিনি।

সত্যি বলছেন?

বিশ্বাস করা বা না-করা আপনার হাতে।

দু দুটো মেয়ে আপনার সংস্পর্শে আসার পর খুন হল, এটা কি কাকতালীয় বলতে চান?

আমি কিছুই বলতে চাই না। শুধু বলি, দুশ্চরিত্র হলেও আমি খুনী নই।

দুশ্চরিত্র কথাটা কিন্তু আমি বলিনি।

না। আপনি বেশ ভদ্র। বললেও কিছু মনে করতাম না।

আচ্ছা আপনি দুশ্চরিত্রই বা কেন?

ম্যাডাম, ওখানেও গণ্ডগোল আছে। আমি লম্পট হিসেবে কারও কারও কাছে চিহ্নিত বটে, কিন্তু সেটাও আমার চারিত্রিক তারল্যের ব্যাপার নয়। বরং বলতে পারেন ভিকটিম অফ সারকামস্ট্যান্সেস।

অর্থাৎ আপনি সাধুপুরুষ, মেয়েরাই আপনাকে নষ্ট করেছে, এই তো!

আঁকাড়া সত্যি কথা বলতে গেলে তাই বলতে হয়।

দেখুন মশাই, আপনার মধ্যে নষ্ট হওয়ার ইচ্ছে না থাকলে কোনও মেয়ে কি আপনাকে নষ্ট করতে পারত?

আপনি বেশ পিউরিটান আছেন। ব্যাপারটাকে নষ্ট হওয়া বলছেন কেন বলুন তো? বিদেশে ফিজিক্যাল নীডটাকে ওরা টয়লেটে যাওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় না। তবে মরালিটি বা পিউরিটানিজমকে আমি অশ্রদ্ধা করি না। ওরও দাম আছে।

দামটা কি আপনি দেন?

দিই ম্যাডাম, দিই।

তবে নিজে ঠিক থাকেন না কেন?

ওই যে বললাম, আমি কেবল খেলার পুতুল হিসেবে কাজ করেছি।

এদেশে এসে ক'জন মেয়ের সর্বনাশ করেছেন?

গত এক বছর আমার জীবনে নারীসঙ্গ বলতে কিছু নেই তেমন। মিথ্যে বলব না, দু-চারটে কেস হয়ে গেছে।

রোমান্টিক ইনভলভমেন্ট না ফিজিক্যাল?

ফিজিক্যাল।

তারা কারা?

শুনবেন?

শুনিই না।

একজন এয়ার হোস্টেস, একজন বড়লোকের বয়স্কা স্ত্রী, একজন বয়স্কা অ্যাকট্রেস এবং একজন মধ্যবয়স্কা বিধবা।

সবাই বয়স্কা?

কপালে আমার দেখছি বয়স্কাই জোটে।

আপনি সত্যিই ভীষণ খারাপ।

তা তো বলাই যায়। কিন্তু এর প্রত্যেকটারই প্রয়োজন ছিল, তা কি জানেন?

না। আপনার প্রফেশনাল প্রয়োজন?

হ্যাঁ। ট্রেড লাইসেন্স, কন্ট্রাক্ট, পুলিশের ঝামেলা এইসব নানা স্বার্থে আমাকে আপনার ভাষায় নষ্ট হতে হয়েছে।

নষ্ট হতে তো আপনি ভালইবাসেন দেখছি।

তা ম্যাডাম, খারাপও কিছু লাগে না।

আবার মরালিটিকেও পছন্দ করেন!

তাও করি। আমি নিজে বিশুদ্ধ নই বলে বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করব কেন?

বিশুদ্ধ হতে ইচ্ছে করে না?

কোনও ফল পচতে শুরু করলে আর কি বাঁচানো যায়?

ফলের ইচ্ছাশক্তি নেই, মানুষের তো তা আছে।

ভাল বলেছেন। তবে ফের ওই কথা বলতে হয়, আমি নিমিত্ত মাত্র।

ওটা অজুহাত। আসলে আপনি একজন প্লে-বয়।

প্লে-বয় হতে যোগ্যতা লাগে। আমার সোশ্যাল স্ট্যান্ডিং কই? সুন্দরী তরুণীদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার স্কোপ কম। বিশেষ করে হাই সোসাইটির। আমাকে যারা ব্যবহার করে তাদের অধিকাংশই হল বয়স্কা, সেক্স স্টার্ভ্ড, ফ্রাস্ট্রেটেড বা সিনিক মহিলা। ওরা আমাকে কাজে লাগায়, আমি ওদের কাজে লাগাই।

ছিঃ ছিঃ, আপনি একটা কী বলুন তো?

বলেছি তো, নিজেকে নিয়ে আমার গৌরব হয় না।

নিজেকে ঘেন্না হয় না?

না ম্যাডাম, তাও হয় না। কারণ মস্তিষ্কহীন হওয়ার ফলে আমার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার বালাই নেই। আর আমি তো রেপিস্ট নই।

রেপিস্টের চেয়ে ভালও কিছু নন।

ভাল কথা, রেপিস্ট শব্দটা আমার মতে একটা ভুল শব্দ। ওটা হওয়া উচিত রেপার।

ওমাঃ তা কেন?

যে অর্থে কমিউনিস্ট, লিরিসিস্ট, আইডিয়ালিস্ট সেই অর্থে তো রেপিস্ট হওয়া উচিত নয়। কমিউনিজম, আইডিয়ালিজম, লিরিসিজমের মতো তো রেপিজম বলে কিছু নেই। আছে কি?

না।

তাহলে রেপিস্ট হয় কি করে?

সেটা একটা প্রশ্ন বটে।

আপনি কি ইংরেজির ছাত্রী?

নিজের সম্পর্কে আমি আপনাকে কোন কথাই বলব না।

আপনি শুধু একটি কণ্ঠস্বর হয়েই থাকতে চান?

মন্দ কি?

রহস্যময়ী হয়ে থাকতেই কি আপনি পছন্দ করেন?

হ্যাঁ।

আপনি কি জানেন যে আমি ইচ্ছে করলেই আপনার নম্বর ট্রেস করতে পারি?

নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু কষ্ট করে যে নম্বরটা আপনি খুঁজে পাবেন সেটা একটা পাবলিক কল বুথ।

আপনি কি বলতে চান এত রাতে আপনি একটা পাবলিক কল বুথে এসে ফোন করছেন?

তা তো বলিনি? আমি আমার বাড়ি থেকেই ফোন করছি, তবে সরাসরি নয়। একটা কল বুথের থ্রু দিয়ে। আর ওই বুথ কিছুতেই আপনাকে আমার নম্বর দেবে না।

আচ্ছা মানুষ আপনি! এত গোপনীয়তা আর সাবধানতার কি দরকার ছিল?

ছিল। আমি চাই না আপনি আমাকে ট্রেস করুন।

আপনি কি আমাকে ভয় পান না কি ঘেন্না করেন?

কোনওটাই না।

নিছক কৌতূহল?

যা হোক একটা কিছু হবে।

একজন অচেনা মহিলা আমাকে রাত বারোটায় কেন ফোন করেন তার কারণটা কি আমার জানা উচিত নয় বলে মনে করেন?

আপনার কি খারাপ লাগছে? তাহলে বলুন ছেড়ে দিই।

আরে না, ইন ফ্যাক্ট আপনার গলার স্বরটা এত ভাল যে আই ফিল অ্যাট্রাক্টেড টু ইট। আর আপনি বেশ ইন্টেলিজেন্টও বটে। সেই জন্য আমি আজকাল আপনার ফোনের জন্য অপেক্ষাই করি।

আপনার কি মনে হয় আমি আপনার বিবেকের ভূমিকা নিচ্ছি?

তা একটু মনে হয়। তবে সেটা খারাপই বা কী বলুন! আমার বিবেক জাগ্রত নেই। তাই আর কেউ বিবেকের বিকল্প হতে চাইলে তো ভালই।

আপনার ঘুম পাচ্ছে না তো!

না। আমি সারাদিনে কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু-পাঁচ মিনিট করে ঘুমিয়ে নিই। আমার অনেক কালের অভ্যেস। ওভাবেই আমার চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুম হয়ে যায়। অ্যান্ড দ্যাট ইজ এনাফ।

যাক, তাহলে বিরক্ত হচ্ছেন না?

না না, বরং বেশ ভাল লাগছে। আপনি কি রবীন্দ্রসঙ্গীত বা ওরকম কিছু গান নাকি?

কেন বলুন তো?

বেশ মিউজিক্যাল ভয়েস।

গাইলেই কি বলব নাকি?

ও, আপনি তো আবার পণ করেছেন নিজের সম্পর্কে কিছুই আমাকে বলবেন না।

না। এবার বলুন তো, মিসেস বক্সী আপনাকে কেন ডেকেছিলেন?

এমনি। পুরনো চেনার সূত্রে।

এড়িয়ে যাচ্ছেন তো?

কথাটা কী আগে হয়নি?

হয়েছে, কিন্তু আপনি ভাঙছেন না।

আসলে ভসভসে আবেগ ভালবাসার কথাই বলছিলেন তিনি সেদিন। আমাকে বিয়ে করারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

রাজি হননি বলেই কি রেগে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনাকে কি উনি কোনও লোভ দেখাননি?

তাও দেখিয়েছিলেন। কি করে জানলেন আপনি?

সিমপল লজিক।

আপনি খুব বুদ্ধিমতী।

বলুন না।

হ্যাঁ, উনি আমাকে সেদিন অনেক টাকা অফার করেছিলেন। টাকাটা নিলে তিনটে ট্রেলার কেনার সব ব্যাঙ্ক লোন আমার শোধ হয়ে যেত।

কত টাকা?

ওঁর যা অফার ছিল তা দু-আড়াই কোটি টাকা তো হবেই।

আপনি রিফিউজ করলেন! বোকা নাকি?

ম্যাডাম, একজন ভদ্রলোককে এক জায়গায় তো থামতেই হয়। লাইন অফ কন্ট্রোল। তা নইলে যে নিজের মুখ আয়নায়ও দেখা যাবে না।

হঠাৎ মরালিটি জেগে উঠল নাকি আপনার?

তা বলতে পারেন। আমার মনে হল এই ভদ্রমহিলাকে যদি এখনই আমি সত্যি কথাটা বলে না দিই তাহলে পৃথিবীর আহ্নিক গতি থেমে যাবে।

যাঃ। আপনি তো আর গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা নন মশাই।

না, তা নই। তবু আই কনফেসড।

কী বললেন ভদ্রমহিলাকে?

আপনার প্রশ্নগুলো ঠিক পুলিশের মতোই।

হয়তো আমি পুলিশেরই লোক। বলতে আপত্তি আছে?

আরে না। আমি হলাম খোলা বই। আপত্তির কী আছে? আমি খুব বিনয়ের সঙ্গেই বললাম, আমার টাকা-পয়সা রোজগার করতে ভাল লাগে ঠিকই, কিন্তু অযথা অর্থপ্রাপ্তিতে আমার আনন্দ হয় না। দ্বিতীয়ত খুব বেশি টাকাও আমাকে আনন্দ দেয় না এবং আত্মবিক্রয় করার মধ্যেও আর আমি এন্টারটেনমেন্ট খুঁজে পাই না।

বাঃ বেশ বলেছেন তো! লাইক এ কারেজিয়াস ম্যান! লাইক এ ম্যান অফ স্ট্রং ক্যারেক্টার।

ঠাট্টা করছেন? তা করতেই পারেন। আমার রেকর্ড তো ভাল নয়।

ঠাট্টা করলাম বুঝি?

তাহলে?

কমপ্লিমেন্টই দিলাম তো?

তাহলে অন্যরকম শোনাল কেন? একে ব্যাজস্তুতি বলে না?

আমি অত বাংলা জানি না। ভদ্রমহিলা কী করলেন?

শী ওয়াজ অন হার নীজ। হাঁটু গেড়ে বসা যাকে বলে।

এতটা? শুনেছিলাম উনি বেশ ব্যক্তিত্বওয়ালা মানুষ!

তাই ছিলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি, চমৎকার মেধা, স্ট্র লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস। কিন্তু কোনও কারণে আমার ওপর ওঁর অবসেশনটা একটা অপটিমামে পৌঁছেছিল। দেখলাম উনি প্রায় পাগলামি করছেন।

কেন যে অ্যাকসেপ্ট করলেন না?

সেটা যে মিথ্যাচার হত ম্যাডাম। ওঁর সঙ্গে আমার শরীরের সম্পর্ক ছিল ঠিকই, মনের সম্পর্ক কখনও নয়। আর একটা কথা হল, ওঁর এই ম্যাডনেস দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার নয়। ওর প্যাশনটা ছিল অস্থির এবং উৎকেন্দ্রিক।

আপনি খুব শক্ত শক্ত বাংলা বলেন, তাই না?

না ম্যাডাম, বাংলা কি করে জানব? আমি ঘোর অশিক্ষিত।

অশিক্ষিত কেন?

মাধ্যমিক পাশ করার পরই সার্কাস দলে চলে যাই বাড়ি থেকে পালিয়ে। তারপর কসরৎ করে করেই তো সময় পার হয়ে গেল। এখন মনে হয়, পড়াশুনো করলে বোধহয় জীবনটা অন্যরকম হত।

কেন, এই জীবনটা কি আপনার ভাল লাগে না?

ব্যবসা মানেই হচ্ছে প্রতিদিন অসতের সঙ্গে আপস করে চলা। তিনটে বিশাল ট্রেলার আছে আমার। এগুলোকে খাটিয়ে পয়সা রোজগার করতে এ দেশে কালঘাম ছুটে যায়। কত দেবতার যে প্রণামী দিতে হয় ভাবতে পারবেন না। পুলিশ, প্রশাসন, ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার সিকিউরিটি থেকে গুণ্ডা, মস্তান কে কার চেয়ে কম যায় বলুন। তাছাড়া রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো তো আছেই, অ্যাক্সিডেন্ট, ডাকাতি, চুরি, ব্যবসা মানেই হল কনস্ট্যান্ট হেডেক অ্যান্ড টেনশন।

অন্য ব্যবসা করুন না। যেখানে এত টেনশন নেই।

আমি যেটা ধরি সেটার শেষ অবধি দেখতে চেষ্টা করি। এটা ফেল করলে অন্য রাস্তা ধরতে হবে।

ফেল করছে কি?

না না, তা বলিনি। আয় মোটামুটি ভালই হয়।

আমি তো শুনেছি আপনি বেশ পয়সাওলা লোক।

তা বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। পয়সা আসে যায়। আমার দুঃখ কিছু নেই অবশ্য। বেশি বড়লোক হতে আমি কখনও চাইনি।

মদ খাননা?

শরীর-সচেতন ছিলাম তো, তাই নেশাটেশা করতাম না। অভ্যাসটা তাই হয়ে ওঠেনি। তবে পার্টি-টার্টিতে ভদ্রতার খাতিরে এক-আধ সিপ খেয়েছি, প্রেজুডিস

নেই। কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন? মদ্যপান আজকাল ভাইসের মধ্যে পড়ে না। সবাই খায়।

আপনি খুব শক্তপোক্ত লোক, তাই না? গায়ে ভীষণ জোর?

গায়ের জোর ফালতু জিনিস। ও দিয়ে কিছু হয় না।

আপনি কি একটু গুণ্ডা গোছের লোক?

বরং ঠিক উল্টো। আমি ভীষণ ঠাণ্ডা মাথার লোক। রাগ নেই। শুনলে অবাক হবেন, আমি মারপিট করিনি কখনও। ঝগড়া-ঝাঁটির উপক্রম দেখলে পালিয়ে আসি।

তার মানে কি কুল কাস্টমার?

তা বলতে পারেন। আমার সম্পর্কে আপনার সোর্স অফ ইনফর্মেশনটা কে বলুন তো!

সেসব কিছুই বলা যাবে না।

আপনিও একজন কুল কাস্টমার, তাই না?

হ্যাঁ, মিসেস বক্সীকে কে খুন করেছে বলে আপনার মনে হয়?

নো আইডিয়া।

বাড়িতে তো লোকজন আছে। দুপুরবেলা কি করে খুনটা করল বলুন তো!

সেটা নিয়ে পুলিশ তো ভাবছেই।

আপনার সিক্সথ সেন্স কী বলে?

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে আমার কিছু নেই। খুনটা নিয়ে আমাকে প্রচণ্ড হ্যারাস করেছে পুলিশ। হাজতবাসও করতে হয়েছে। শবর দাশগুপ্ত এসে না পড়লে কী যে হত কে জানে।

আপনার অ্যালিবাই নেই?

একেবারে নেই যে তা নয়, কিন্তু খুব দুর্বল অ্যালিবাই, পুলিশ বিশ্বাসই করছে না।

শবর দাশগুপ্ত কি আপনাকে বিশ্বাস করে?

বিশ্বাস! হাসালেন ম্যাডাম। শবর দাশগুপ্তর চোখ দেখেছেন? বাঘের চোখ, বিশ্বাস করার ধাত নয়। তবে মনে যা-ই থাক, লোকটা মুখে ভদ্র এবং লজিক্যাল। হয়তো আমাকে বেনিফিট অফ ডাউট দিয়েছে।

আপনার জামিন কে দিলেন?

আমার উকিল সদাশিব মজুমদার।

খুনী যদি ধরা না পড়ে তাহলে কি আপনাকে আবার ধরে নিয়ে যাবে?

সেটাই তো স্বাভাবিক।

আপনি ভয় পাচ্ছেন না?

ভয় না হলেও উদ্বেগ তো আছেই। তবে আমার তো কেউ নেই। বুড়ো বাবা আর মা। তবে তারা একটা জীবন আমার জন্য এত উদ্বেগ পুইয়েছেন যে, তাঁদের গা-সওয়া হয়ে গেছে।

আপনার ব্যবসার কী হবে?

উড়ে পুড়ে যাবে। হিসেব করে দেখেছি, চৌদ্দ বছর হাজতবাস করলে যখন বেরোব তখন আমার বয়স হবে চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। জীবন ফের শুরু করা যাবে। আর যদি ফাঁসিতে লটকে দেয় তো ল্যাটা চুকেই গেল।

ফাঁসি!

তাও হতে পারে। এদেশে মৃত্যুদণ্ড এখনও বহাল আছে। আমি অবশ্য আইন কানুন তেমন জানি না।

খুনটা আপনি কি করেননি?

কেন করব বলুন তো! মিসেস বক্সীকে মেরে আমার কী লাভ? কোনও প্রতিশোধস্পৃহা নেই, ওঁর সম্পত্তি পাব না, জেলাসি নেই। খুনটা তবে করব কেন?

মোটিভ? সে তো কতরকমের থাকে। আপনি হয়তো সাইকোপ্যাথ।

আপনি যা খুশি ডিডাকশন করতেই পারেন। তার ওপর তো আমার হাত নেই।

আপনার উচিত পুলিশের কাজে খুশি না থেকে নিজেও একটু তদন্ত করা।

ও বাবা! আপনি তো ডোবাবেন দেখছি।

কেন? নিজের স্বার্থেই তো আপনার একটু উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

পাগল নাকি? পুলিশ আমার ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে। থানায় রেগুলার হাজিরা দিয়ে আসতে হয়। একটু বেচাল দেখলেই ফের খপ করে ধরে নিয়ে যাবে।

আহা, আমি বলছি আপনি বসে বসে তো একটু ডিডাকশনও করতে পারেন। কে মারতে পারে তা আন্দাজ করা আপনার পক্ষেই সবচেয়ে সহজ। কারণ, আপনি ভদ্রমহিলাকে চিনতেন, তাঁর স্বভাব-চরিত্র এবং দুর্বলতা সবই আপনার জানা। এখানে ওঁর পরিচিত কারা আছেন তাও আপনার জানা থাকার কথা।

সব মানছি। চিন্তা যে করিনি তাও নয়। আমার ডিডাকশন করার ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ। আমার কেন যেন মনে হয় এটা প্রফেশনালদের কাজ।

তার মানে?

মানে খুব সোজা। কেউ চুরি বা ডাকাতি করার মতলবে ঢোকে। মিসেস বক্সী বাধা দেওয়ায় খুন করে রেখে যায়।

ডাকাতি কি কিছু হয়েছে?

পুলিশ বলতে পারছে না।

আলমারি বা স্যুটকেস কি ভাঙা ছিল?

না ম্যাডাম, ভাঙার তো দরকার ছিল না। মিসেস বক্সীকে খুন করে ওরা ওঁর চাবি দিয়েই সবকিছু খুলেছে। কাজ সেরে ফের চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে গেছে।

বড্ড সরল ডিডাকশন।

আমার মাথায় এর চেয়ে বেশি কোনও সম্ভাবনার কথা আসেনি যে!

আরও ভাবুন।

ভেবে মাথা ভারাক্রান্ত করা কি ঠিক হবে? বরং আমার শবর দাশগুপ্তকে খুব এফিসিয়েন্ট বলে মনে হয়। উনি হয়তো কিনারা করে ফেলতেও পারেন।

ওঁর ওপর খুব ভরসা আপনার!

হ্যাঁ। ভরসা একটু আছে। খুব স্ট্রং ভরসা নয়, তবে সামান্য একটু নির্ভর করতে পারছি। ভদ্রলোক ফেল করলে আমার কপালে কষ্ট আছে। তবে ভাগ্য ভাল যে, বিয়েটিয়ে করিনি। আমার একার ওপর দিয়ে যাবে।

মা-বাবাও তো কষ্ট পাবেন।

তা পাবে। তবে দেয়ার ডে'জ আর নাম্বারড। আমার মা-বাবা জীবনে সুখে থাকেনি। আমি যৌবনকালে কষ্ট দিয়েছি, এখন আমার দাদারা দেয়।

আপনি তো এখনও কষ্ট দিচ্ছেন।

না ম্যাডাম, এই খুন জনিত ঝামেলা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আমি বিদেশ থেকে ফিরে এসে মা-বাবার অর্থকষ্ট জনিত সমস্যা নির্মূল করেছি। কাজের লোক রেখে দিয়েছি। মা-বাবা এখন আরামেই আছে। শ্রীঘরে যেতে না হলে আমি তাদের ছেড়ে যে আর কোথাও যাব না তাও তাদের কাছে শপথ করেছি।

ওরা হয়তো আপনাকে সংসারী দেখলেই বেশি খুশি হতেন।

তা আর বলতে! মা তো বিয়ে-বিয়ে করে পাগল করে তুলেছে আমায়। গোটা দশেক পাত্রী দেখেও ফেলেছে। দেখার জন্য আমাকেও টানা-হ্যাঁচড়া কম করা হয়নি। খুনের কেসটায় ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়েছে।

আপনি কি বিবাহ-বিরোধী?

তা কেন? আসলে ওসব নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে না। আর দাদাদের তো দেখছি। মা-বাবার খোঁজ অবধি নেয় না।

সেটা কি তাদের বউদের দোষ?

তা জানি না। তবে বিয়ের পরেই তাদের মানসিক পরিবর্তন হয়েছে।

সেইজন্য বউরা দায়ী হবে কেন? আপনার দাদারাই দায়ী।

ঠিকই বলেছেন। বউদিদের দায়ী করা আমার ঠিক হয়নি।

আজকাল মা-বাবার সঙ্গে থাকলে খটাখটি, অশান্তি বেশি হয়।

আমি সংসার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নই। তবে আপনি যা বলছেন তা হতেও পারে।

হ্যাঁ মশাই, ছেলেরা বউ নিয়ে আলাদা থাকাই ভাল।

তাহলে আর আমার বিয়ে করা হবে না।

ওমা! কেন?

আমি বুড়ো মা-বাবাকে ছাড়তে পারব না। একটা জীবন অনেক কষ্ট দিয়েছি। দু-তিন বছর না-পাত্তা ছিলাম। ভেবে ভেবে আমার মায়ের হার্টের অসুখ হয়েছে।

তাহলে বোবা-কালা মেয়ে বিয়ে করুন। না হলে গাঁ-গঞ্জের একটু হাবাগোবা মেয়ে।

আমার তো বউয়ের দরকারই নেই।

ও! তাহলে সেই ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানো!

বলেছি তো, ওটাও আমার হাতে নেই। ফুলেরা মধু বিতরণ করতে চাইলে বেচারি মৌমাছির দোষটা কোথায়?

আপনি ভীষণ খারাপ লোক।

তা তো আগেও বলেছেন।

আবার বলছি।

বেশ তো, মেনেও নিচ্ছি। আমি খারাপ লোক।

... .

ফোন ছেড়ে দিলেন নাকি?

... ...

ম্যাডাম, তাহলে কি গুড নাইট?

ফোন ছাড়িনি মশাই।

তাহলে চুপ করে ছিলেন কেন?

আপনার ওপর রাগ হচ্ছিল।

সে তো বুঝতেই পারছি। আমাকে অনেকেই পছন্দ করে না।

আচ্ছা, যদি সেরকম মেয়ে পান তাহলে বিয়ে করবেন?

আপনাকে তো আমার মায়ের মতোই বিয়েতে পেয়েছে দেখছি!

আহা বলুন না।

কিরকম মেয়ের কথা বলছেন?

যে আপনার মা-বাবার যত্নআত্তি করবে?

সে কি আর পাওয়া যাবে? আমার মা-বাবা তো তার মা-বাবা নয়। সে কি আর আমার চোখ দিয়ে আমার বাবা-মাকে দেখবে? ওসব শরৎচন্দ্রের নভেলে হয়।

কেন হবে না?

এখনকার মেয়েরা তাদের অন্যরকম আইডেন্টিটি খুঁজে পেয়েছে। তারা কেন শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে পড়ে থাকবে?

তা থাকতে হবে কেন? আপনি তো তাঁদের জন্য লোক রেখে দিয়েছেন। বউ একটু দেখাশোনা করবে, ভাল ব্যবহার করবে।

সেটাও দুরাশা। হয়তো আমার মা-কে বা বাবাকে সে পছন্দ করতে পারবে না। তারা তো আর পারফেক্ট হিউম্যানবিয়িং নয়। না ম্যাডাম, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

তাহলে মা কি খুশি হবেন?

তা হবে না। তবু বিয়ে না-করা লেসার ইভিল।

আপনার ঘুম পাচ্ছে না তো!

না ম্যাডাম, আমার ইচ্ছা-ঘুম।

এখন কটা বাজে জানেন?

রাত একটা।

আপনার কথা বলতে খারাপ লাগছে না তো?

আরে না ম্যাডাম, সারাদিন তো আড্ডা মারার সময়ও পাই না, মানুষও পাই না। এখন যাহোক একটু আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হচ্ছে।

আমি মোটেই আড্ডা দিচ্ছি না।

তাহলে কী করছেন?

আমি আপনাকে অ্যাসেস করছি।

ওঃ হ্যাঁ, তাও তো বটে!

ইয়ার্কি হচ্ছে?

না তো! তবে অ্যাসেস করে কী লাভ? আমি সামান্য মানুষ।

একটা মার্ডার কেসে আপনি প্রাইম সাসপেক্ট। খবরের কাগজে আপনার নাম উঠেছিল, মনে নেই?

হ্যাঁ, তা বটে। আমি কুখ্যাত লোক।

যা বলেছি তা মনে থাকবে?

অনেক কথাই তো বলেছেন। কোনটা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে?

মার্ডারটা নিয়ে ভাবুন।

ভাবছি তো।

ওরকম এলোমেলো ভাবনা নয়।

তাহলে?

সেদিন মিসেস বক্সীর সঙ্গে আপনার যা যা কথা হয়েছিল সেগুলোর ওপর কনসেনট্রেট করুন।

সেগুলোও তো মাঝে মাঝে ভাবি।

আপনি ভীষণ ক্যালাস লোক।

তা হয়তো হবে।

সেদিন মিসেস বক্সীর কোনও কথার কোনও আলাদা অর্থ হয় কি না ভেবে দেখুন, খুব ডীপলি ভাবুন। আমি কাল আবার রাত বারোটায় ফোন করব।

ধন্যবাদ ম্যাডাম। আপনি আমার জন্য ভাবছেন বলে ধন্যবাদ।

আপনার জন্য ভাবছি কে বলল?

তাহলে?

জাস্ট একটা নাগরিক কর্তব্য হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছি।

সেটাই বা কে দেয় বলুন।

এখন ইয়ার্কি ছেড়ে ভাবুন তো। এক্ষুনি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে হবে না। রাতে— বিশেষ করে গভীর রাতে ভাবনা-চিন্তা খুব শার্প হয়। এখন বসে বসে কিছুক্ষণ মাথাটাকে খাটান তো! আমিও ভাবছি।

আপনার ঘুম পায়নি তো!

না। বিবেক কি ঘুমোয়? ছাড়ছি।

আচ্ছা ম্যাডাম। কাল আবার—

টুক করে ফোনটা কেটে গেল।

মহিলা যে কে তা কিছুই বুঝতে পারছে না মিহির। দিন-চারেক আগে প্রথম ফোনটা আসে। রহস্যময় কথাবার্তা, কিছুতেই পরিচয় না-দেওয়া। তারপর প্রতি রাতেই ফোন। মেয়েটা কে হতে পারে তা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না সে। এদেশের খুব বেশি মেয়েকে চেনেও না মিহির। গলার স্বর থেকে অনুমান হয়, বয়স কম। আঠারো, উনিশ, কুড়ি হতে পারে। মিহির সম্পর্কে মেয়েটার দুর্বার কৌতূহল এবং বোধহয় হৃদয়ের একটু দ্রব ভাব! কিন্তু এসব কি করে হয়? মিহির একটু হি-ম্যান গোছের আছে ঠিকই। বেশ লম্বা-চওড়া এবং সুপুরুষ, কিন্তু তা বলে সব মেয়েই ঢলে পড়বে এমন নয়।

কোনও চিন্তাই বেশিক্ষণ মাথায় থাকে না মিহিরের। ঘুম আসছিল না। সারাদিন আসুরিক খাটুনির পর ঘুম। আধো তন্দ্রার মধ্যে হঠাৎ সে একটু চমকে উঠল। না, তেমন কনসেনট্রেট না করেও হঠাৎ তার মনে পড়ল, অরুণিমা সেদিন হঠাৎ এক সময়ে খুব অন্যমনস্ক ভাবে বলেছিল, আমি মরে গেলে ও সব পাবে। আমি একদম তা চাই না, একদম না। আমি চাই এ সব তোমার হোক। কত টাকার সম্পত্তি আমার জানো! ভাবতেই পারবে না।

এটা কি ইম্পর্ট্যান্ট কথা? কে জানে।

মিহির ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ৪ ॥

মিস্টার দাশগুপ্ত, লোকটিকে কি আপনারা ছেড়ে দিলেন?

না। মিহিরবাবু বেল পেয়েছেন।

বেলই বা পায় কি করে? হি ইজ দি প্রাইম সাসপেক্ট।

সেটা আদালত জানে। আমাদের কিছু করার নেই।

পাবলিক প্রসিকিউটর কি বেল-এর বিরোধিতা করেননি?

বলতে পারব না। আমি আদালতে ছিলাম না। কিন্তু মিহিরবাবুর বেল নিয়ে আপনি অত ভাবছেন কেন? প্রয়োজন হলে তাকে আবার অ্যারেস্ট করা যাবে।

ওকে আপনারা চেনেন না মিস্টার দাশগুপ্ত। যে-কোনও সময়ে ও হাওয়া হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে ওর প্রতিভা সাঙ্ঘাতিক।

সেক্ষেত্রে কী আর করা যাবে বলুন। পুলিশ তো সর্বশক্তিমান নয়। আদালতের বিরুদ্ধাচরণ তো করতে পারি না।

ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই ভাল হল না। খুনটা যে মিহিরই করেছে সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই!

কে বলল নেই? সন্দেহ অবশ্যই আছে।

সে কী?

পুলিশের হাতে ভদ্রলোককে কনডেম করার মতো যথেষ্ট তথ্য নেই।

এদেশের পুলিশ কি এতই অপদার্থ?

এদেশের পুলিশ এদেশের মতোই। কী আর করা যাবে বলুন।

ডিসগ্যাস্টিং! ভেরি ডিসগাস্টিং।

দুঃখিত মিস্টার বক্সী। আপনাকে খুশি করতে পারছি না। বাই দি বাই আপনি কবে এলেন?

কাল রাতে।

আপনি তো মোটে মাস খানেক আগেই আমেরিকায় ফিরে গেলেন!

দেড় মাস। আসতে হল জরুরি প্রয়োজনে। আমার সম্বন্ধী সত্যব্রত আয়রন সাইড রোডের বাড়িটা প্রোমোটারকে বিক্রি করার তোড়জোড় শুরু করেছে। ওর কাছে নাকি আমার স্ত্রীর দেওয়া পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিও আছে। খবর পেয়ে আসতেই হল।

বাড়িটা বোধহয় আপনি বিক্রি করতে রাজি নন?

পাগল নাকি? বাড়ি বিক্রি করব কেন? সত্যব্রতর সঙ্গে এই নিয়ে ঝামেলা চলছে বলেই আমাকে আসতে হয়েছে।

আমি যতদূর খবর রাখি আপনার স্ত্রীর আরও গোটা দুই বাড়ি আছে এবং ব্যাঙ্কে ক্যাশ এবং অন্যান্য বন্ডে আছে প্রচুর টাকা।

হ্যাঁ। ওদের অবস্থা তো ভালই ছিল।

আপনিই এখন এসবের মালিক তো!

ন্যাচারালি। জিজ্ঞেস করছেন কেন?

না, ভাবছিলাম অন্য কোনও ওয়ারিশান আছে কিনা।

কে থাকবে?

উনি কোনও উইল-টুইল করেছিলেন কিনা জানেন?

লুক ম্যান, অরুণিমা ওয়াজ জাস্ট আন্ডার ফর্টি। এই বয়সে কেউ উইল করতে যায়?

ভাল করে খুঁজে দেখেছেন?

খোঁজার প্রয়োজন মনে করিনি। কিন্তু একথা বলছেন কেন?

প্রিয়ব্রত মজুমদার নামে একজন বিখ্যাত অ্যাটর্নি আছেন, জানেন কি?

না তো!

আমি তার ফোন নম্বর আপনাকে দিচ্ছি। একটু কথা বলে দেখুন।

হোয়াট ডু ইউ মিন? হঠাৎ আমি উটকো একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে যাবো কেন?

উনি অরুণিমা দেবীর অ্যাপয়েন্টেড অ্যাটর্নি।

অরুণিমার অ্যাটর্নি! কই জানতাম না তো!

আপনি আপনার স্ত্রীর অনেক কিছুই হয়তো জানতেন না!

তার মানে?

স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম।

আপনি ননসেন্স টক করছেন।

আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন কেন? আমি তো জাস্ট আপনাকে একজনের সঙ্গে একটু কথা বলতে বলেছি। এতে মেজাজ খারাপ করার মতো কিছু তো নেই।

আর ইউ হিন্টিং সামথিং?

আরে মশাই, কথা বলেই দেখুননা। প্রিয়ব্রতবাবু ইজ এ রিনাউন্ড ম্যান ইন দি ফিল্ড অফ ল'। আজেবাজে লোক নন।

তিনি আমাকে কী বলবেন?

যা বলবেন তা হয়তো আপনার পছন্দ হবে না। কিন্তু ট্রুথ ইজ অলওয়েজ লাইক দ্যাট। নট প্যালেটেবল।

ঠিক আছে, নম্বরটা দিন।

নোট করে নিন। এখন দশটা বাজে, ঘণ্টাখানেক পরে ওঁকে ওর চেম্বারে এই নম্বরে পাবেন।

অরুণিমা কি গোপনে কোনও ডিল করেছিল?

আমার মুখ থেকে শুনবেন কেন? প্রপার অথরিটির কাছ থেকে জেনে নিন।

আপনি আমাকে টেনশনে ফেলে দিলেন।

তা হয়তো দিলাম। কিন্তু সবটা জেনে এবং বুঝেই এগোনো ভাল।

ফোনটা কেটে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল শবর। কলকাতার ক্ষণস্থায়ী শীত বিদায় নিচ্ছে। বাইরে রোদের তেজ বাড়ছে। ফেব্রুয়ারির শেষে কলকাতায় আজকাল রোদের বেশ তাপ, হাঁটলেই ঘাম হয়। বেরোতে ইচ্ছে করছিল না শবরের। কিন্তু একটা মোবাইল নম্বরে বারবার ফোন করেও মিহিরকে ধরা যাচ্ছে না। ফোন সুইচ অফ করা আছে।

শবর অগত্যা উঠল। ফোনটা বেজে উঠতেই ভ্রূ কুঁচকে তাকাল যন্ত্রটার দিকে। তারপর তুলে নিল।

শবর দাশগুপ্ত বলছি।

শাহেনশাকে ধরা গেছে স্যার। চালান দেবো কি?

আরে না না, চালান ফালান নয়। বসিয়ে রাখুন। কয়েকটা প্রশ্ন করেই ছেড়ে দেবো।

ওর নাকি ড্রাগ নেওয়ার সময় হয়েছে। খুব রেস্টলেস।

ওকে ড্রাগ নিতে দিন।

আপনি পারমিশন দিচ্ছেন তো?

হ্যাঁ। আমি ওকে নরম্যাল অবস্থায় চাই।

ঠিক আছে। আপনি কি আসছেন?

হ্যাঁ। আমি এখনই রওনা হচ্ছি। আধ ঘণ্টায় পৌঁছে যাবো।

আধঘণ্টা পর দক্ষিণ কলকাতার একটা ফাঁড়িতে শবর দাশগুপ্ত শাহেনশার মুখোমুখি হতেই সুপুরুষ, দীর্ঘকায় বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের শাহেনশা উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম করল। শাহেনশার দাড়ি এবং গোঁফ খুব যত্ন করে ট্রিম করা। পরনের পোশাক অবশ্য এলোমেলো। ময়লা জিনসের প্যান্ট আর গায়ে ইস্তিরিহীন সবুজ পাঞ্জাবি।

ভাল আছেন তো সাহেব?

ভাল। তুমি কেমন?

সব ঠিক হ্যায়। কুছ্ মুসিবৎ হল নাকি সাহেব?

সাউথ ক্যালকাটার আয়রন সাইড রোডে অরুণিমা বক্সী মার্ডার হয়েছিল জানো তো!

জানি সাহেব।

কে জানো?

না সাহেব।

তোমাকে না জানিয়ে কে কাজ করবে এখানে? তুমি না ডন?

আজকাল বহুৎ মস্তান উঠছে সাহেব। আপনি তো সব জানেন।

উঠতি মস্তান?

হাঁ সাহেব।

এরকম ছক কষে কি ওরা কাজ করবে? মনে হয় না।

খোঁজ নিয়ে বলব সাহেব।

তোমার তো কখনও ভয়ডর বা জানের পরোয়া ছিল না।

ও বাত তো ঠিক সাহেব।

কিন্তু তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে আজকাল তোমার ভয়ডর হয়েছে।

শাহেনশা মাথাটা নিচু করে বলল, দিনকাল খারাপ আছে সাহেব। বহুৎ কম্পিটিশন, বহুৎ পলিটিক্স, বহুৎ টেনশন।

সেটা আমি জানি। তোমার চেলা মিণ্টন কি আলাদা হয়ে গেছে?

জি সাহেব। মিণ্টন তিলজলায় ডেরা করেছে।

তোমার দলে কে আছে এখন?

বাচ্চা, ঘিয়া, পাগলু। সব নতুন আছে সাহেব।

তুমি কেস করোনা?

না সাহেব। বখরা পাই।

অরুণিমা বক্সীকে যে খুন করেছে সে পুরনো লোক।

আমার লোক করেনি সাহেব।

সেটা আমি জানি। কিন্তু কে করেছে সেটা তোমার না জানার কথা নয়।

জানিনা সাহেব।

তুমি ভয় পাচ্ছো শাহেনশা!

শাহেনশা পায়ে পায়ে একটু ঘষাঘষি করল। মুখটা একটু বিবর্ণ।

কন্ট্রাক্ট মার্ডার, বুঝলে?

হাঁ সাহেব।

খুন হয়েছে তোমার এলাকায়। তোমাকে সেলামী না দিয়ে কাজটা কি কেউ করতে পারে?

সাহেব, আজকাল এলাকা কেউ মানেনা। পয়সার লালচ বাড়ছে তো। পুরানা জমানা তো আর নেই।

সেটা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানেনা। লোকটাকে আমার চাই শাহেনশা।

খবর নিয়ে জানাবো সাহেব।

আজ বিকেলে?

আর একটু টাইম লাগবে।

টাইম লাগার কথা নয় শাহেনশা, তুমি আসলে ভয় পাচ্ছো। ড্রাগ ধরার পর কি এসব হচ্ছে?

না সাহেব। সিচুয়েশন বদল হয়ে গেছে।

কাকে ভয় পাও?

কাউকে না। টাইমটাকে ভয় পাই সাহেব। আজকাল সব উল্টোপাল্টা ব্যাপার হয়।

ঝেড়ে কাশো শাহেনশা, চুপ করে থাকার জন্য কত টাকা পেয়েছো?

শাহেনশা মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে।

তোমার বিরুদ্ধে তো কোনও কেস দিচ্ছি না, তোমাকে ধরাও হবে না, শুধু একটা ইনফর্মেশন চাইছি। মনে পড়ে তোমাকে আমি এর আগে তিনবার বাঁচিয়ে দিয়েছি?

বহুৎ মেহেরবানি। সাহেব, আমি ভুলিনি।

তাহলে আমার ঋণ একটু শোধ করো।

ছোকরা অ্যারেস্ট হয়ে গেলে বহুত হুজ্জত হবে সাহেব। রায়ট হয়ে যাবে। আমি খতম হয়ে যাবো।

অ্যারেস্ট করব না। যে খুনটা করে সে-ই তো আর আসল খুনী নয়, যে খুনটা করায় সে-ই আসল খুনী। আমি তাকে ধরতে চাইছি।

কথা দিচ্ছেন স্যার?

হ্যাঁ। তবে আমি জানতে চাই পেমেন্ট কে করেছে।

বক্সী মেমসাহেবকে খুন করেছে লম্বুর দল। খাঁটো আর সেলিম ছিল অপারশেনে।

পেমেন্ট কে করেছে?

এজেন্সী।

কোন এজেন্সি?

সার্ভিস টু দি পিপল।

খাঁটো কি কলকাতায়?

না সাহেব। অপারেশনের পর সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওটাই নিয়ম।

জানি। এজেন্সির মালিক জনি, তাই না?

জী সাহেব। জনি ইনফর্মেশন পায় টেলিফোনে। টাকা ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যায়।

তার মানে খুনটা কে করিয়েছে তা জনি জানে না?

না সাহেব।

কাকে সন্দেহ হয় শাহেনশা?

আমরা কাউকে সন্দেহ করি না। টাকা পাই, কাজ করি।

বুঝলাম। টাকার অ্যামাউন্ট জানো?

না সাহেব। আমি দশ হাজার পেয়েছি।

সেটা কত পারসেন্ট?

জানিনা সাহেব। নীট দশ হাজার। নো বারগেন।

ঠকে গেছ। আমার হিসেবে পাঁচ থেকে দশ লাখের মধ্যে কন্ট্রাক্ট হয়েছে। তার কম নয়।

হতে পারে সাহেব। আমার কাছে তো এটা ফালতু টাকা। তাই আমি আর খোঁজখবর নিইনি।

ঠিক আছে শাহেনশা, তুমি যেতে পারো।

জী সাহেব।

লম্বুর মোবাইল নম্বর জানো?

জানি সাহেব।

দাও। নম্বরটা ডায়াল করতেই ওপাশ থেকে কেউ বলল, বোলো।

শবর গম্ভীর গলায় বলল, ফোনটা লম্বুকে দাও।

তুমি কে?

তোর বাপ। লম্বুকে দে?

ওপাশটা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর একটা গমগমে গলা বলে উঠল, কৌন হ্যায় রে।

বলেছি তো তোর বাপ। আমি শবর দাশগুপ্ত!

আরে স্যার, আপনি! নমস্কার স্যার। আমি লম্বু।

শোনো, কথা আছে।

বলুন স্যার।

আয়রন সাইড রোডের অরুণিমা বক্সীকে খুন করানোর কন্ট্রাক্ট তোমাকে কে দিয়েছিল জানো?

স্যার, এসব কী বলছেন!

আকাশ থেকে পড়লে যে! অ্যাকটিং ছাড়ো। তুমিও সেয়ানা, আমিও সেয়ানা।

সে কথা তো ঠিক, কিন্তু স্যার, পার্টিকে তো চিনি না।

খবর নিতে পারবে?

জনি কাজটা দিয়েছিল। জনিও জানে না।

কত টাকার কন্ট্রাক্ট?

পাঁচ।

জনি কোথায়?

এখানেই আছে স্যার। আমি জনির এজেন্সি থেকেই বলছি।

ভারী মিষ্টি মোলায়েম একটা গলা বলল, নমস্কার স্যার। আমি জনি।

কন্ট্রাক্টটা কত টাকার ছিল জনি?

ছয়।

কে তোমাকে ফোন করেছিল?

নাম বলেনি।

পুরুষ না মহিলা?

মহিলা।

সিওর?

হ্যাঁ স্যার। সিওর।

বয়স কিরকম হবে?

বেশি নয় স্যার। ছুকরির গলা।

তোমার অ্যাকাউন্ট নম্বর জেনে নিয়েছিল?

হ্যাঁ স্যার। অনেকে তো নিজে কন্ট্রাক্ট করে না। ভয় পায়।

কবার ফোন করেছিল?

দু বার।

গলা চিনতে পারবে?

পারব। আমার ভয়েস মেমারি ভাল।

হয়তো দরকার হবে না। শোনো। এখন কয়েকদিন তোমার ফোন এলে ধরবে না। অ্যানসারিং মেশিনে রেকর্ড করে রাখবে তোমাকে যেন মোবাইলে ফোন করে।

স্যার, আপনি কি আমাদের ওপর অ্যাকশন নেবেন?

আপাতত নয়। কিন্তু এ লাইনটা ছাড়। যেদিন ধরব সেদিন ঝুলিয়ে দেবো। পার পাবে না।

জানি স্যার। কিন্তু এটা তো প্রফেশন, নাথিং এলস।

ফিলজফি ঝেড়োনা।

দোষ ধরবেন না স্যার, পুলিশের বখরাও দিয়েছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোনটা নামিয়ে রাখল শবর।

আরও চল্লিশ মিনিট বাদে মিহিরের গ্যারেজে হাজির হয়ে গেল শবর।

মিহির তার ট্রাকের ইঞ্জিনে কাজ করছিল। কালিঝুলি মাখা অবস্থায় নেমে এল।

আরে আপনি?

মোবাইলটা তো সুইচ অফ করে রেখেছেন, তাই আসতে হল।

কাজ করছিলাম বলে ফোনটা অফ রেখেছি। বলুন কি খবর।

এটর্নি প্রিয়ব্রত মজুমদারকে চেনেন?

না। কে তিনি?

আপনাকে ফোনটোন করেননি?

আজ্ঞে না।

অরুণিমা বক্সী আপনাকে কত টাকা অফার করেছিল?

ওঃ সে অনেক টাকা। কোয়াইট এ ফরচুন। অ্যামাউন্ট বলেনি।

আপনি কি জানেন যে তিনি একটা উইল করে রেখে গেছেন?

উইল! না, আমি জানব কোত্থেকে?

ইন কোর্স অফ টাইম, আপনি জানতে পারবেন।

কী জানব?

জানবেন যে উনি ওঁর কলকাতার বিষয় সম্পত্তি আপনার নামে ট্রান্সফার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আমার নামে! হোয়াই মি?

বোধহয় ওঁর ভালবাসার নিদর্শন।

পাগল নাকি? ভালবাসা নয়, ওটা ছিল ওঁর ইগো জনিত পাগলামি। আমাকে উনি দখল করতে চেয়েছিলেন, লাইক এ ট্রফি।

আপনি তো এখন বিপুল সম্পত্তির মালিক হতে যাচ্ছেন!

শবরবাবু, আমাকে আপনি কী ভাবেন বলুন তো!

কী আবার ভাবব?

আমি কি লোভী! নাকি ল্যালা! আমাকে মিসেস বক্সী যদি সব দিয়ে গিয়েও থাকেন ওঁর এক পয়সাও আমি ছোঁবোনা।

আপনার ইগোও তো কম নয়।

এটা আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। ইগো নয়। আমার টাকার কোনও অভাব নেই এবং খুব বেশি বড়লোক হওয়ারও ইচ্ছে নেই। মধ্য পন্থাই আমার ভাল লাগে।

তাহলে কী করবেন?

কিছুই করব না। উইলটা ছিঁড়ে ফেলে দেবো।

শুধু উইল নয়, উনি অলরেডি আপনার নামে সবকিছু ট্রান্সফার করেছেন।

তাতেও কিছু নয়। আবার ট্রান্সফার করে দেবো।

কাকে?

ওঁর হাজব্যান্ডকে।

এত টাকা ছেড়ে দেবেন?

ধরার যখন প্রশ্ন নেই।

আপনি চান বা না-চান, অরুণিমা বক্সী আপনাকে তাঁর সবকিছু দিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে আপনাকে একটু বিপদেও ফেলে গেছেন।

বিষয় সম্পত্তি মানেই তো বিপদ।

ঠিক কথা। কিন্তু আপনি যে অর্থে বলছেন তা ছাড়াও বিপদ আছে।

সেটা কিরকম?

মরটাল ডেনজার।

তার মানে কী?

আপনি খুন হয়ে যেতে পারেন।

মাই গড! কেন?

কারণ আছে বলেই।

কিন্তু আমি তো ওসব চাইছি না।

সেটা সবাই বুঝবে না।

আমাকে কে খুন করবে?

ভাড়াটে খুনি।

সর্বনাশ!

আপনি তো বাহাদুর লোক, ভয় পাচ্ছেন কেন?

ভয়ের কথাই বলছেন যে!

আরে, নার্ভাস হলে চলবে কেন?

নার্ভাস নই মশাই, আমি ঝুট ঝামেলা পছন্দ করি না।

পিসফুল লাইফ চান তো!

হ্যাঁ।

তাহলে কোঅপারেট করুন।

করছি তো।

করছেন না। সেদিন অরুণিমা বক্সী আপনাকে আরও কিছু বলেছিলেন যা আপনি আমার কাছে চেপে গেছেন।

আমার যা মনে পড়েছে বলেছি।

উনি সুব্রত বক্সীর একজন বান্ধবীর কথাও বলেছিলেন।

মাথা নেড়ে মিহির বলে, না, বলেননি। বিশ্বাস করুন।

সুব্রত বক্সীর কি কোনও বান্ধবী নেই?

থাকলেও আমি জানি না। সুব্রতদার সঙ্গে আমার বিজনেস রিলেশন ছিল, ইনটিমেসি ছিল না। মিসেস বক্সী সুব্রতদাকে এতই তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন যে ওঁকে নিয়ে ওঁর কোনও মাথাব্যথাই ছিল না।

শবরের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল একটু। সামান্য চুপ করে থেকে বলল, সত্যি কথা বলছেন?

হ্যাঁ, সত্যি কথা বলছি।

তা হলে তো জটিলতা বাড়ল।

কিন্তু তার জন্য তো আমি দায়ী নই।

প্যাটার্নটা ঠিকঠাক মিলছে না। সুব্রত বক্সীর একজন বাঙালি বান্ধবী থাকা উচিত। তা হলে প্যাটার্নটা মেলে। নইলে আবার নতুন করে ভাবতে হবে। আপনি কি বলতে পারেন সুব্রতবাবু সম্পর্কে অরুণিমার এত রিপালশনের কারণ কী?

রিপালশন নয়। রিপালশনও একরকমের রি-অ্যাকশন। অরুণিমা সুব্রতদাকে ঘেন্না করতেন বলে মনে হয় না। তেমন কোনও রাগেরও প্রকাশ দেখিনি। জাস্ট ইগনোর করতেন।

সুব্রত বক্সী কি ওঁর আজ্ঞাবহের মতো ছিলেন?

পুরোপুরি তাও নয়। কাজের সূত্রে ওঁদের কো-অপারেশন ছিল। দুজনেই পরিশ্রমী। পরস্পরের মধ্যে কাজ নিয়ে শলাপরামর্শও হত। গুড কলিগস। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বোধহয় ক্লোজ ছিলেন না। ভেরি স্ট্রেঞ্জ রিলেশন।

সুব্রত বক্সীর অ্যাটিটিউট কিরকম ছিল?

সেও আপনাকে বলেছি। উনি স্ত্রীকে তোয়াজ করতেন। ডার্লিং, ডিয়ার, সুইটহার্ট, বলতেন সবসময়ে। কিন্তু সেগুলি মিথ্যে।

হুঁ। ভাবিয়ে তুললেন মিহিরবাবু।

॥ ৫ ॥

ওমা! ঘুম ভাঙালুম বুঝি?

না ম্যাডাম, ঘুমোইনি। চিন্তা করছি।

আপনাকে আমি যা চিন্তা করতে বলেছি তা করছেন তো?

না ম্যাডাম, তার চেয়েও ইম্পর্টেন্ট চিন্তা করতে হচ্ছে।

সে আবার কিসের চিন্তা।

শবরবাবু নতুন দুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন মাথায়।

কি রকম দুশ্চিন্তা?

ওঁর ধারণা হয়েছে আমাকে কেউ খুন করবে।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ ম্যাডাম।

উদ্বিগ্ন নারীকণ্ঠটি থেকে রহস্য খসে পড়ল, একটু আর্তনাদের মতো কণ্ঠস্বরটি বলে উঠল, কেন? কে খুন করতে চাইছে?

তা তো উনি বলেননি। তবে সাবধানে থাকতে বলেছেন।

কী আশ্চর্য! আপনার ওপর কার রাগ থাকতে পারে?

তা তো জানি না। তবে আপনাকে তো বলেইছি, আমি লোক ভাল নই। কারও হয়তো খার আছে।

প্লিজ, একটু ডিটেলসে বলুন।

ডিটেলস তো আমিও জানি না ম্যাডাম। তবে পুলিশ সাহেব আজ আমার গ্যারাজে হানা দিয়েছিলেন। ঘটনার ক্রম দেখে বা কোনও সূত্রে উনি এরকমই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

তাহলে আপনি কোথাও চলে যান। কাল সকালেই চলে যান।

না ম্যাডাম, আমি ভিতু হলেও ততটা কাপুরুষ নই।

নারীকণ্ঠ ঝেঁঝেঁ উঠল, থাক, অত বীরত্ব দেখাতে হবে না। এ-শহরে ভীষণ বিচ্ছিরিভাবে খুনটুন হয়। দিনে দুপুরে। প্লিজ, অকারণে বেশি সাহস দেখাবেন না।

আপনি কি আমার জন্য উদ্বিগ্ন?

যদি বলি হ্যাঁ?

তাহলে তো বলতে হয় অচেনা একজন মানুষের জন্য আপনার যথেষ্ট সিমপ্যাথি আছে।

দেখুন, এসব সিরিয়াস সিচুয়েশনে ইয়ার্কি ভাল লাগছে না। আপনি তো বলেছিলেন দিল্লিতে আপনার দাদা থাকেন।

হ্যাঁ।

তাঁর কাছে চলে যান না!

তার কাছে গিয়ে তো অনন্তকাল থাকা যাবে না। কলকাতায় বুড়ো মা-বাবা, কাজকারবার সব ফেলে চলে গেলেই তো হবে না। আর দাদার সঙ্গে আমার সদ্ভাবও নেই।

অন্য কোথাও গিয়ে থাকার মতো টাকা কি আপনার নেই? খুব পারবেন প্লিজ!

ম্যাডাম, গেলেই তো হবে না। একদিন ফিরতেই তো হবে।

সে তখন পরে দেখা যাবে।

আমার এখন অনেক টাকা, জানেন?

কিসের টাকা?

শুনছি অরুণিমা বক্সী নাকি মারা যাওয়ার আগে তার বিষয়সম্পত্তি আমার নামে ট্রান্সফার করে গেছে।

সত্যি?

হ্যাঁ।

এত টাকা নিয়ে কী করবেন?

কিছুই করব না ম্যাডাম। একটা পয়সাও ছোঁব না।

কেন?

নেবো কেন বলুন তো! কোন্ অধিকারে?

সত্যি নেবেন না?

প্রশ্নই ওঠে না। শুনে বরং আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল।

ওমা! কেন?

এটা হয়তো ঘুষ, হয়তো করুণা, হয়তো ক্রয়মূল্য। কিন্তু কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই না?

থ্যাংক ইউ।

হঠাৎ থ্যাংক ইউ দিলেন কেন?

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

তাই বা কেন?

সে আপনি বুঝবেন না।

আপনি বেশ অদ্ভুত লোক ম্যাডাম।

মোটেই অদ্ভুত নই। মেয়েদের আপনি একটুও চেনেন না।

মেয়েরা কি সব একরকম যে চিনব? এক একজন এক একরকম। কে যে কী চায় তা একদম বুঝতে পারি না। তাই নারীচিন্তা করিই না। পারতপক্ষে। হাসলেন নাকি?

হ্যাঁ।

কেন হাসলেন?

আপনার অসহায় অবস্থা দেখে। এত মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করেও মেয়েদের চিনতে পারলেন না?

ম্যাডাম, আপনি আমার প্রকৃত অবস্থাটা জানেন না। মেয়েদের আমি বরাবরই এড়িয়ে চলতাম। আজও চলি। সার্কাসে যখন কাজ করতাম তখনই দেখেছি, কোনও কোনও মেয়ে আমার ওপর ইন্টারেস্ট নিচ্ছে। ঠেকানোর চেষ্টা যে করিনি তা নয়। তবু মেলামেশা হয়ে গেল। ফিজিক্যাল রিলেশন, তার বেশি কিছু নয়। সেই থেকে শুরু, আজও শরীর ছাড়া আর কোনও রিলেশন মেয়েদের সঙ্গে আমার হয়নি। বলুন ম্যাডাম, তার জন্য কি আমি দায়ী? আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। অরুণিমা বক্সী যে পাগলামি করলেন তারও কোনও গভীরতা নেই কিন্তু। ওঁর মন বলে বস্তুই ছিল না। আমি ছিলাম ওঁর জাস্ট একটা টয়। খেলা ফুরোলেই ফেলে দিতেন।

বুঝেছি। আপনি ভাল লোক, মেয়েরা খারাপ।

তা বলিনি। বলছি আই ইজিলি অ্যাট্রাক্ট দি ব্যাড পিপল।

তাই বুঝি?

আমি ব্যাড তো, তাই ব্যাডদেরই আমাকে পছন্দ হয়।

আপনি খুব খারাপ। কিন্তু চিকিৎসার অতীত নন।

বলছেন।

হ্যাঁ।

তাহলে আমারও আশা আছে?

খুব আছে। তবে একটা শর্ত।

কী সেটা?

আর কখনও মেয়েদের ওভাবে ব্যবহার করবেন না।

ফিজিক্যালি তো।

হ্যাঁ।

ম্যাডাম, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন? আমি ব্যবহার করি না, ব্যবহৃত হই।

দয়া করে আর ব্যবহৃত হবেন না। কথা দিন।

কথা দেবো? কেন ম্যাডাম? আপনি তো আমার কাছে একজন অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা মাত্র। আপনাকে এত বড় একটা কথা দেবো কেন?

তার মানে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোই আপনার পছন্দ?

তা নয়। কিন্তু আপনাকে কথা দেবো কেন? যে মহিলা বিশ্বাস করে নিজের নামটাও আজ অবধি আমাকে বলেনি তাকে কথা দেওয়ার কী দায়?

পরিচয় দিয়েই বা কী লাভ বলুন? আপনি তো মেয়েদের একটাই ব্যবহার জানেন। সেটা হল শরীর। আপনি নিজেই বলেছেন মেয়েদের ব্যাপারে কৌতূহলও নেই আপনার।

তা ঠিক। তবে আপনার ব্যাপারে একটা কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে।

আমার ভাগ্যি।

আমি কিন্তু কথা বলতে জানি না। অনেক সময়ে উল্টোপাল্টা বলে ফেলি কিছু মনে করলেন না তো!

না, মনে করার মতো কিছু তো বলেননি। তবে কথা দিলেন না বলে দুঃখ পেলাম।

আগে বলুন, আপনি কে?

জেনে কোনও লাভ নেই আপনার।

আমার কী মনে হয় জানেন?

কী?

আপনি বোধহয় খুব অচেনা নন।

বাঃ, তা হলে তো ভালই। মাথা খাটিয়ে বের করুন তো আমি কে?

একটু সময় লাগবে। মাথাটা তো এখন নানা চিন্তায় এনগেজড।

তাড়া নেই। ভাবুন।

নিজে থেকে কিছুতেই বলবেন না তো!

না। একটু কষ্ট করুন। বরাবর তো সব মেয়েদের অনায়াসেই পেয়ে গেছেন।

ভুল বললেন। আমি কোনও মেয়েকেই পাইনি। আমার চেহারাটা ভাল। দুর্ভাগ্য হল, মেয়েরা অর্থাৎ যারা একটু ফিজিক্যাল তারাই আমার শরীরটাই কেবল চেয়েছে। ওটাকে পাওয়া বলে না।

ওটাকেই তো সবাই পাওয়া বলে মনে করে।

আমি মনে করি না।

আপনি তা হলে কিভাবে পেতে চান?

সেটা ঠিক বুঝতে পারি না। তবে ফিজিক্যাল পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

টোটাল সারেন্ডার তো! সব পুরুষই মেয়েদের কাছে তাই চায়।

দেখুন, ভালবাসার মধ্যে সারেন্ডারও কিন্তু একটু থাকে।

আপনিও আসলে ক্রীতদাসী চাইছেন।

দোষ কি? আমিও যদি তার ক্রীতদাস হই।

ছেলেরা কখনও ক্রীতদাস হতে পারে না। তারা নিতে জানে, দিতে নয়।

ছেলেদের সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা হয়তো সুখকর নয়।

ছেলেদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বেশি নেই, কিন্তু পুরুষদের মোটামুটি বুঝতে পারি।

কিচ্ছু বুঝতে পারেননি। আপনি আমাকে দেখেননি।

কে বলল দেখিনি?

কবে দেখলেন? কোথায় দেখলেন?

তা বলব কেন?

বাজে কথা, আপনি মোটেই দেখেননি। বলুন তো আমার বাঁ গালে যে আঁচিলটা আছে সেটা লালচে না খয়েরি?

আপনার বাঁ গালে কোনও আঁচিল নেই।

বলুন তো আমার নাকটা থ্যাবড়া না চোখা।

থ্যাবড়া নয়, তবে একটু চাপা। মনে হয় কখনও নাকটা ভেঙে গিয়েছিল।

ঠিক বলেছেন তো! সার্কাসে চাকরি যখন করি তখন প্র্যাকটিসের সময় আমি ট্রাপিজ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। নীচে নেট ছিল, আমি নেটের বাইরে ছিটকে গিয়েছিলাম। নাঃ, স্বীকার করতেই হচ্ছে আপনি আমাকে দেখেছেন।

দেখেছি।

ভাবিয়ে তুললেন ম্যাডাম।

কেন ভাবনার কী হল।

এ যে ওয়ান ওয়ে গ্লাস। আপনি দেখেছেন, আমি দেখিনি।

কোনওদিন দেখা হতেও পারে।

।। ৬ ।।

আমি জনি স্যার।

হ্যাঁ, জনি, বলো।

আপনি যেরকম বলেছিলেন সেরকমই করেছি। অ্যানসারিং মেশিন চালু রেখেছিলাম, একটা ভয়েস রেকর্ড করা আছে। কিন্তু ভদ্রমহিলা আমাকে মোবাইলে ফোন করেননি।

কী রেকর্ড করতে পেরেছো?

শুধু একটা কথা, জনি আছে? তার পর সাইলেন্স।

নম্বরটা দাও। আর টাইমটা।

জনি নম্বরটা দিল। এবং আধ ঘন্টার মধ্যে শবর হানা দিল বালিগঞ্জের একটা এস টি ডি বুথে।

আমি পুলিশের লোক। কাল রাত আটটার পর সাড়ে আটটার মধ্যে এই বুথ থেকে এক ভদ্রমহিলা কাউকে ফোন করেছিলেন। খুব কম সময়ের জন্য। সেই ভদ্রমহিলাকে কি মনে আছে?

বুথের ছোকরাটা ঘাবড়ানো মুখে বলে, না স্যার। মনে পড়ছে না।

ভয় পেও না। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। খবরটা জরুরি।

ছেলেটা একটু ভেবে বলল, হ্যাঁ স্যার।

তাকে চেনো?

এ-পাড়ারই মানুষ। তবে নাম ঠিকানা জানি না।

তোমার বুথ থেকে প্রায়ই ফোন করেন কি?

খুব কম।

চেহারাটা কেমন বলতে পারো?

লম্বা চওড়া চেহারা স্যার, খুব ফর্সা।

কোন দিক থেকে এসেছিলেন?

ওই পাশের গলিটা দিয়ে, ফোন করে ফের গলিতে ঢুকে গেলেন।

উনি ছাড়া আর কোনও মেয়ে এসেছিল?

না স্যার। এখন চারদিকে অনেক বুথ খুলে গেছে, কাস্টমার নেই।

ঠিক আছে।

আরও চল্লিশ মিনিট ধরে গলির বিভিন্ন দোকান আর বাড়িতে হানা দিল শবর। শেষে সোমা রায়ের নামটা জানা গেল। ঠিকানাও।

কলিং বেল টিপতেই একজন বাচ্চা মেয়ে দরজা খুলে বলল, কী চাই?

সোমা রায়।

এখন দেখা হবে না।

কেন?

বাথরুমে আছেন।

শবর দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে বলল, ওকে বলো পুলিশের লোক এসেছে। জরুরি দরকার।

মেয়েটা ভয় পেয়ে ছুটে চলে গেল ভিতরে। শবর চারদিকে চেয়ে দেখল, বেশ সাজানো গোছানো রুচিশীল বৈঠকখানা। পয়সাওলা মহিলা বলে মনে হয়।

একটু অপেক্ষা করতে হল। তারপর মুখে এক রাশ বিরক্তি আর থমথমে রাগ নিয়ে ফর্সা, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী এবং বেশ সুন্দরী ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকেই বেশ উঁচু গলায় বললেন, কে বলুন তো আপনি? কী চাই?

কয়েকটা কথা জানতে চাই।

কী কথা? শুনলাম আপনি পুলিশের লোক। পুলিশের কী দরকার আমাকে?

ঠাণ্ডা হয়ে বসুন ম্যাডাম। অত উত্তেজিত হবেন না। আমি তো আপনাকে অপমান করিনি?

আমার সময় নেই। এখনই বেরোবো।

সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করা হবে। সেটা কি সুবিধেজনক হবে বলে আপনার মনে হয়?

দাঁতে ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ রাগটাকে সামলে নিয়ে সোমা বলল, কিন্তু আমার অপরাধ কী?

আপনার টেলিফোন আছে?

আছে। কেন?

ফোনটা কি ডেড?

না।

তা হলে কাল রাতে আপনি জনিকে ফোন করার জন্য কষ্ট করে টেলিফোন বুথে গিয়েছিলেন কেন?

পলকে ফ্যাকাসে হয়ে গেল সোমার মুখ।

কে বলল আমি বুথে গিয়েছিলাম?

বুথের ছেলেটা আপনাকে দেখলেই চিনতে পারবে।

বাজে কথা।

জনির সঙ্গে আপনার কিসের দরকার?

জনি নামে কাউকে চিনি না।

সুব্রত বক্সী নামে কাউকে চেনেন কী? নাকি তাও না।

এসব কী হচ্ছে বলুন তো? রঙ্গ-তামাশা নাকি?

না, বরং খুব সিরিয়াস ব্যাপার।

আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

ঠিক আছে ম্যাডাম। আমি থানায় জানিয়ে দিচ্ছি যাতে তারা আপনাকে হাতকড়া পরিয়ে প্রকাশ্যে টেনে নিয়ে যায়। থানার কাঠের বেঞ্চে বসে কথা বলতে বোধহয় আপনার সুবিধে হবে।

সোমার মুখে আচমকা রক্তোচ্ছ্বাস দেখা গেল। সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, কেন এসব করছেন?

স্পিল দা বিন। সুব্রত বক্সীকে চেনেন?

সোমা দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। তারপর হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে লাগল। আমি কিচ্ছু জানি না আমি কিচ্ছু জানি না

আপনার পাসপোর্টটা নিয়ে আসুন।

সোমার অনেকক্ষণ সময় লাগল সামলাতে। তারপর গিয়ে পাসপোর্ট নিয়ে এল।

বছরে আপনি ক'বার আমেরিকা যান?

বিজনেস পারপাসে ঘন ঘন যেতে হয়।

বুঝলাম।

সুব্রতর সঙ্গে আমার একটা জয়েন্ট বিজনেস আছে।

হ্যান্ডিক্র্যাফ্‌টস?

হ্যাঁ। আর শাড়ি।

অরুণিমা বক্সী কি আপনাকে চিনতেন?

হ্যাঁ।

কি রকম রিলেশন ছিল?

ভালই তো।

তা হলে তাকে মারতে হল কেন?

সোমা চুপ।

ডিভোর্স করলে অরুণিমার সম্পত্তি সুব্রতর হাতছাড়া হত বলে?

আমাকে ওসব জিজ্ঞেস করবেন না প্লিজ!

নয় কেন? আপনি একজন অ্যাকসেসরি টু মার্ডার। একটা নয়, দুটো মার্ডার।

মিহিরকে খুন করার জন্য আপনি জনিকে ফের ফোন করেছিলেন। অ্যানসারিং মেশিনে ওর মোবাইলে ফোন করতে বলায় আপনি ভয় পেয়ে ফোন কেটে দেন, কারণ মোবাইলে কলার-এর নম্বর উঠে যায়। তাই না?

প্লিজ!

কী লাভ হল বলুন। অরুণিমা তার সব সম্পত্তি মিহিরের নামে ট্রান্সফার করে গেছে।

আমি কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন।

সুব্রত আর আপনি দুজনেই জেল খাটবেন, যদি ফাঁসি নাও হয়, কী লাভ হবে বলুন। সুব্রতবাবুর পাসপোর্টও এতক্ষণে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। আমি আপনারটা করছি। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

মিহিরবাবু, কেমন আছেন?

ও শবরবাবু! আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ফাঁসির দড়ি থেকে যে আমি বেঁচে যাবো তা ভাবিনি। আপনি এসে না পড়লে কপালে কষ্ট ছিল।

তা ছিল। সুব্রতবাবু স্টেটমেন্ট দিয়েছেন।

ওঁর কি ফাঁসি হবে শবরবাবু?

বোধ হয় না। চৌদ্দ বছর মেয়াদ হতে পারে। প্যারোল-ট্যারোল বাদ দিয়ে বড়জোর দশ বছর ঘানি টানবেন। তবে আমেরিকান সিটিজেন বলে কিছু কনসিডারেশন হতে পারে। ওসব আইনকানুন আমার জানা নেই। আপনি কি সত্যিই অরুণিমা বক্সীর বিষয় সম্পত্তি কিছুই নেবেন না?

পাগল নাকি? ওসব আমি ছোঁবোও না।

তাহলে সম্পত্তির গতি কি হবে?

যা খুশি হোক।

আপনি অদ্ভুত লোক কিন্তু।

না শবরবাবু, আমি ভিতু লোক। অনার্জিত সম্পদকে খুব ভয় পাই।

আচ্ছা, গুডবাই। ভাল থাকুন।

ধন্যবাদ।

আমি বলছি।

সব খবর পেয়েছেন?

খবরের কাগজে দেখেছি।

আপনার কি সন্দেহ ছিল খুনটা আমি করেও থাকতে পারি?

না, কখনও নয়। সন্দেহ থাকলে কি এত কথা বলি?

আমি লম্পট বলে প্রতীয়মান হলেও তা নই কিন্তু।

আপনি ভীষণ খারাপ।

কি করে আপনার কাছে ভাল লোক হওয়া যায় বলবেন?

শুধু আমার কাছে কেন, সকলের কাছে নয়?

আপাতত আমার একজনের জন্যই মাথাব্যথা। হাসছেন!

এত পাগল হওয়ার কী আছে?

আপনি যে আমাকে ভীষণ জ্বালাচ্ছেন!

ওঃ! তাহলে আর ফোন করব না।

তাই বললাম বুঝি!

তাই তো বললেন!

এই বুদ্ধি! আপনাকে আমি বুদ্ধিমতী ভেবেছিলাম।

ঝগড়া করার জন্য গলা চুলকোচ্ছে, না?

আপনিও তো ঝগড়ুটে। এক বুঝতে আর এক বোঝেন।

বেশ তাহলে কথা না বললেই তো হয়।

না না, বরং ঝগড়াই হোক।

ঝগড়া হবে! ওমা, কেন?

এরকম ঝগড়া বেশ ভাল, মন ভাল হয়ে যায়।

তাহলে তো সারাজীবন ঝগড়াই করতে হবে আপনার সঙ্গে।

রাজি। হাসছেন কেন?

একটা পাগলার পাল্লায় পড়েছি বলে।

আমিও তো একটা পাগলীর পাল্লায় পড়েছি। পাগলীকে এখন আমার ভীষণ দরকার।

কেন?

বোঝেন না? না বুঝে থাকলে আর বুঝে কাজ নেই। আমি পাগলীর কাছে বসে এই জীবনটাকে বুঝে নিতে চাই। আপনার পাঠশালায় আমাকে ভর্তি করে নেবেন?

ভেবে দেখি।

না, ভাবলে সব গুলিয়ে যাবে। নিন না ভর্তি করে! নেবেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। তারপর মেয়েটি বলল, না নিয়ে উপায় কী?